আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ওমরাহ পালনে সৌদির নতুন নিয়ম



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালনে (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ০৯ || সোমবার || অগ্রহায়ন ১৪ || ১৪২৮ || রবিউস সানি ২৪ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 09 || 29 November || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

করোনার নতুন সংক্রমনে আতঙ্কিত বিশ্ব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দুই বছর ধরে বিশ্বকে ওলটপালট করে দেয়া করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) নতুন নতুন রূপ ধারণ করে বিশ্বকে উতঙ্কিত করে তুলছে। ভারতীয় ডেল্টার প্রকোপ অনেকটা কমে

বিমানবন্দর সমূহে সর্বোচ্চ সতর্কতা

আসায় মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচার চেষ্টাকালে ফের ভ্যাকসিন প্রতিরোধী নতুন ধরন দ্রুত বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। গবেষকরা করোনাভাইরাসের এ নতুন ভ্যারিয়েন্টকে চিহ্নিত করছেন বি.১.১.৫২৯ নামে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নাম দিয়েছে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

নিউইয়র্কে জরুরি অবস্থা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাস সংক্রমণ বেড়ে যাওয়া এবং নতুন ধরন ওমিক্রন (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে বড় পতন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত সপ্তাহে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে বড় পতন হয়েছে। এক সপ্তাহেই আউন্সে স্বর্ণের দাম কমেছে ৫০ ডলার। অবশ্য এই দরপতনের আগে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে বড় উত্থান হয়। স্বর্ণের পাশাপাশি গত সপ্তাহে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

দাম কমাতে তেলের রিজার্ভে হাত দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তেলের দাম বাড়তে থাকায় এবং সেইসাথে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমছে। এই অবস্থায় তেলের দাম কমাতে নিজ দেশের রিজার্ভ থেকে তেল ধার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

পরকীয়া ঠেকাতে স্ত্রী অদল-বদল করা হয় যেখানে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পরকীয়া বাংলাদেশে একটি দন্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধে অনেক নারী- (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

অক্সফোর্ডের ডিগ্রি পেলেন মালালা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেড় বছর আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)



খালেদা জিয়ার পরিবার

খালেদা জিয়ার লিভার সিরোসিস দেশে চিকিৎসা সম্ভব নয়

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার লিভার সিরোসিসের কারণে বিডিং হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা। তার চিকিৎসায় গঠিত দলের মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসক যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র বা জার্মানীর বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার সুপারিশ করেছেন। তারা জানিয়েছেন, বিএনপি নেত্রীর যকৃত বা লিভারে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। একবার এই রক্তক্ষরণ সামাল দেয়া গেছে। তবে এখন তার যে অবস্থা, সেটি দ্বিতীয়বার সামাল দেয়া কঠিন হবে। বাংলাদেশে দুই থেকে তিন বার রক্তক্ষরণ সামাল দেয়ার কারিগরি সুযোগ নেই দাবি করে যত দ্রুত সম্ভব তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন তারা। চিকিৎসকদের দাবি, বেগম জিয়ার চিকিৎসা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীতেই সম্ভব। রোববার (২৮ নভেম্বর) বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সবশেষ শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যরা কে কোথায়

ঢাকা ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে আন্দোলন (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

ম্যারাডোনাকে নিয়ে যা বললেন মেসি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্থানীয় সময় অনুসারে আজ বৃহস্পতিবার দিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুবার্ষিকী। আজ থেকে এক বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তিনি। কিন্তু তাকে নিয়ে মানুষের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800 Fax: 718-472-9801

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ি-গাড়ী কিনতে পারছেন না তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $60K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 29 // 2021

যুক্তরাজ্যে ঢুকলেই পিসিআর টেস্ট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে দুই ব্যক্তির শরীরে ওমনিক্রম ধরন সনাক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গতকাল ঘোষণা করেছেন, সেদেশে প্রবেশকারী সব ভ্রমণকারীকে তাদের আগমনের পরে দ্বিতীয় দিনের শেষে পিসিআর পরীক্ষা করতে হবে। নেতিবাচক পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত তাদের স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। গতকাল স্থানীয় সময় বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে বরিস জনসন জানান, দোকানপাট ও গণপরিবহনে মাস্ক পড়ার বিধি কঠোর করা হবে। এছাড়া তিনি বলেন, 'নতুন ধরনের বিরুদ্ধে প্রচলিত টিকা কতটা কার্যকর হবে তা আমরা জানি না। তবে তা যে অন্তত কিছু সুরক্ষা দেবে তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।' ব্রিটিশ সরকারের জরুরি পরিস্থিতি বিষয়ক উপদেষ্টা গ্রুপ (এসএজিই) এর সদস্য ক্যালাম সেম্পলও গতকাল বলেছেন, 'এটা কোন বিপর্যয় নয়। প্রদত্ত টিকা গুরুতর অসুস্থতা থেকে কিছু সুরক্ষা দেওয়ার কথা।'

অধ্যাপক দেলোয়ার ও বাদল সমর্থিত সিটি বিএনপি'র উদ্যোগে নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল

শেখ হাসিনার সরকার পতনে এক দফার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার ও বাদল সমর্থিত নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি। সভায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে যাদের মা-বাবা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করা হয়। সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টের মিলনায়তনে গত সোমবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা অবিলম্বে বিদেশে খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার ব্যবস্থার দাবী এবং শেখ হাসিনার সরকার পতনে দেশ ও প্রবাসে এক দফার আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা বলেন, খালেদা জিয়ার কিছু হলে তার দায়-দায়িত্ব শেখ হাসিনাকেই নিতে হবে। খবর ইউএনএ'র।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতিক আকতার হোসেন বাদল। আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় এতে

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা শাওন বাবলা, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, যুবদল নেতা সারোয়ার খান বাবু, সিটি বিএনপি প্রধান উপদেষ্টা এমজি এইচ বাবুল, সহ সভাপতি মাহবুব রহমান, সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ জালাল হোসেন প্রমুখ।



অনুষ্ঠানে দোয়া-মোনাজাত পরিচালনা করেন আশরাফউদ্দিন ঠাকুর।

আলোচনায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যু নেই। তিনি দেশের ১৮ কোটি মানুষের নেত্রী। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি চাইলে আপোষ করে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু দেশ-জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি। তিনি তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা এবং দেশে ও একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে সুচিকিৎসার ব্যবস্থার দাবী জানান।

আকতার হোসেন বাদল বলেন, নানা ষড়যন্ত্রের কারণে দেশ ও প্রবাসে বিএনপি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বেগম খালেদা জিয়াও সেই ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনি আমাদের মায়ের মতো। তার জীবন রক্ষায় সবকিছু করতে হবে। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র আর সঙ্কট মোকাবেলায় সাচ্চা বিএনপির নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই।

এখন সময় এসেছে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের এক দফার আন্দোলন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতাদের কর্মকান্ডের সমালোচনা করে বলেন, স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি বিএনপি'র কোন কমিটি নয়। আর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে প্রবাসে বিএনপি সফলতা দেখাতে পারছে না। সবাই পদ-পদবী নিয়ে ব্যস্ত। তিনি বলেন, কমিটির জন্য কেন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেনো। আমরাই কমিটি করতে পারি। সিটি বিএনপি'র কমিটি হয়েছে। আগামীতে বিএনপির ত্যাগী নেতা-কর্মীদের নিয়ে স্টেট ও বিএনপি'র কমিটি গঠন করা হবে।

শাওন বাবলা বলেন, আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসা বিএনপির কর্মী নই। পারিবারিকভাবেই আমরা বিএনপি করি এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে যোগ্য নেতা হিসেবে আধ্যাপক দেলোয়ার-বাদলের বিকল্প নেই। এখন দরকার সরকার পতনে 'এক দফার' ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

আশরাফউদ্দিন ঠাকুর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ত্যাগী ও যোগ্য নেতাদের মূল্যায়নের সময় এসেছে। এখন সময় বিভেদ-বিভক্তি নয়, ঐক্যের।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ কেনেডি এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
৯৩৮৯ কানেলটিন এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

The Optimists

A 501(c) (3) Charitable Organization.
Donations are Tax-Deductible

the OPTIMISTS

Annual Fundraiser 2021 and Community Reunion

20th Annual General Meeting

VENUE:

WORLD FAIR MARINA
Restaurant & Banquet
1 Worlds Fair Marina, Flushing, NY 11368
Tel.: 718.898.1200

DATE & TIME:

SATURDAY
DECEMBER 4, 2021
12:30pm to 5:00pm

উক্ত অনুষ্ঠানে দাতা, সহযোগী, শুভাকাঙ্খী ও স্বেচ্ছাসেবক সকলকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রন জানানো যাচ্ছে।

CURRENT PROGRAMS

International – Bangladesh
Child Sponsorship Program (CSP)
- Duration: 4 years
- Cost: Individual sponsors donate $135.00 per year for a single child.

Special Sponsorship Program (SSP)
- Duration: 6 years (undergraduate+graduate or first- professional degree candidates).
- Cost: Individual sponsors donate $310.00 per year for a single student.

PROOF OF VACCINATION REQUIRED

RSVP: info@theoptimists.org
For more information:
718-278-4953
718-974-3751
347-248-5891
info@theoptimists.org
www.theoptimists.org

OUR CHILDREN ARE OUR FUTURE AND OUR RESPONSIBILITY TOO!



LUNCH WILL BE SERVED

ALL PROCEEDS FROM THIS EVENT WILL BE SPENT TOWARDS BENEFIT OF THE DISPOSSESSED CHILDREN.

GRAND SPONSOR

LONG ISLAND, NEW YORK
EXOTIC COFFEE ROASTER
Pintail Coffee

CO-SPONSOR

MSR
MAIN STREET RADIOLOGY

T: 718.428.1500 | F: 718-224-0978 | mainstreetradiology.com

Bayside 44th Office
44-01 Francis Lewis Blvd.
Bayside, NY 11361

Downtown Flushing Office
136-25 37th Ave.
Flushing, NY 11354

32nd Avenue Office
32-25 Francis Lewis Blvd.
Flushing, NY 11358

Western Queens Office
72-06 Northern Blvd.
Jackson Heights, NY 11372

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিন
উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যে সুপারিশ করা হয়েছিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তা অনুমোদিত হয়েছে। এর আগে চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘের 'কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি)' ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় দ্বিতীয়বারের মতো প্রয়োজনীয় মানদন্ড পূরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করেছিল বাংলাদেশ। গত ২৪ নভেম্বর বুধবার রাতে সেই সুপারিশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৬তম বৈঠকের ৪০তম প্লেনারি সভার অনুমোদন লাভ করে। জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়। এখন উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় বাংলাদেশ পাঁচ বছরের একটি প্রস্তুতিমূলক সময় পাবে। প্রস্তুতি সময়ের পর ২০২৬ সালের ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশের এই উত্তরণ কার্যকর হবে।

জন্মলগ্নে বাংলাদেশ ছিল একটি দরিদ্র ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মাত্র তিন বছরে (১৯৭২-৭৫ সময়কালে) দেশটি স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই মহান নেতার সুযোগ্যা কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যেটি এই উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি শর্তই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। লক্ষ্য রয়েছে, ২০৩১ সালে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছার। আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশ সেই লক্ষ্য অর্জনে একইভাবে এগিয়ে যাবে।

উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হতে পারা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন। বিশ্বে এটি বাংলাদেশের মর্যাদা অনেক গুণে বাড়িয়ে দেবে। আর তার ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। আবার কিছু চ্যালেঞ্জও থাকবে। উন্নত দেশের বাজারে কিছু পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ যে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় তা না-ও থাকতে পারে। ওষুধ উৎপাদনে প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে যে ছাড় পাওয়া যায়, তা-ও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন, আমাদের তৈরি পোশাক ও ওষুধশিল্প কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার অনেকেই মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি বন্ধ হওয়ার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প সেখানে যেভাবে প্রতিযোগিতা করে টিকে থেকেছে, একইভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলায়ও তারা সক্ষম হবে। অন্যদিকে আমাদের রপ্তানি বাজার ক্রমেই বহুমুখী ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকারকে নীতি সহায়তাসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানির সম্প্রসারণের এই ধারা আরো শক্তিশালী করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উচ্চ পর্যায়ের কমিটির আওতায় বাংলাদেশ এরই মধ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, একে আরো গতিশীল করতে হবে। ক্রমেই বেশিসংখ্যক দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। উন্নয়নকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে।

ড. মাহবুব উল্লাহ্

শতফুল ফুটতে দাও
বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের হালহকিকত

গণতন্ত্রের সমস্যা কেবল বাংলাদেশের নয়, এটা এখন সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। যতই দিন যাচ্ছে, পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অথবা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে, যেগুলোর শাসকরা তাদের দেশকে গণতান্ত্রিক বলে উপস্থাপন করতে চান, কিন্তু বাস্তবতা হলো, গণতন্ত্রের লেবাসে এসব দেশে চলছে কর্তৃত্ববাদ।

কিছু দেশ আছে যেগুলোর শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বাতিল করতে লজ্জাবোধ করেনি। দেশের তাবৎ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে জনগণকে তাদের খেয়ালের দাসে পরিণত করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানা ধারনের থিংক ট্যাংক। এরা মানবজাতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে।

এ রকম অনেক সংস্থা আছে, যাদের গবেষণার ফলাফল বিদ্যমান অবাঞ্ছিত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়। একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে পৃথিবীর অনেক দেশেই গণতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছে। গত ২২ নভেম্বর ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিসট্যান্স (IDEA) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এ রিপোর্টের শিরোনাম হলো 'গ্লোবাল স্টেট অফ ডেমোক্রেসি ২০২১'। এ রিপোর্ট বা প্রতিবেদন বিশ্ব জনমতকে সচেতন করার জন্য বলেছে, পৃথিবীর বিশাল সংখ্যক দেশ কর্তৃত্ববাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে আর কখনো এত বিরাট সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে পড়তে দেখা যায়নি।

সুইডেনের স্টকহোমভিত্তিক আন্তঃসরকার সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জনতুষ্টিবাদী রাজনীতি, সমালোচকদের বাক্ রহিত করার জন্য করোনা মহামারিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর জন্য অন্যদের গণতন্ত্রবিরোধী আচরণকে নকল করার প্রবণতা এবং সামাজিক বিভক্তিকরণে ব্যবহৃত বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারই দায়ী।

গত কয়েক বছর ধরে ইউরোপের অনেক দেশে জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির প্রচার-প্রচারণা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এসব দেশের ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির আক্রমণের ফলে আত্মরক্ষামূলক রাজনীতি চর্চা করতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে জনতুষ্টিবাদী রাজনৈতিক দলগুলো অল্প সময়ের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, তা রীতিমতো ভয়ংকর। অন্য দেশ থেকে আগত অভিবাসীরা স্থানীয়দের বেকারত্বের জন্য দায়ী এমন বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানই জনতুষ্টিবাদীদের রাজনীতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্ণবাদী ঘৃণার রাজনীতি। অপপ্রচার এবং জাতিগত বিদ্বেষ চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়লে ভবিষ্যতে হিটলার-মুসোলিনির পুনরুত্থানের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। গণতন্ত্রের জন্য মডেল রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রথমবারের মতো নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন বলছে, ২০১৯ সালে দেশটির গণতন্ত্রে 'দৃশ্যমান অবনতি' সূচিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'এই বছর আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমবারের মতো ব্যাক স্লাইডিং হিসাবে দেখিয়েছি। তবে আমাদের তথ্য থেকে বোঝা যায় ব্যাক স্লাইডিং পর্বটি ২০১৯ সালের দিকে শুরু হয়েছিল।'

প্রতিবেদনের সহলেখক আলেকজান্ডার হার্ডসন বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ চর্চা হয়। ২০২০ সালে নিরপেক্ষ প্রশাসনের সূচকগুলোতে দেশটি উন্নতি করেছে। তবে নাগরিকদের স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়াসহ আরও কিছু বিষয়ে গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলোতে ঘাটতি আছে।'

অতীতের তুলনায় অনেক বেশি দেশ গণতন্ত্রের ক্ষয়ীভবনের শিকার হচ্ছে। এ প্রতিদেনটির আকর্ষণীয় দিক হলো, ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে সর্বশেষ অবস্থার ওপর প্রতিবেদনটি তৈরি হওয়া। স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলো গর্ব করে বলত- তাদের আদর্শ অর্থাৎ 'গণতন্ত্র' কমিউনিজমের চেয়ে শ্রেয়।

এ দেশগুলো নিজেদের 'ফ্রি-ওয়ার্ল্ডে'র অন্তর্ভুক্ত দেশ বলে দাবি করত। অর্থাৎ সেসব দেশে বাক্ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রয়েছে এবং জনগণ নিজ পছন্দমতো সরকার গঠন করতে পারে। অন্যদিকে কমিউনিস্ট শিবিরে এসব স্বাধীনতা নেই। তখন আমেরিকান প্রচারমাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আয়রন কার্টেইন এবং চীনকে ব্যাম্বো কার্টেইন বলা হতো। এখন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে গণতন্ত্র আরও পরিশীলিত ও মার্জিত না হয়ে পিছু হটছে এমন অবস্থা দেখে বিচলিত হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের এ দশার কারণে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে গণতন্ত্র পশ্চাৎমুখী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ব্যাক স্লাইডিং অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। এক সময় পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রকে সমান্তরাল রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো বিবেচনা করা হতো। ব্যারিংটন মুরের মতো পন্ডিত ব্যক্তি তার সোস্যাল অরিজিন অফ ডিক্টেটরশিপ অ্যান্ড ডেমোক্রেসি গ্রন্থে লিখেছেন, নো বুর্জোয়া, নো ডেমোক্রেসি।

একটি রাষ্ট্রে বুর্জোয়া বিকাশের ফলে গণতন্ত্র সুসংহত হয়, ব্যারিংটন মুরের শক্তিশালী থিসিস অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। বুর্জোয়া বিকাশ কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিশ্চিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বুর্জোয়া বিকাশের একমাত্র পূর্বশর্ত। ব্যারিংটন মুরের বইটি বেরিয়েছিল কয়েক দশক আগে।

এ কয়েক দশকের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিশাসিত যুক্তরাষ্ট্রে কেন গণতন্ত্র পিছু হটছে? তাহলে কি বলতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখন আর বুর্জোয়া বিকাশের জন্য সহায়ক নয়? এ পরিস্থিতি একজন খাঁটি গণতন্ত্রীকে ভাবিয়ে তুলবে।

যুক্তরাষ্ট্রেও জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির চর্চা হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার অনেক বক্তব্যে জনতুষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এর ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকান জনমতের ওপর নিজের একটা অবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটিতে গণতন্ত্র পেছনের দিকে হাঁটতে শুরু করলে অনুন্নত দরিদ্র দশগুলোতে গণতন্ত্র কী চেহারা ধারণ করবে তা সহজেই অনুমেয়।

আলোচ্য প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে 'গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসারণ'-এর মধ্য দিয়ে যাওয়া দেশের সংখ্যা এত বেশি কখনো ছিল না। সরকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে পশ্চাদপসারণমূলক বাঁকের কথা উল্লেখ করে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। উদাহরণ হিসাবে আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক অবস্থা এবং মিয়ানমারের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়।

এসব দেশে ইতোমধ্যেই গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। আফ্রিকার মালিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। নির্বাচনের ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কেও বড় ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ব্রাজিলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রেও নির্বাচনের ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতে সরকারি নীতির সমালোচকদের আইন-আদালতের মুখোমুখি করা হচ্ছে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বলতে হয়, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেও পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোয় গণতান্ত্রিক বিধিবিধান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে এর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে কিনা সে ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠতে পারে। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভেনিয়া ও সার্বিয়ার গণতন্ত্রের সবচেয়ে বেশি পতন ঘটেছে। এ ছাড়া ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে তুরস্ক তাদের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ধস প্রত্যক্ষ করেছে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর ৭০ শতাংশ মানুষ এমন দেশে বাস করছে যেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নেই, অথবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পিছু হটছে। এএফপি'র প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিশ্বের প্রতি ৩ জন মানুষের মধ্যে ১ জন কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছে এবং প্রতি দুজনের মধ্যে একজন এমন দেশে বাস করছে যেখানে গণতন্ত্র পিছু পথ ধরেছে।

পৃথিবীতে গণতন্ত্রের এ চেহারা যে কোনো বিবেকবান মানুষকে উদ্বিগ্ন করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে গণতন্ত্র টেকসই রূপ গ্রহণ করতে পারে যে পরিস্থিতিতে, তার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নেই। যেগুলো আছে সেগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এ দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি বদলে গেল। শুরু হলো ভিন্ন ধরনের আরেক দ্বন্দ্ব।

এ দ্বন্দ্ব হলো পাশ্চাত্য বনাম উগ্র ইসলামপন্থিদের মধ্যে। 'ইসলামো ফোবিয়া' নামে আমরা নতুন কথা শুনতে পেলাম। ইসলামো ফোবিয়ার ভর কেন্দ্র আফগানিস্তানে বিশ বছর ধরে চলা যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এর পর ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কোনদিকে গড়াবে? মনে হচ্ছে এ দ্বন্দ্ব হবে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। এর নানা আলামত এখনই দেখা যাচ্ছে।

গণতন্ত্রের অনুশীলন পশ্চাৎমুখী হলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রহীন চীনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা নৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গণতন্ত্রের ওপর বিশ্ব সম্মেলন ডেকেছেন। এ সম্মেলনে পৃথিবীর ১০০টি দেশ আমন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। বাংলাদেশের নাগরিকরা এ ব্যাপারে কী ভাবছেন তা জানা এবং বোঝা অতি জরুরি।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

একটি রাষ্ট্রে বুর্জোয়া বিকাশের ফলে গণতন্ত্র সুসংহত হয়, ব্যারিংটন মুরের শক্তিশালী থিসিস অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। বুর্জোয়া বিকাশ কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিশ্চিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বুর্জোয়া বিকাশের একমাত্র পূর্বশর্ত। ব্যারিংটন মুরের বইটি বেরিয়েছিল কয়েক দশক আগে।

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর/ডিসে.	২৯	৩০	১	২	৩	৪	৫
ফজর	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪৩
সূর্যোদয়	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০০	৭.০১	৭.০২	৭.০৩	৭.০৪
জোহর	১১.৪৪	১১.৪৫	১১.৪৫	১১.৪৬	১১.৪৬	১১.৪৬	১১.৪৬
আসর	২.৪৯	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৯	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮
মাগরিব	৪.৩১	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩০	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯
এশা	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাংলাদেশ সোসাইটি'র সঙ্কট উত্তোরণ কোন পথে

অবশেষে মামলা হলো। নির্বাচন স্থগিত হলো। কিন্তু সোসাইটির কর্মকর্তারা তাদের মেয়াদকাল ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বও শেষ হয়ে গেলেও তারা ২০১৯ তাদের কার্যক্রম চালিয়েই গেলেন। ২০১৯-এর শেষ প্রান্তে বর্ণাঢ্যভাবে বিজয় দিবস পালন করলেন। এবং এ যাবত তারা বহাল তবিয়তে আছেন।



শেখ সিরাজ

মামলার গ্যাoাকলে বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্ক। থেমে গেছে বহুল প্রত্যাশিত দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন। নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগেএক মামলায় নির্বাচনকে স্থগিত করা হয়! এর আগে গত ২০১৮ সালের অক্টোবরে নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগে এক মামলায় নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। সে সময়ের নির্বাচনে দু'জন প্রাথীর মনোনয়ন বাতিল করা নিয়ে মামলার জটিলতার সূত্রপাত। সোসাইটির নির্বাচনে এই দু'জনপ্রাথী মনোনয়ন পত্রে তাদের স্বাক্ষর নোটারাইজড না করায় তাদের প্রার্থীতা নির্বাচন কমিশন বাতিল করেন। নির্বাচন কমিশন এ ধরনের ঘটনায় অনড় অবস্থান নিলে ঘটনা আরো ঘনীভূত হয় এবং বিষয়টি মামলায় গড়ায়! এখানে সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশন তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সোসাইটির কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে এবংঅপর প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সাথে বসে তাদের প্রাথীতা সোসাইটির স্বার্থে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন ও হয়ে যেতে পারতো। সোসাইটিতে আজকের এই ডেডলকের সৃষ্টি হতনা। তখন বিষয়টি সমাধান করা সহজ ছিল। কারন হলো: বাংলাদেশ সোসাইটি একটি সামাজিক ও অলাভজনক সংগঠন। এখানে ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তারও সুন্দর সমাধান হতে পারে বা পারত। সেক্ষেত্রে সোসাইটির ফান্ড থেকে হাজার হাজার ডলার গচ্চা যেতনা।

মনে রাখা দরকার ছিল যে এবারের নির্বাচন ছিল ২৭হাজার সদস্যের ভোটের নির্বাচন। তাদের তখনই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সোসাইটির নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত জানতেন যে, তারা ঐ দুজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করলে অবশ্যই আদালতে মামলা হবে। সোসাইটির কর্মকর্তারাও এটি জানতেন। কিন্তু কেউ কোন উদ্যাগ নেননি। কমিটির মধ্যে কেউ কেউ মামলারই প্রত্যাশায় ছিলেন।

অবশেষে মামলা হলো। নির্বাচন স্থগিত হলো। কিন্তু সোসাইটির কর্মকর্তারা তাদের মেয়াদকাল ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বও শেষ হয়ে গেলেও তারা ২০১৯ তাদের কার্যক্রম চালিয়েই গেলেন। ২০১৯-এর শেষ প্রান্তে বর্ণাঢ্যভাবে বিজয় দিবস পালন করলেন। এবং এ যাবত তারা বহাল তবিয়তে আছেন।

নির্বাচন করলে বা অনুষ্ঠিত হলে ২০১৯ এর জানুয়ারীর মধ্যে নতুন কমিটি শপথ এবং অভিষেক হবার কথা (সোসাইটির গঠনতন্ত্র মোতাবেক) ছিল। কিন্তু মামলার অজুহাতে বর্তমান কমিটি দায়িত্ব চালিয়ে যেতে লাগলো। তারা কারো কাছে দায়িত্বভার হস্তান্তর করলেন না এবং প্রয়োজনও মনে করলেন না। এই সঙ্কটকালে সোসাইটির উচিত ছিল দায়িত্বভার ট্রাস্টি বোর্ড-কে বুঝিয়ে দেয়া। এই সঙ্কট থেকে সোসাইটিকে তাদের-ই উত্তোরনের কথা!

কিন্তু বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কর্মকর্তারা ট্রাস্টি বোর্ডকে আস্থায় না এনে তাদের কাছে দায়িত্বভার বা ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন না! যদিও সোসাইটি এবং তাদের কমিটিই তাদেরকে নির্বাচিত করেছে। কি দুর্ভাগ্য!!!

এরপর এই কমিটি এ অবধি সোসাইটির ফান্ডের হাজার ডলার প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে খরচ করেছেন। যার কোন হিসাব সোসাইটির কোন সাধারন সভায় প্রকাশ করেননি। কোন সাধারণ সভাই করেনি বা হয়নি। ২০১৯ থেকে এ পর্যন্ত সোসাইটি ঠিকই চলেছে। অর্থ খরচ হয়েছে। কমিশন অর্থ খরচ করেছে। কিন্তু সোসাইটির কোন সাধারণ সভা হয়নি বা করেনি। সোসাইটির কর্মকর্তারা আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব দিতে পারেননি। এসবই হয়েছে করোনা আর মামলার অজুহাত দিয়েই। এসময় সোসাইটি এই ডেট লক থেকে বেড়িয়ে আসার কোন চেষ্টাও করেননি। বিশেষ কোন বৈঠক করেননি।

এমতাবস্থায়, সোসাইটির নির্বাচন কমিশন ২০১৭-২০১৮ সালের সদস্যদেরকে নিয়ে গত ১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করলেন। কিন্তু নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগে নতুন মামলায় ঘোষিত নির্বাচন আবার স্থগিত হয়ে যায়। শুক্রবার রাতেই সোসাইটির নির্বাচন কমিশন লম্বা সময় কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলেন। তার আগে মামলা বিষয়ক কর্মকর্তারা মিডিয়াকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন ।

অপর দিকে মামলার বাদী তার অফিসে প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং সোসাইটির সকল (প্রাক্তন এবং বর্তমান) কর্মকর্তাদের 'কুকুর-বিড়াল' বলে গালাগালি করলেন। যা অনভিপ্রেত, দু:খজনক এবং নিন্দনীয়।

এবার সোসাইটির পালা। তারাও বসে রইলেন না ।

এবার তারা ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে দায়িত্বভার অর্পন করলেন অথবা নিজেই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। কারন সোসাইটির অনেকেই তার পক্ষে মতামত দেননি। শুধু মাত্র সোসাইটি তার ফলোয়ার অনেকেই তার ব্যাপারে সায় দিলেও অনেকে বিরুদ্ধচারণ করেছেন।

সোসাইটির এই কর্মকর্তা যে ভাষায় যেভাব গাম্ভীর্য গলায় শনিবারের সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন তা সত্যি অবাক করার মত। যা ছিল সত্যি অপ্রত্যাশিত! উনি প্রশ্নের উত্তর পর্বে বারবার সাংবাদিকদের পাল্টা প্রশ্ন করে নসিহত করেছেন। 'এটা করা উচিত ছিল, ওটা করা উচিত ছিল' বলে জ্ঞান দিয়েছেন। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার, সোসাইটির এই কর্মকর্তা তাদের বিরুদ্ধে আনীত একটি অভিযোগের জবাব দেননি। বরং তিনি বাদীকে বাজে ভাষায় সম্মোধন করেছেন। সেটাও অপ্রত্যাশিত!

বরং তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন সোসাইটির ট্যাক্স এক্সজাম্প সার্টিফিকেট ৫০১ সি তিনি বের করেছেন। সঠিক তথ্য হল, এটি বহু আগেই করা হয়েছে। তবে সোসাইটিতে এর প্রয়োগ ছিলনা।

বাংলাদেশ সোসাইটিতে কখনো মামলা হলেই সাথে সাথে মামলার বাদীকে মামলাবাজ বলে ভৎসনা করা হয়, মামলাবাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সোসাইটির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়গুলো কখনো বিচার বিশ্লেষণ করা হয়না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করা হয়না। অভিযোগের আলোকে সোসাইটির সাধারণ সভায় বা কার্যকরী সভায় আলোচনা করা হয়না। সোসাইটির সদস্য করার 'অনিয়ম' নিয়ে বহুবার মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আমলে আনা হয়নি। সোসাইটির এবারের নির্বাচনে ২০১৭-২০১৮ সালের করা ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন করা কতটা আইনানুগ এ বিষয়ে সোসাইটির কর্মকর্তারা কি একবার ভেবে দেখেছেন?

সোসাইটির হিসাব সদস্যদের দেখার বা জানার অধিকার আছে! সোসাইটির বর্তমান কমিটি কি কখনো মনে করেছেন, সদস্যদেরকে স্বচ্ছতার জন্য সোসাইটির হিসাব জনসম্মুখে প্রচার করা উচিত? সাধারণ সভা না হলেও সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিসাব দেয়া যেতো। কিন্তু তা করা হয়নি। সোসাইটির কর্মকর্তারা সচেতনভাবে বিষষটি ইগনোর করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বৈশাখ এবং বিজয় দিবস পালিত হলেও সোসাইটির স্থায়ী কোন কর্মসূচী নেই। গত ৪/৫ বছরে সোসাইটিতে কোন সেমিনার সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষন হয়নি।

পেনডামিকের সময় বাংলাদেশ সোসাইটি পূর্ববর্তী কমিটির রেখে যাওয়া কবরগুলো করোনায় মারা যাওয়া ব্যক্তি বা পরিবারগুলোকে দান করা হলেও করোনা পরবর্তী কর্মসূচীতে তাদের এক আধবার দেখা গেলেও করোনা পরবর্তী কর্মসূচীতে তাদের তেমন করে পাওয়া যায়নি। এর চেয়ে অনেক অনেক অখ্যাত সংগঠন সোসাইটির চেয়ে ভালো ভালো কাজ করেছে।

যা হোক সোসাইটির অনিয়ম অনেক। এই অনিয়ম সহজেই কিন্তু ধীরে ধীরে দূর করা যাবে। মামলা করার কোন প্রয়োজন নেই। তার জন্য চাই সমন্বিত উদ্যোগ। যে কোন অভিযোগই সোসাইটির কর্মকর্তাদের আমলে নিতে হবে। সোসাইটিকে গঠনতন্ত্র মানতে হবে। প্রয়োজনে সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধন করে একবিংশ শতাব্দী উপযোগী/যুগপোযোগী করতে হবে। যারা গঠনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ তাদের নিয়ে বৈঠক করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক্ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির অলাভজনক ক্যারেক্টার বজায় রাখতে গেলে কার্যত কিছু ভূমিকা পালন করতে হবে।

স্বজনপ্রীতি করে ট্রাস্টি বোর্ড এবং নির্বাচন কমিশন গঠন বন্ধ করতে হবে। ২) গঠনতন্ত্র মেনে দু'বছরে অনন্ত দুটি সাধারণ সভা করতে হবে। ৩) সোসাইটির আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে এবং হিসাব সিপিএ'র মাধ্যমে অডিট করে সার্টিফাই করতে হবে। ৪) সোসাইটির সদস্যপদ বছরের প্রথম মাস থেকে করত হবে। তাতে করে নির্বাচনের বছরে অর্থাৎ জুন মাসের ৩০ তারিখে সোসাইটির একাউন্টে হাজার হাজার ডলার (অর্থ) জমা দিয়ে সদস্য পদ করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। নব নির্বাচিত কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কাজটি শুরু করতে পারেন। ৫) সোসাইটির কোষাধ্যক্ষের উচিত সোসাইটির প্রোপাটিস ট্যাক্স, বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল সময়মত পরিশোধ করা।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি, সাধারনণ সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মকর্তা এখনও জীবিত আছেন। বাংলাদেশ সোসাইটির আজকের ডেডলক ভাঙতে তাদেরকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই হয়তো সোসাইটি সত্যিকার অর্থে আমব্রেলা সংগঠনে পরিণত হবে এবং প্রবাসীদের মনে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

লেখক: সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সাধারণ মানুষের চিকিৎসার মৌলিক অধিকার

এ কে এম শাহনাওয়াজ

অনেক দিন পর রাজনীতির মাঠ কিছুটা উত্তপ্ত করতে পেরেছে বিএনপি। জনস্বার্থের বড় কোনো ইস্যু দিয়ে নয়, বিএনপি নেত্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য মুক্তি ও বিদেশে পাঠানোর দাবিতে। বিএনপিপক্ষের দাবি, সরকার মানবিক দিক বিবেচনায় খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোয় সম্মতি দিতে পারে। সরকারপক্ষের মনে হচ্ছে, এর পেছনে বিএনপির রাজনৈতিক কুশলী চিন্তা রয়েছে। আমি অবশ্য এই লেখায় এ ধারার কোনো কূট বিতর্কে নিজেকে যুক্ত করতে চাইছি না। আমার প্রসঙ্গটি আলাদা।

আমি ভাবছি অন্য কথা। বিএনপি নেতারা খালেদা জিয়ার প্রতি সহানুভূতি অর্জনের জন্য প্রায় 'তিনবারের প্রধানমন্ত্রী' কথাটি যুক্ত করেন। তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, এতকাল সরকার পরিচালনা করেও আপনারা দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে এতটা অন্ধকারে রেখেছেন কেমন করে যে এখন নেত্রী অসুস্থ হলে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা ও চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না! উন্নত চিকিৎসার জন্য নেত্রীকে পাঠাতে চাচ্ছেন বিদেশে। হতেই পারে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা এতটা উন্নত নয় যে সব রোগের চিকিৎসায় ভরসা রাখা যায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনারা সবাই জননেতা, জননেত্রী। জনগণের কল্যাণ করবেন বলেই রাজনীতি করছেন। তাহলে সাধারণ মানুষ বিএনপি নেত্রীর মতো 'কঠিন' রোগাক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসার বিষয় নিয়ে কেন কথা বলছেন না; নাকি আপনাদের রাজনীতিতেও ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ফারাক রয়েছে। শুধু বিএনপি কেন, আওয়ামী লীগও কম দিন ক্ষমতায় নেই। কিন্তু নেতা-নেত্রীরা মুখে যতই মুখরোচক কথা বলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত শরীরটা কেমন কেমন করছে মনে হলেই বিদেশে পাড়ি জমান শরীর চেকআপ করানোর জন্য। বিপন্ন সাধারণ মানুষের কথা কারো স্মরণে থাকে না।

স্বাধীনতা-উত্তর বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন জরুরি ছিল। তাই উন্নয়নের অনেক বেশি প্রত্যাশা অনেকেই করেনি। ১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশে বিএনপি, আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টি দীর্ঘ সময় ধরে শাসনক্ষমতায় ছিল। এ সময়ে একটি পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল। বড় বড় বিলাসী বেসরকারি হাসপাতাল আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স দিয়েছে ঠিকই; কিন্তু সরকারি হাসপাতালের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আর বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের সমন্বয়ের কথা কোনো সরকারপক্ষই ভাবেনি। রাজনীতি অঞ্চলের ক্ষমতাশালী মানুষ, সরকার পরিচালক ও ধনিক শ্রেণি সামান্য অসুখেও ছুটে যান থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। তাঁরা নিজেরাই যেখানে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থায় আস্থাশীল না হয়ে দেশান্তরি হন, তাহলে আসল সংকটটি অনুধাবন করবেন কেমন করে। চিকিৎসাক্ষেত্রে উন্নতিই বা হবে কিভাবে! হয়তো ভাবেন, 'আমরা নিরাপদে থাকি, পচনশীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ মানুষ মরুক-বাঁচুক তা দেখার দায় কি আমাদের?'

গণশক্তি ও জনমনতুষ্টি বিষয়টি আমলে না এনে রাজনৈতিক পান্ডাদের পেশিশক্তির ওপর নির্ভরতা যেদিন থেকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশেষ জায়গা করে নিল, সেদিন থেকে রাষ্ট্রের সব জায়গায় প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির নিশ্চিন্ত আশ্রয় হলো। দুর্নীতিবাজরা রাজনৈতিক সরকারকে নিজেদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। ক্ষমতাপ্রিয় রাজনৈতিক দলের নেতাদের ক্ষমতায় পৌঁছার সিঁড়ি হিসেবে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। তাই হাজার অন্যায় করলেও এদের সাতখুন মাফ হয়ে যায়। এ কারণে স্বাস্থ্য খাত থেকে শুরু করে দেশের সব খাতেই দুর্নীতিবাজরা সব অন্তঃসারশূন্য করে দিচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাবান নেতা এবং সব ধরনের প্রশাসনে দুর্নীতির ভাইরাস এখন করোনার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় করোনাকালে এসে আমাদের অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে দুর্নীতি আক্রান্ত স্বাস্থ্য খাতের দুর্দশা দেখতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্য এই যে স্বাস্থ্য খাতের নানা ধরনের দুর্নীতির খবর বহুদিন ধরে গণমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পরও সরকারি দল ও সরকার এর তেমন কোনো প্রতিবিধানের চেষ্টা করেনি। তাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সব জায়গায়ই দুর্নীতিবাজদের অভয়ারণ্য তৈরি হয়েছে। হাসপাতালগুলোর জন্য বড় বড় বাজেট বরাদ্দ হয়েছে আর এর বড় অংশই অন্ধকার ড্রেন দিয়ে দুর্নীতিবাজদের পকেটে জমা হয়েছে। তাই প্রায় দুই বছর আগে করোনাকালে একে একে খসে পড়েছিল ঝুলির কালো বিড়ালগুলো। (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।

সেসে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

ওমরাহ পালনে সৌদির নতুন নিয়ম

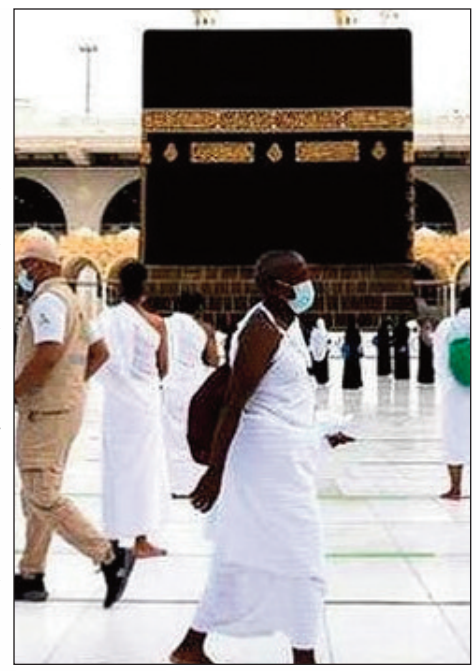
(প্রথম পাতার পর)

নতুন নির্দেশনা আসছে। এতে ৫০ বছরের বেশি বয়সী বিদেশিরা ওমরাহ পালনের সুযোগ দেওয়া হবে।তবে ১৮ বছরের কম বয়সী বিদেশিদের ওমরাহ করার দেওয়া হবে না।

শনিবার (২৭ নভেম্বর) বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে সৌদির সরকারি সংবাদমাধ্যম সৌদি গেজেট এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

এর আগে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, করোনার কারণে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের ওমরাহ করার অনুমতি দেওয়া হবে। বর্তমানে সেই নিয়মের পরিবর্তন আসছে।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী বিদেশিদের ওমরাহ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। বয়স্ক বিদেশিরা ওমরা পালনের অনুমতি পাবেন। করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধমূলক প্রোটোকলের মেনে এই অনুমতি দেওয়া হবে।



DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

"বিল্ড ব্যাক বেটার এ্যাক্ট" ইমিগেশন ক্লজের ভবিষ্যৎ

গত সপ্তাহে প্রতিনিধি পরিষদ ইমিগ্রেশন সংস্কারের জন্য ১০০ বিলিয়নের অধিক ডলারসহ বিশাল এক ব্যয় বিল পাশ করেছে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'বিল্ড ব্যাক বেটার এ্যাক্ট' এ ৭১ লাখ আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টকে ডিপোর্টেশন থেকে রক্ষা করতে বেশ কয়েকটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন সমর্থক এবং বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, হাউজে 'বিল্ড ব্যাক বেটার এ্যাক্ট' নামে হাউজে যে বিলটি পাশ হয়েছে, সেটি এ যাবত কালের প্রথম অর্থপূর্ণ ইমিগ্রেশন সংস্কারের ক্ষেত্রে এক অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ। বিলটি লাখ লাখ মানুষের জীবন পরিবর্তনে সহায়ক হবে। এর ফলে অনেক আনডুকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্ট তাদের চাকরি এবং পারিবারিকজ ভিত্তিতে গ্রিনকার্ড লাভে সক্ষম হবেন।

আমরা জানি যে, এর আগে ডেমোক্র্যাট সদস্যরা ইমিগ্রেশন ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সিনেটের পার্লামেন্টারিয়ানরা একথা বলে ধারাগুলো (প্রভিশন) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, ধারাগুলো সিনেট বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। বর্তমানে একটি সংবাদ প্রতিবেদন মতে ডেমোক্র্যাটরা আশাবাদী যে, সিনেট বিধির রেফারি হিসেবে পরিচিতি পার্লামেন্টোরিয়ানরা এবার ইতিবাচক সাড়া দেবেন। ডেমোক্র্যাটিক স্টাফরা সিনেট পার্লামেন্টারিয়ানদের সঙ্গে একটা বৈঠক করেছেন।

যার ভিত্তিতে তারা 'বিল্ড ব্যাক বেটার এ্যাক্ট' এজেন্ডায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ইমিগ্রেশনের ক্লজ অন্তর্ভুক্তিকরণের ব্যাপারে আশা করছেন। তাদের আশা ১.৭৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো বিলটি দলগত সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বদলীয়ভাবে পাশ হবে। বিলটি ডিসেম্বরের আগেই সিনেটে পৌছবে।

বিলটিতে কী কী ধারা অন্তর্ভুক্ত?

প্রস্তবনায় গুরুত্বপূর্ণ ইমিগ্রশেন ধারাগুলো হচ্ছেঃ

ডেমক্র্যাটদের সাময়িক প্যারোল বিকল্প প্রস্তাব- এত কমপক্ষে ২০১১ মসালের ১ জানুয়ারী থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রায় ৭৫ লাখ আনডকুমেন্টেশন থেকে রক্ষা এবং ওয়ার্ক পারমিট পাবে।

এই ৭০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন মানুষ মার্কিন ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে গ্রিনকার্ড লাভের যোগ্য বলে বিচেতি হবেন। এই সংখ্যা অবশ্যই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রায় ১১ মিলিয়ন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টের তাৎপর্যপূর্ন একটি অংশ।

গ্রিনকার্ড পুনরদ্ধারঃ

বিলটি যেভাবে লিখিত হয়েছে, সেভাবে পাশ হলে ১৯৯২ থেকে কংগ্রেস অনুমোদিত ২০ লক্ষাধিক গ্রিনকার্ড পুনরায় কার্যকর হবে। বর্তমান বিলে চাকরি ভিত্তিক কিছু গ্রিনকার্ড আবেদনকারী যারা গত ২ বছর ধরে ব্যাকলগে আছে তারা ৫ হাজার ডলার পরিশোধ করে বার্ষিক এবং দেশের সীমাবদ্ধাতা (পার কান্ট্রি লিমিটেশন) মওকুফ সাপেক্ষে দ্রুত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে পারবেন। পরিবার ভিত্তিক আবেদনকারী ২৫০০ ডলার ফিস দিয়ে সীমাবদ্ধতা দূর করে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন।

বিলটির আরও লক্ষ্য হবে ডাইভার-সিটি ভিসা বিজয়ী যারা নানাবিধ প্রশাসনিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা পাচ্ছিলেন তাদের সেই বাধাও দূর করা।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, বর্তমান স্টেজে সিনেটে বিলটি কখন চূড়ান্ত হবে তা বলা কঠিন। বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে ইমিগ্রেশন সমর্থকদের আশা তারা যে কোন ইমিগ্রেশন সংস্কার বিলে



অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাকেই বিষয় বলে মনে করছেন।

আমরা বলেছি যে, বিলটি হলিডে শেষে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে সিনেট ফ্লোরে আসতে পারে। তারপরে বিলটি ভোটে যাবে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং এ ব্যাপারে যে কোন অগ্রগতির সর্বশেষ খবর আমরা এই বিভাগের মাধ্যমে আমাদের পাঠকদের জানিয়ে দেব।

নিউইয়র্ক থেকে তোফাজ্জল চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি আমার সন্তান ও স্ত্রীসহ এদেশে আসি। এখানে আসার পরে আমাদের আরো একটি সন্তান হয়েছে, সন্তান হবার পরে আমার স্ত্রী হাসপাতালে থাকা অবস্থায় সেখানে তাকে কিছু ফর্ম পূরণ করতে হয়েছিলো। সেই সময় সে আমাদের নবজাতক সন্তানের নামের বানান ভুল লিখেছিলো।

কিন্তু আমি আমার নবজাতক সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট হাতে পাবার পরে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলাম। সেই থেকে আমি আমার সন্তানের নামের বানান শুদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু পারছি না। আমি হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করেছি। তারা আমাকে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে যেতে বলে। কিন্তু হেলথা ডিপার্টমেন্টে গেলে তারা আমাকে হাসপাতালে যেতে বলে। নাহলে কোর্টের অর্ডার আনতে বলে। আমি আমার সন্তানের সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর এবং ইউএস পাসপোর্টের জন্য আবেদন করি নাই। আমার আরও একটি প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভাই এর স্ত্রী বিয়ের পরই এদেশে এসে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড পেয়েছে। সে কখন সিটিজেন হতে পারবে?

তোফাজ্জল চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

একবার বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে গেলে তখন কোর্টের অর্ডার ব্যতিত আর নাম পরিবর্তন করা যায় না। যদি শুধুমাত্র হেলথ ডিপার্টমেন্ট ভুল করে নাম লিখে থাকে তখনই একমাত্র সুযোগ থাকে নাম শুদ্ধ করার। নাম পরিবর্তনের জন্য কোর্টের অর্ডার প্রয়োজন। আর এটাই হচ্ছে যথাযথ পদ্ধতি। তারপর হেলথ ডিপার্টমেন্ট বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করার সঠিক নামের জন্য একটা কথা মনে রাখা দরকার আর তাহলো যে, নামের বানান ভুল হলে ভুল নাম হিসেবে বিবেচনা হতে পারে- ভুল বানান হিসেবে নয়।

কোর্টের অর্ডারের জন্য আপনার কাউন্টির সিভিল অথবা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। নাম পরিবর্তনের আবেদনে সন্তানের মা-বাবা উভয়ের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

পেপার রিভিউ এর পরে জাজ বিজ্ঞাপনের জন্য অর্ডার দেন। নিউজ পেপারে বিজ্ঞাপন দেবার পর ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিয়ে এফিডেভিডসহ ফাইল করতে হবে। তারপর জাজ ফাই-নাল অর্ডার দেবেন। তখন ঐ অর্ডার নিয়ে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে নতুন বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

আপনার পরের প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে বিয়ের দুই বছরের মধ্যে গ্রিনকার্ড পেলে তাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে। কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে ডা. জিয়াউদ্দিন ও মাসুদুল হাসানের চিঠি

বীর মুক্তিযোদ্ধা আকম মোজাম্মেল হক ,
এম পি, মাননীয় মন্ত্রী
নভেম্বর ২৮, ২০২১ নিউ ইয়র্ক
মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ন জয়ন্তী উপলক্ষে আমরা স্বাধীন দেশের অবহেলিত কিছু প্রত্যাশা নিয়ে একটি আবেদন করছি ।
নিজের জীবন দিয়ে সব চেয়ে বেশি যাদের অবদান আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেই শহীদদের কোন তালিকা এবং সন্মান প্রদর্শন করার কোন কার্যক্রম এখনো করা হয়নি । স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু একবার চিঠি পাঠিয়ে অর্থিক সহায়তা করেছিলেন । বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং তাদের পরিবার আজকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতেন না । জাতীর জন্য এটি শু ধু



দুঃখজনক ই নয় এটি বড়ই অপমান জনক । অনেক দিন থেকে শুনছি সরকার শহীদ দের তালিকা তৈরী করার কাজ হাতে নিয়েছেন তবে ৫০ বছরে ও আজ আমরা কিছুই এখনো পাইনি । মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ পরিবার গত ৫০ বছর কোনো সহায়তা বা সন্মান ছাড়াই বহু দুঃখ কষ্টে বেঁচে ছিলেন বা অনেকে ধ্বংস হয়ে গেছেন । আমরা খবর রাখিনি এবং জানার ও চেষ্টা করিনি, এই দায়বদ্ধতা আমাদের সীমাহীন লজ্জার ও দুঃখের কাহিনী । আমাদের আবেদন এই বছর থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সময় এলাকার সকল শহীদ এবং তাদের পরিবারের বাড়ীতে সরকার বা বেসরকারি পর্যায়ে সন্মান প্রদর্শন করার প্রথা চালু করা । প্রশাসন থেকে সরকারি ভাবে কম পক্ষে তাদের বাড়িতে একটি পতাকা আর একটি পোস্টার 'মুক্তি যুদ্ধের এক মহান শহীদকে ও তার পরিবারকে জাতির পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা' দেয়া যেতে পারে । আমরা স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সচেতন মানুষে বা সংঘটন কে এই কার্যক্রমের সহায়তা এবং অনতিবিলম্বে তা প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি ।
আমরা চাই স্থানীয় সরকার প্রত্যেক এলাকায় অনতিবিলম্বে শহীদ দের তালিকা জোগাড় করতে এবং স্বাধীতয়তার ৫০ বছরের বিজয় দিবস থেকে সীমিত ভাবে হলেও এই প্রথা চালু করতে । কোন জটিলতা উপেক্ষা করে প্রয়োজন হলে সাধারণ মানুষ বা সংঘটন নিজ থেকে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসবেন ।

উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের পক্ষ থেকে
অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ
মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ বুদ্ধিজীবির সন্তান
ডাঃ মাসুদুল হাসান
মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ বুদ্ধিজীবির সন্তান







অদম্য মেধাবী সৌদি প্রবাসীর ছেলে আহমদ সাহাবীর বুয়েটে সুযোগ পাওয়ার গল্প

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ মৌলভী বাজার জেলার কুলাউড়ার স্থায়ী বাসিন্দা আহমদ সাহাবী সৌদির রিয়াদ বাংলাদেশ স্কুল এন্ড করেজে লেখা পড়া করেছে । তার বাবা আব্দুল মুজিব রোকন একজন সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশী, তিনি পেশায় একজন প্রকৌশলী । বাবার প্রবাস জীবনে সাথেই ছিল সাহাবী । সেই ছেলে সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে । ঐতিহ্যবাহী বুয়েটে চার বছর মেয়াদি বি,এসসি, ইন্জিনিয়ারিং এ মাত্র ১২১৫ সিটের বিপরীতে ২৪, হাজার ছাত্রছাত্রীর এক বিশাল ভর্তি যুদ্ধ ও ধকল অতিক্রম করে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে মেধামী সাহাবী । দ্বিতীয় ছেলে আহমদ সাহাবীর সাফল্যে খুশী বাবা রোকন । তিনি জানান তার ছেলে যুগপৎভাবে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতেও চান্স পেয়েছে । ছেলের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে রোকন সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন যাতে সাহাবী উচ্চ শিক্ষা অর্জন এবং সাফল্যের সাথে বুয়েটের কোর্স সম্পন্ন করতে পারে ।
আব্দুল মুজিব রোকন জানান তার প্রথম ছেলে আব্দুল্লাহ আলাভী ফুল স্কলারশীপ নিয়ে ও ফাতেমা আল জাহরা (প্রাক্তণ ছাত্র রিয়াদ বাংলাদেশ স্কুল কলেজ/ইংরেজী বিভাগ) যথাক্রমে চতুর্থ বর্ষ বিএসসিইঞ্জিনিয়ারিং(বিভাগ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স)ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি,ঢাকা (ওআইসি পরিচালিত) এবং এশিয়া এন্ড পেসিফিক ইউনিভার্সিটি, ঢাকাতে পাঁচ বছর মেয়াদি আর্কিটেকচারেল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে । সন্তানদের অব্যাহত সফলতার জন্যও দোয়া প্রার্থী তিনি । প্রসঙ্গত আব্দুল রোকন মুজিব প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও উপদেষ্টা জালালাবাদ এসোসিয়েশন, কুলাউড়া প্রবাসী পরিষদ, রিয়াদ, সৌদি আরব এবং একজন লেখক ও প্রবাসী পর্যবেক্ষক ।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

আসলেই কি বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ?

প্রদীপ মালাকার

গত ২৮ অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল মোমেন এক সরকারি বিবৃতি দিয়ে জানান যে, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিয়ে ঘটনা গুলোকে 'চলমান প্রপাগান্ডা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অতি উৎসাহী কতিপয় গণমাধ্যম ও ব্যক্তি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনগড়া কাহিনী প্রচার করছে সরকারকে হেয় করার জন্য। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নিয়ে প্রচারিত ঘটনাগুলোকে লঘু করে দেখানোর পাশাপাশি ধর্মীয়, জাতিগত সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকে কোনোভাবেই বিবেচনায় নেননি। সহিংসতা চলাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সামগ্রিক ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মন্ত্রীর এ বক্তব্যকে সংখ্যালঘু সহ সকল সামাজিক সংগঠনই প্রতিবাদ করেছে। তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির ঘটনাকে কেন্দ্র কওে সারাদেশে ধর্মীয় সহিংস তান্ডবের পরও কি বলা যায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বলতে কিছু আছে? গত ২০১৯ সালে প্রিয়া সাহা নামে একজন এন,জিও, পরিচালক ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটন এসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিস্থিতির ওপর আলোচনায় অংশ নেন। প্রতি বৎসর আমেরিকান সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর গণশুনানি বা বিশেষ আলোচনার আয়োজন করে থাকে। ঐ বছরও আমেরিকান সরকার ২৭টি দেশের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান এবং আমন্ত্রিতদের একজন প্রিয়া সাহা নিজ দেশের পক্ষেমাত্র এক মিনিটের বক্তব্যে খোদ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অত্যাচারিত হয়েও কোটি ৭০ লক্ষ লোক মিসিং হয়েছে। পরে ট্রাম্প জানতে চেয়েছেন কারা অত্যাচার করেছে? প্রিয়া বলেছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় মৌলবাদীরা অত্যাচার করছে।

পরের দিন সরকারি দলের মন্ত্রী, এমপি, শীর্ষ নেতা কর্মীরা প্রিয়া সাহার বক্তব্যে ক্ষেপে গিয়ে তার বক্তব্য মিথ্যাচার, তিনি দেশের বিরুদ্ধে বদনাম করেছেন, তিনি দেশদ্রোহী। পাশাপাশি সরকারের মন্ত্রী, এমপিরা বিভিন্ন সেমিনার, সমাবেশে বাংলাদেশ হাজার বছরের একটি উজ্জল অনুকরণীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বলে প্রচার চালিয়ে যান। আসলেই কি বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ?

পাঠকবৃন্দ, আমি শেষের প্রশ্নটি দিয়েই আলোচনা শুরু করতে চাই। সকল সময়ের ক্ষমতাসীনরা বা দলের নেতারা বলতে ভালবাসেন যে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বাক্ষর বহন করছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও এ দেশের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। আবার কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এ দেশে নিরাপদে আছে। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা উৎসব হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে উপভোগ করে। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির কথা। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরের হযরত বাল মসজিদে হজরত মোহাম্মদের পবিত্র কেশ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং চুরি যাওয়া কেশ ফিরে পাওয়ার পরও তৎকালীন মুসলিম লীগের সবুর খান, মোনায়েম খানের নীল নকশায় খুলনা, বরিশাল, যশোর ও ঢাকা সহ সারা দেশে হিন্দুদের বাড়ী ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় জ্বালিয়ে দেওয়া, হাজার হাজার হিন্দু হত্যা, নারী ধর্ষণ করা হয়। ফলে প্রাণ বাঁচাতে লাখ লাখ হিন্দু তাদের ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেয় তখনও দাঙ্গার পর পর মুসলিম লীগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শান্তি মিছিল করেছে, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই বলে গলা ফাটিয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোন সংখ্যালঘু নেতাকে শিখন্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সকল ধর্ম, বর্ণেও মানুষের সমন্বয়ে তথা অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদেও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী লড়াই কওে দেশ স্বাধীন করে।

কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ক্ষমতার পালা বদলের পাশাপাশি রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজে ধর্মান্ধ শক্তি পুনর্বাসিত হয়। জে. জিয়া ক্ষমতায় এসে স্বাধীনতার চার মৌল নীতি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে সংবিধানের তিলকে বিসমিল্লাহ্ বসিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুচনা করেন। পরবর্তীতে জে. এরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে চুরান্তভাবে রাষ্ট্র যন্ত্রকে সাম্প্রদায়িক করণ করা হয়। জে. জিয়া, জে. এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া তারা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা বিরোধী ও ধর্মান্ধ শক্তিকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতার অংশীদার করার ফলে রাষ্ট্র যন্ত্রই নয়, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সাম্প্রদায়িক করণ হয়েছে। আর দীর্ঘ সময় সাম্প্রদায়িকতার চুরান্ত বহিঃপ্রকাশ ধর্মান্ধতা বা জঙ্গিবাদ। যা আমরা ২০০১ সালে জোট সরকারের আমলে বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রহমান জঙ্গী নেতাদের নেতৃত্বে জঙ্গীবাদের উত্থান দেখতে পাই এবং উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার লড়াই করে যাচ্ছে।

এই সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদের কারনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খতিগ্রস্থ হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভিন্ন মতালম্বী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্টি সম্প্রদায়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুসংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ দশমিক ৮, ১৯৬১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৫ এবং স্বাধীন দেশের প্রথম আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী এ অবস্থান দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ। সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় ৯.৬%। ১৯৯০ এর দশকের সুচনায় এরশাদের শেষ আমলে এবং খালেদা জিয়ার প্রথম আমলে ভারতে রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ দাঙ্গার ধাক্কা বাংলাদেশে ও আছড়ে পড়ে। এই দুই আমলে সারা বাংলাদেশে কয়েক হাজার মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধবংস, লুটপাট, শত শত নারী ধর্ষিত হওয়া ও অসংখ্য পুরোহিত হত্যার ঘটনা ঘটে এবং হাজার হাজার মানুষ দেশ ত্যাগ করে। তখনও ক্ষমতাসীন জাপা নেতারা বিভিন্ন সেমিনার, সমাবেশে বলে বেড়ান বাংলাদেশে কোন নির্যাতন-নিপীড়ন হয়নি। বাংলাদেশ শত বৎসরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।

২০০১ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে জোট সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ৭১ এর ন্যায় নারকীয় ও বর্বর ধারাবাহিক যে নির্যাতন হয়, তা আজও দেশের মানুষ ভুলে যায়নি। তখনো অনেক হিন্দু দেশ ছেড়েছে। এখনো সেই ধারা পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে বলা যাবে না। তখনো জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপি, নেতারা তাদের পুরো আমলে ঘরে-বাহিরে বলে বেড়াচ্ছিলেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এমনকি তারা বিদেশি কূটনীতিক এবং ইউএস কংগ্রেসম্যান এনে বুঝাতে চেয়েছেন বাংলাদেশে কোন নির্যাতন হয়নি, সবই অপপ্রচার। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।

২০০১ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে জোট সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ৭১ এর ন্যায় নারকীয় ও বর্বর ধারাবাহিক যে নির্যাতন হয়, তা আজও দেশের মানুষ ভুলে যায়নি। তখনো অনেক হিন্দু দেশ ছেড়েছে।

সর্বশেষ ব্রামণবাড়িয়ার নাসিরনগরে দুই দফা আক্রমণ, মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, প্রতিমা ভাঙচুর এর নিকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে সব ধর্মের মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা গেছে, হিন্দু জনসংখ্যা ১০ লাখ কমেছে; নিজ ভূমির মায়া ত্যাগ করে তারা ভারতসহ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এটা হয়েছে ফোরসড মাইগ্রেশন বা জবরদস্তিমূলক অভিগমন বা শত্রু সম্পত্তি জবর দখলের-এর কারণে। বিগত কয়েক বছরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ, হামলা-মামলা, তাদের জায়গা-জমি দখল যেন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। চট্টগ্রামের নন্দির হাট, সাতক্ষীরা, রামুতে বৌদ্ধ মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া, পাবনার সাথিয়ায় হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসত-বাড়ীতে হামলা, নওগাঁয় চারজন সাঁওতাল কৃষকে হত্যা করা, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির উচ্ছেদের চেষ্টা, চিরির বন্দওে হিন্দু উপাসনালয় আক্রমণ, পাবনার হেমায়েতপুরে শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমের সেবায়েতকে হত্যা- এরকম হাজারটা নজির আমাদের স্মৃতিতে এখনো জ্বল জ্বল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির কথা বলতে গিয়ে অনেকে ইতিহাসকে সাক্ষী মানেন যে যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলিমরা শান্তিতে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ভারত-পাকিস্তান ভাগই হয়েছিল উগ্র সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে, যার মুল কথা ছিল হিন্দু মুসলিম দুটি আলাদা জাতি, (যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই) তাদের আর এক সঙ্গে থাকা চলে না। ভারত ভাগ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম আর শিখ ধর্মের মানুষেরা ইতিহাসের ভয়ংকরতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মেতে উঠেছিল। কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার আর পাঞ্জাবের এসব দাঙ্গায় কমপক্ষে ১২ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতা আজো পাকিস্তানে বহমান ধর্মীয় সংখ্যালঘু যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আহমদিয়া, কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু যেমন চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, হাজং সহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমি-মজমা দখল হয়ে যাচ্ছে।

ইহা সত্য যে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। এর কারণ "দাঙ্গা" বা "রায়ট" শব্দের মানে দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে মারামারি, খুনো-খুনি, যাকে বলে রক্তাক্ত ভায়েলেন্স বা দাঙ্গা। স্বাধীন বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা হচ্ছে একপক্ষীয় সন্ত্রাস। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেয়েও ভয়ংকর। এখনে কথা বলার সুযোগ বা ভাষা নেই। অর্থাৎ এখানে সংখ্যাগুরু মুসলিমরা সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের একতরফা আক্রমণ করেছে, সংখ্যালঘুরা কোন পালটা আক্রমণ বা প্রতিরোধ করতে পারেনি। কাজেই অন্যরা বাংলাদেশে কোথায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখলেন, তা বোধগম্য নয়। আসলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির কথা বলা জাতির সাথে প্রতারনারই শামিল।

আমি বরং বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দিন উমরের সঙ্গে একমত। বদরুদ্দিন উমর বলেছিলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ রয়ে গেছে। কাজেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি কেবলই এক "মিথ"-বাস্তবে বা নিকট অতীতে যার প্রমাণ আমরা দেখিনা। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান দেখে বহুমুখী লেখক হুমায়ূন আজাদ আশির দশকে খেদোক্তি করেছিলেন এই বলে যে আমরা "প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে জীবন অতিবাহন করছি; আর বর্তমান বাংলাদেশ দেখে প্রতীতি জন্মাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশিলতার ধারালো চাপাতির নিচে আমরা এখন জীবনোপায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। হুমায়ূন আজাদ নিজেও কোপের শিকার হয়েছিলেন। তারই উপন্যাসের মতো জঙ্গীরা তাকে চাপাতি দিয়ে ফালি ফালি করে কাঁটা চাঁদে পরিণত করেছিল। আজ যত উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধির কথাই বলা হউক না কেন জঙ্গীবাদের থাবায় সবই ভেস্তে যাবে এবং জঙ্গীবাদের চাপাতির কোপের রেঞ্জের বাইরে কোন প্রগতিশীলই নয়। টার্গেট যেন আমরা সবাই।

সংখ্যালঘুদের জমিজমা সম্পদরাজী দখলের জন্য প্রথমত- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর; দ্বিতীয়ত- বসতবাড়িতে লুটতরাজ-অগ্নিসংযোগ; তৃতীয়- উপাসনালয় আক্রমণ এবং চতুর্থ- সংখ্যালঘুদের হুমকি-ধামকি-মামলা দেওয়া হয়। এসবে কাজ না হলে তাদের মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়, যাতে সংখ্যালঘু মানুষের পক্ষে এলাকায় সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা আর সম্ভব না হয়। এর ফলে তারা হয় অন্যত্র, নয়তো অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। সংখ্যালঘুদের জমি দখল বা তাদের ওপর আক্রমণে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত- কেউই পিছিয়ে নেই। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে ভূমি নিয়ে যারপর নাই এক অমানবিক, নিষ্ঠুর আর রক্তাক্ত অধ্যায় রচিত হয়ে চলেছে। এই সাম্প্রদায়িক দখলবাজির প্রতিকারের জন্য কেউ নেই, নেই কোন প্রতিবিধান। আর জঙ্গীবাদ এই সাম্প্রদায়িকতারই এক উগ্র রূপ "পলিটিক্যাল ইসলাম" এর নামে তার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।

নিউইয়রক, ইউএসএ।

ফিলিস্তিন আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী

ওয়েইন জোন্স

ফিলিস্তিনিরা শুধু নিজস্ব রাষ্ট্র থেকেই বঞ্চিত নয়, তারা মূলত নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা থেকেও নির্বাসিত। এ সপ্তাহে ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রধান কেইর স্টারমারের ভাষণে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার সদস্যদের গ্রুপ 'লেবার ফ্রেন্ডস অব ইসরায়েল'-এর বার্ষিক মধ্যাহ্নভোজে তিনি এ ভাষণ দেন। ইহুদিবিদ্বেষের (অ্যান্টিসেমিটিজম) অশুভ শক্তির নিন্দা করতে গিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য ঠিকই কাজে লাগিয়েছেন। এই বিদ্বেষ পশ্চিমা সমাজ ও সংস্কৃতিতে মিশে গেছে, যা বামপন্থী লোকদের মধ্যেও দেখা যায়। বিদ্বেষ পোষণকারীরা কোনো গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব না করলেও তা ব্রিটেনে ইহুদিদের যন্ত্রণা দিচ্ছে। মোট কথা, অনেক ইহুদি ইসরায়েলকে কেন একটি লাইফবোট মনে করে, তার পেছনে এটাও একটা কারণ। সহস্রাব্দ ধরেই ছদ্মবেশী সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তাদের নতুন নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে আবেগময় সমালোচনার পাশাপাশি অ্যান্টিসেমিটিজমের ঠিকঠাক নিন্দা করাটা বেমানান কিছু নয়। স্টারমার তাঁর ভাষণে দুটি বিষয়েই আলোকপাত করেছেন বটে। তিনি 'দ্বন্দ্বের দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' খারিজ করে দিয়ে বলেছেন যে তিনি 'ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের বন্ধু'। এটা লেবার পার্টির দ্বিরাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করার দীর্ঘ ইতিহাস (যদিও তা প্রায়ই কাজে নয়, কথায় দেখা যায়) এবং লেবার পার্টির ওপর ব্রিটিশ ইহুদিদের অনেকের আস্থা হারানো–দুই ক্ষেত্রেই বিশেষ অর্থ বহন করে। স্টারমার কিছুটা সেতুবন্ধ তৈরির চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর কৌশল ভুল পথে পরিচালিত। তাঁর অবস্থান খুবই যুক্তিসংগত মনে হতে পারে; কিন্তু একটি দরিদ্র, অবরুদ্ধ ও সামরিকভাবে অধিকৃত অঞ্চল এবং আরেকটি পরাশক্তি সমর্থিত হাই-টেক সামরিক বাহিনীসমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

দুই পক্ষের মধ্যে সমতা খোঁজার চেষ্টার মাধ্যমে স্টারমার নিত্যনৈমিত্তিক মানবাধিকার সমস্যাগুলোকে গুরুত্বহীন করেছেন। তিনি সন্ত্রাসী হামলায় ইসরায়েলি নাগরিকদের হত্যার কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ২০০৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ইসরায়েলিদের তুলনায় ২২ গুণ বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হলেও তিনি শুধু "ফিলিস্তিনিদের 'দৈনন্দিন অপমান, সীমাবদ্ধ চলাফেরা ও বিধি-নিষেধ' নামমাত্র উল্লেখ করেছেন। ৫৪ বছরের পুরনো এই দখলদারির কথা সামান্যই উল্লেখ করা হয়েছে। স্টারমার তাঁর সাবেক লেবার নেতা হ্যারল্ড উইলসনের উদ্ধৃতি দিয়ে 'মরুভূমির ফুল' বানানো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের" প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সেই মরুভূমিটি যে ওই সব ফিলিস্তিনির বাসস্থান ছিল, যাদের সাত লাখ মানুষ ১৯৪৮ সালে নাকবায় জাতিগত নিধনের শিকার হয়েছিল, সেটি উল্লেখ করেননি।

ব্রিটিশ বিরোধীদলীয় নেতা স্টারমার ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলবিরোধী 'বয়কট, বিনিয়োগ হ্রাস ও নিষেধাজ্ঞা (বিডিএস)' আন্দোলনের বিষয়ে নিজের বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর পূর্বসূরি জেরেমি করবিনও বিডিএস আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। অথচ এ বিষয়ে তাঁর নিন্দা জানানোকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত ছিল। কারণ বিডিএসকে অ্যান্টিসেমিটিক আন্দোলন হিসেবে দেখানোর বিষয়টি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের কথায়ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বিডিএস ফিলিস্তিনিদের আহ্বান করা একটি কৌশল, যা দখলদারির অবসান, ইসরায়েলি জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ 'ইসরায়েলি ফিলিস্তিনি'র সমান অধিকার এবং ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য ন্যায়বিচার পেতে চায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা বি'তসেলেম সম্প্রতি একটি যুগান্তকারী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে ইসরায়েল যা করছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'বর্ণবিবৈষম্য' পরিভাষা ব্যবহারকে যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে। আর দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন বর্ণবৈষম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিবর্তন আনতে বয়কট একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ইসরায়েলের কাছে বিষয়টি অজানা নয়।

স্টারমার তাঁর ভাষণে স্মরণ করিয়ে দেন যে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকে এমন এক 'মানদন্ডে' রাখা হয়েছে, যেখানে অন্য কোনো দেশ নেই। অথচ সৌদি আরবের অপরাধের সঙ্গে, অন্তত ইয়েমেনকে মানবিক দুর্যোগে নিমজ্জিত করার ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ সরকারের জড়িত থাকার নিন্দাও অনেকে জানাচ্ছে।

বিডিএস একটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ কৌশল। এর পরও এটাকে অগ্রহণযোগ্য বলে খারিজ করে দেওয়া হয়। তাই প্রশ্ন ওঠে, ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের বৈধ রূপটি তাহলে কী হবে? পশ্চিমা সরকারগুলোর নৈতিক চাপ থেকে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলের ২০১৮ সালের 'জাতিরাষ্ট্র' আইনে ফিলিস্তিনিদের ন্যূনতম অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। গত মাসেও পশ্চিম তীরে আরো তিন হাজার অবৈধ বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাই ফিলিস্তিনিদের অপরাধ যখন ঘিরে ধরে, পশ্চিমারা শুধু তখনই বিরক্তি প্রকাশ করে।

প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিনি কণ্ঠস্বর শোনার এই অস্বীকার গুরুতর কিছু প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। অর্থাৎ মানুষ যদি ফিলিস্তিনি মাতৃভূমিকে সমর্থন করে, তাহলে এর রূপটি দেখতে কেমন হবে? ভবিষ্যতের লেবার সরকার কি ইসরায়েলকে অস্ত্র ও সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি ইসরায়েলি দখলদারির পক্ষে কিছুটা জোরেই কথা বলবে? যদি তা-ই হয়, তাহলে ইসরায়েলের শাসকদের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য কী ধরনের উৎসাহ অবশিষ্ট থাকবে?

সুতরাং ফিলিস্তিনি ট্র্যাজেডি থেকেই যাচ্ছে। তাই এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা যতই প্রান্তিক হয়ে উঠবে, এর জনগণও নিজ ভূমিতে প্রান্তিক হয়ে থাকবে।

লেখক : দ্য গার্ডিয়ানের যুক্তরাজ্য কলামিস্ট

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

ভাষান্তর : আফছার আহমেদ

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নোবেল বিজয়ী মালালার বিয়ে



মো: বজলুর রশীদ

চব্বিশ বছর বয়সীরা নিজেদের জীবনসঙ্গী নিজেই বেছে নেবে এটি পাকিস্তানি সমাজ তেমন উৎসাহিত করে না। তবে নোবেল বিজয়ী মালালার নিকাহ ঘোষণার বিষয়টি ভিন্ন মাত্রার। বিশেষ করে ব্রিটিশ ভোগ পত্রিকায় বিতর্কিত সাক্ষাৎকারের পর তার ভবিষ্যৎ জীবন ও বিয়ে নিয়ে অনেকেই চিন্তিত ছিলেন। মাত্র চার মাসের ব্যবধানে কেন তার ধারণা উল্টে গেল সেটি নিয়েও অনেকেই চিন্তাভাবনা করেছেন। কেউ বলেছেন 'তালেবানের ভয় ও মৃত্যুভীতি', কেউ বলেছেন 'মায়ের ইচ্ছা', অন্যরা বলছেন 'গোপন প্রেম ও আসার মালিকের সাথে ঝগড়া করে খোদ বিয়ে করা অস্বীকার করা' এসব নানা কিছু।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ম্যানেজার আসার মালিকের সাথে বিয়ের খবর নিজেই প্রকাশ করে মালালা সবাইকে অবাক করে দেন। গোলাপি পোশাকে ছবিসহ টুইটারে মালিকের সাথে বিয়ের কথা ঘোষণা দিয়ে মালালা লিখেছেন, 'আজ আমার জীবনের একটি মূল্যবান দিন। আসার এবং আমি জীবনের অংশীদার হওয়ার জন্য বিয়ের গাঁটছড়া বেঁধেছি। আমরা আমাদের পরিবারের সাথে বার্মিংহামের বাড়িতে একটি ছোট নিকাহ অনুষ্ঠান উদযাপন করেছি'।

মালালাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। মালালা আগে যা বলেছেন সে বিষয়ে বিয়ের ঘোষণাই একমাত্র উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া। তবে কিছু নারীবাদী সংস্থা এ ঘোষণায় আহত হয়েছেন। বাংলাদেশী-সুইডিশ-ভারতীয় লেখিকা তসলিমা নাসরিনও মর্মাহত। তিনি বলেছেন ও আশা প্রকাশ করেছেন, মালালা 'অক্সফোর্ডের একজন সুদর্শন প্রগতিশীল ইংরেজের প্রেমে পড়বেন' এবং '৩০ বছর বয়সে বিয়ে করবেন', যার ফলে বর্ণবাদ ও শ্রেণীবাদের সহজাত যৌনতাবাদী বিতর্কে সুস্থভাবে যুক্ত হবেন। তসলিমা নাসরিন জীবনে দু'জন ইসরাইলিসহ অসংখ্য জ্ঞানী-গুণীর প্রেমে পড়েছেন। তাদের পরিচয় তিনি নিজেই বিভিন্ন লেখায় দিয়েছেন। নাসরিন বলতেন, 'কেন আমার মা গভীর রাতে উঠে নামাজ পড়তেন, বুঝি না।' তিনি অনেক নারীবাদীর মতো 'যৌনাঙ্গের স্বাধীনতার' প্রবক্তাও।

১৯৯২ সালে ভারতে ষোড়শ শতাব্দীর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় তার বই লেখায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে। মুসলিম অনেক গোষ্ঠী তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়ার পর তসলিমা প্রায় ২৭ বছর ধরে নির্বাসনে। সাম্প্রতিক অতীতে, নাসরিন হিন্দু জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেছেন এবং মুসলিম নাগরিকত্ববিরোধী আইন ও বিজেপির নীতিকে সমর্থন করে 'সুবিধাবাদী' হিসেবেও সমালোচিত হয়েছেন।

নারী অধিকার সংগঠন 'আওরত ফাউন্ডেশন'-এর আবাসিক পরিচালক মাহনাজ রহমান, মালালা পাকিস্তানিকে বিয়ে করায় তসলিমা যে সমালোচনা করেছেন তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। কিন্তু তসলিমা জোর দিয়ে বলেন, তার প্রধান উদ্বেগ হচ্ছে, মালালা বিশ্বের অনেক যুবতীর জন্য যিনি একটি আইকন, ২৪ বছর বয়সে বিয়ে করে একটি ভুল বার্তা পাঠালেন। তসলিমা 'দিস উইক ইন এশিয়া'য় মন্তব্য করেন, 'মহিলারা, যারা সব সময় মালালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন, তারা এখন ধরে নেবেন যে আর্থিকভাবে স্বাধীন না হয়ে ২০-এর দশকের শুরুতে বিয়ে করতে কোনো ভুল নেই। এটি অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক উপমহাদেশে নারী অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি ধাক্কা।'

বেশির ভাগ গর্জন-শোরগোল এসেছে উদারপন্থীদের কাছ থেকে যারা দীর্ঘ দিন ধরে মালালাকে 'চ্যাম্পিয়ন' করার জন্য শ্রম দিয়েছেন। তারা মালালার বিয়ে করার সিদ্ধান্তকে নারীবাদের প্রতি অপমান এবং তার মিশনের 'বিরোধিতা' বলে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছেন। অবস্থাটা এমন যেন 'সার্বজনীন মেয়েদের শিক্ষা' 'নারী উন্নয়ন ও অধিকার আন্দোলন' এসব বিয়ের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না।

মালালার 'পুরুষ-মহিলার মিলন' কতটুকু সম্মতিসূচক সেটি এখনো নির্ধারিত হয়নি। উপমহাদেশে প্রায় সব সমাজে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি হলো, একটি মেয়ে লেখাপড়া শেষ করবে, মা-বাবার পছন্দমতো একজনকে বিয়ে করবে, সন্তান উৎপাদন করবে এবং বাড়ির কাজ করবে। কিন্তু মালালার এই খুশির সংবাদের প্রতিক্রিয়া একই রকম উদার দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা তৈরি করে বলে কি মনে হয়? সামাজিক ওই সব প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে মালালার এ আচরণ কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তা মালালার চিন্তাধারার আলোকে



নতুনভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে।

মালালার নিন্দুকদের মতে, একটি সমস্যা হলো তিনি ফ্লিপ-ফ্লপ করেছেন। ভোগ ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকারে তিনি বিয়ে প্রতিষ্ঠান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং অংশীদারিত্ব বা সহ-অবস্থানকে সমর্থন করেছিলেন। আর চার মাস পরে, তিনি বিয়ে করেন ও প্রথম দিন থেকেই স্বামীর প্রশংসায় টুইটের বান বইয়ে দিতে থাকেন। ভারতীয় উপমহাদেশের একজন নববধূ যা সচরাচর করে না। যিনি বিয়েকে অর্থহীন বলেছেন এখন যৌথ-জীবনের প্রশংসা করছেন, এই মনপরিবর্তন কি তার নারীবাদী এবং ক্ষমতায়নের সমস্যার সৃষ্টি করবে? তার প্রত্যাশার কি মৃত্যু হবে? বিশ্বের মহীয়সী নারীরা কি 'বিয়ের বিরোধিতা' করেছেন? তাদের সন্তান-সন্ততিরা কি বরণ্যে হননি? মালালা এখন এসব প্রশ্নের– বিয়ে, নারী জাগরণ, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের দোলনায় দুলছেন। মালালা কি এখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন না? আসার মালিক কি পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবেন?

মালালার হৃদয় পরিবর্তনের সাথে অন্তর্দৃষ্টিও গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সাধারণ লোকজন প্রায়ই পাবলিক ফিগারের কাছে ধরনা দিতে পছন্দ করে বা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এমন মনে করে। মালালা এটি সঠিকভাবে অনুভব করেছেন। মহিলারা এখন বিবর্তন, ঘৃণা বা বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে চায় অ্যানিমেটেড প্রতীক হিসেবে বাস করতে চায় না। এটি সমাজের এক জাগরণ যা এক দিনে আসেনি। মালালা নারী মুক্তির প্রতীক, বিয়ের ধারণার বিষয়ে আন্দোলনকারীদের পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর মত পাওয়া যায়, যা ধারণ করা কষ্টকর ও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। বিয়ে সম্পর্কে তার মতামত কতটা অদ্ভুত ও তির্যক হয়ে উঠেছে; সেটি কেবল একটি নারীবিদ্বেষী লেন্স দিয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

মালালা এক পাশতুন। পাশতুনদের গ্রামীণ ও উপজাতি এলাকায় অনেক সময় বিয়েকে ঋণ, বিরোধ নিষ্পত্তি, সম্পত্তির বিরোধ সমাধান এবং রক্তের অর্থ পরিশোধ করার সর্বোচ্চ উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রখ্যাত মহিলা মুখতারান মাই বলেছেন, 'মেয়েদের পশুর মতো ব্যবহার করা হয়।' প্রসঙ্গত, মুখতার বিবি ২০০২ সালে গণধর্ষণের শিকার হন। আত্মহত্যা বা লজ্জায় বেঁচে থাকার পরিবর্তে মুখতার আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করেন যা বিশ্বের মিডিয়ার শিরোনাম হয়। তিনি মনে করেন, সামাজিক প্রথা ভাঙার জন্য কেবল মানসিকতার পরিবর্তনই মূল জিনিস। মুখতার কুরআনের বাণী বুকে ধারণ করতেন। তিনি 'সম্মানের নামে' স্মৃতি কথা প্রকাশ করেন, যা বিশ্বজুড়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করছে। নিকোলাস ডি ক্রিস্টফ ও শেরিল উডান মুখতারের বিষয়ে বেস্টসেলার 'হাফ দ্য স্কাই' প্রকাশ করেন।

শহুরে এলাকায় মনে করা হয় বিয়ে, প্রেম ও সঙ্গদানের উপকরণ। বিয়ের মাধ্যমে দু'টি পরিবার বা সমাজ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনেক ঝুটঝামেলা দূরীভূত করে। ভারতীয় ও প্রাচীন রাজারা দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বেশি বিয়ে করার কৌশল কাজে লাগিয়েছেন। সঠিক পরিবারে বিয়ে করা সামাজিক মূলধন বৃদ্ধি বা সম্পদ অর্জিত করার একটি স্পষ্ট পথ। তবে অর্থ পরিমাপ করে অর্জিত সম্পদের মূলধন নির্ণয় করা যায় না। বিত্ত ও চিত্তের মধ্যে যে পার্থক্য এখানে সম্পদ ও সমাজ সে রকম একটি বিষয়।

মালালা নিজেই এমন আখ্যানে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যার মাধ্যমে বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি লিখেছেন: 'আমি প্রতিষ্ঠানের পিতৃতান্ত্রিক শিকড় নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। আমি মানবতা, স্বাধীনতা ও আমার নারীত্ব হারানোর আশঙ্কা করেছিলাম।' কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক অনুশীলনের আচারকে প্রতিশ্রুতি থেকে পৃথক করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি তার বাবার দিকে চেয়ে অনুধাবন করেছেন, পুরুষরা নির্মম নয়। তিনি চেয়েছিলেন পরিবারেই থেকে যাবেন, খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছেন একজন পুরুষ সঙ্গী পথের বাধা হয় না যদি কারো উদ্দেশ্য সৎ ও সঠিক থাকে। মালালা বলছেন, 'সংস্কৃতি মানুষ তৈরি করে এবং মানুষ এটি পরিবর্তনও করতে পারে।'

এখন মালালার বৈবাহিক অবস্থা নিয়ে ভাবনার আর প্রয়োজন নেই। তার মিশন ও অলাভজনক মালালা তহবিল নিয়ে সামনে তিনি কি ক্রিয়াকলাপের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং বিয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল কি না, সেগুলো আগামীর জন্য থাকল। আমরা দেখব, বিশ্বব্যাপী ১৩০ মিলিয়ন মেয়ে যারা স্কুলের লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত সেখানে মালালার সাহসী উচ্চারণ– অভিযাত্রা কতটুকু সফলতা বয়ে আনল।

চলতি বছরের জুন মাসে ভোগ পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে মালালা বলেছিলেন, 'আমি এখনো বুঝতে পারছি না কেন মানুষকে বিয়ে করতে হবে। কেউ যদি জীবনে একজন ব্যক্তিকে পেতে চান, তা হলে তাকে কেন বিয়ের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে, কেন এটি কেবল একটি অংশীদারিত্ব হতে পারে না?' সাক্ষাৎকারে ২৩ বছর বয়সী মালালা ইউসুফজাই আরো বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চিত নই, কখনো বিয়ে করব কি না।' বিয়ের প্রথা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে তিনি সহ-অবস্থানের প্রশংসা করেছিলেন। এতে মালালাকে যারা পছন্দ করেন তারাও গভীরভাবে বিরক্ত হন। আবার বিয়ের পর তারাই এখন অভিনন্দন বাণীতে টুইটার অ্যাকাউন্ট ভাসিয়ে দিচ্ছেন। বিয়ে অস্বীকার করায় এক অ্যাক্টিভিস্ট মালালাকে মৃত্যুহুমকি দিয়েছিলেন। এবার সেসব বিষয়ের ইতি হলো খুব তাড়াতাড়ি। পাকিস্তানের স্কুল পাঠ্যবইতে মালালাকে নিয়ে যে ছবি ও কন্টেন্ট ছিল, সেগুলো তুলে নেয়ার জন্য রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ কর্মসূচি বিয়ের পরপরই হঠাৎ থেমে যায়। তার বিরুদ্ধে তরুণদের মন কলুষিত করার অভিযোগও আর ধোপে টিকবে না।

মালালা ও তার সঙ্গীর জন্য শুভেচ্ছা এসেছে প্রচুর। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, আমিরাতের রাজকুমারী শেখা হেন্ড বিনতে ফয়সাল, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, জেমিমা গোল্ডস্মিথ, ব্রিটিশ এমপি সাজিদ জাভিদ ও অ্যাপলের সিইও টিম কুকের মতো বিশিষ্টজনরা তরুণ দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টসের আইন উপদেষ্টা রিমা ওমার একমত হয়েছেন যে, বিয়ে প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করার জায়গা থাকা উচিত; কারণ এর ফলে নারীরা প্রায়ই পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা হারায় এবং নারীর ওপর বিয়ে করার চাপ অনেক বেশি থাকে। অ্যাকাডেমিক কিরমানি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার তরুণদের জন্য প্রায়ই 'বিয়ে ছাড়া রোমান্টিক প্রেম প্রকাশের আর কোনো উপায় নেই'। কিন্তু কিছু নারীবাদী মালালার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও পাকিস্তানের অতি ধর্মীয় ও রক্ষণশীল দলের সদস্যরা, যারা এই কর্মীকে পশ্চিমের 'এজেন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে; তারাও তার বিয়ের প্রতি তীব্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছে!

বিবিসি লিখেছে, 'আসার মালিক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) হাই পারফরম্যান্স জেনারেল ম্যানেজার। যদিও এই দম্পতি কত দিন ধরে একে অপরকে চেনেন তা পরিষ্কার নয়, তবে ২০১৯ সালের জুন মাসে মিস্টার মালিকের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ক্রিকেট গ্রাউন্ডে তাদের পাকিস্তানের পক্ষে উল্লাস করার ছবি রয়েছে।'

২০১৮ সালের গ্রীষ্মে যখন মালালা অক্সফোর্ডে বন্ধুদের সাথে দেখা করছিলেন, তখন দু'জনের দেখা হয়েছিল। বোঝা যায়, তিন বছরে আগেই প্রেমের সূত্রপাত হয়! মালালা জানান, 'নারীদের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার সব উত্তর আমার কাছে এখনো নেই, তবে আমি বিশ্বাস করি যে আমি বিয়েতে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সমতা উপভোগ করতে পারি।' তিনি বুঝতে পেরেছেন যে শিক্ষা, সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সাথে বিয়ের ধারণাটি আবার সংজ্ঞা করা যায়। সদ্যবিবাহিত স্বামী সম্পর্কে বলেন, 'আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা ও এখনকার সঙ্গী আসারের সাথে আমার কথোপকথন আমাকে বিবেচনা করতে সাহায্য করেছিল যে কিভাবে আমি একটি সম্পর্ক রাখতে পারি বিয়ে– সমতা, ন্যায্যতা, সততা ও আমার মূল্যবোধের প্রতি সৎ থাকতে পারি, আমার স্বামী, সেরা বন্ধু ও সঙ্গীকে নিয়ে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

সাধারণ মানুষের চিকিৎসার মৌলিক অধিকার

(৮ পাতার পর)

করোনার মতো এত ভয়াবহ মহামারি মোকাবেলার জন্য অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি আমাদের থাকার কথা নয়। এই বাস্তবতা অবশ্যই বুঝতে হবে। তবে করোনা আঘাত না হানলে আমরা বুঝতে পারতাম না দুর্নীতিবাজরা কতটা ঘুণপোকার মতো কুরে কুরে খেয়ে ফাঁপা করে ফেলেছে। ভেন্টিলেশন থেকে শুরু করে হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জামের সংকট যে এত প্রকট হবে কে বুঝেছিল! ইউরোপ ও আমেরিকায় কভিড হানা দেওয়ার পর সতর্ক হওয়ার জন্য বেশ কিছুটা সময় আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু কোনো প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। দুর্নীতিবাজদের বিবেক কখনো কাজ করে না। দেশপ্রেমের তো প্রশ্নই নেই। তাই হয়তো অপেক্ষা করেছে, সংকট কখন আঘাত হানে। তখন তড়িঘড়ি অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য নিজেদের দুর্নীতির হাত প্রসারিত করার মওকা পাওয়া যাবে। কার্যকারণ সূত্রে এই কল্পনা অনেকটা যেন মিলে গেল। এ দেশের ক্ষমতাবান রাজনীতিকরা মুখে যা-ই বলুন না কেন, দেশ বা জনগণ নয়–দল সুরক্ষাটাই প্রধান বিবেচনা করেন। ছোট দেশ; সবাই সবাইকে চেনে। চোখের সামনের ঘটনাগুলো আড়াল করা যায় না। দেশের মানুষের শ্রমের টাকার রাজস্ব থেকে সরকার উন্নয়নের কাজ করে। কিন্তু অসহায় মানুষ দেখে অভ্যস্ত সব সরকারের আমলেই স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দলীয় পান্ডারা ঠিকাদারি থেকে শুরু করে সব ধরনের লাইসেন্স পেয়ে যায়। তাই উপজেলা-জেলায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ যার যার সময় দলীয় অঙ্গসংগঠনের নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য ঠিকাদারির 'ঠ' অভিজ্ঞতা যাদের নেই, তারা ঠিকাদারির লাইসেন্স পেয়ে যায়। বিশেষ উপায়ে তারা টেন্ডারে জিতে কার্যাদেশও পায় যায়। অর্থাৎ জনগণের টাকা দুর্নীতিবাজদের পকেট ভরতেই শেষ হয়ে যায়। জনকল্যাণ হোক বা না হোক, দলকল্যাণ তো হয়! করোনাকালের শুরুতেও তাই ঘটেছিল। ডাক্তার ও চিকিৎসাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় মাস্ক কেনার কার্যাদেশ প্রায় প্রতিযোগিতাহীনভাবে পেয়ে গিয়েছিল সরকারি দলের নেতার প্রতিষ্ঠান। আর সরবরাহ করে ফেলল নকল মাস্ক। বিপুল টাকার ভাগবাটোয়ারা কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল তা প্রমাণ করার ক্ষমতা জনগণের নেই।

বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সমুদ্রচুরির খতিয়ান তো বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে আসছে। মানুষ এসব খবর পায় এবং ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু এ সংবাদটি পায় না যে এসব দুর্নীতিবাজ বিচারের আওতায় এলো কি না; বরং এ তথ্য ভেসে আসে চিহ্নিত অনেক দুর্নীতিবাজ পুরস্কৃত হয় এবং নতুনভাবে দুর্নীতি করার মওকা খুঁজে নেয়। এভাবে দুর্নীতিবাজ বড় নেতা বা আমলা ফুলেফেঁপে বেলুন হয়ে এক সুন্দর সকালে কানাডা, সুইজারল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবে।

সরকারের ঘরে দুর্নীতিবাজদের বসতি থাকলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সরকার দৃঢ় নয় বলে করোনাকালের সংকটেও বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে জনকল্যাণে এগিয়ে আসতে বাধ্য করতে পারেনি। বাধ্য করাতে হলে সততার শক্তির প্রয়োজন হয়। এর প্রমাণ তো আমরা এই দুঃসময়ে বেশ কয়েকটি নামি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগের নমুনায় দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের বরাবর মনে হয়, রাজনৈতিক লাভালাভ আর প্রভাব থেকে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও দুদককে মুক্ত করে দিতে পারলে এসব অনাচার থেকে আমরা অনেকটা মুক্তি পাব। একই সঙ্গে করোনার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। দেশবাসী চিকিৎসা পাওয়ার মৌলিক অধিকার হারাচ্ছে। আমাদের দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতার কারণেই উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত সামর্থ্য বিবেচনায় চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন দেশে ছোটেন। কিন্তু কভিডের মতো সংকটে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তখন তো চিকিৎসার জন্য নিজ দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। নাগরিকের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারেরই। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর তো এরই মধ্যে প্রমাণ করছে তারা কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়ি পেতে রেখেছে। ওখানে কিছু ফেললেই নর্দমায় চলে যাবে। তাই প্রথমত এই অঞ্চল রাজনীতি প্রভাবমুক্ত করতে হবে। ঝুড়ির তলা সারাই করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের ছায়ামুক্ত করে নতুনভাবে সব সাজাতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, এ দেশের চিকিৎসকরা অকর্মণ্য, অদক্ষ আর অমেধাবী নন। মুক্ত পরিবেশে সুযোগ পেলে তাঁদের অনেকেই বিশ্বমানের চিকিৎসার কাঠামো গড়ে তুলতে পারবেন।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যরা কে কোথায়

(প্রথম পাতার পর)

করছেন দলটির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। এ পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যরা স্বভাবতই উৎকণ্ঠায় সময় পার করছেন। তবে, দলের নেতাকর্মীদের আন্দোলনে পরিবারের কাউকেই কখনো দেখা যায় না।

বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার আলাপকালে বলেন, 'খালেদা জিয়ার এই ক্লান্তিলগ্নে পরিবারের সবাই উৎকণ্ঠায় আছেন। সবাই যার যার অবস্থান থেকে তার চিকিৎসার খোঁজখবর নিচ্ছেন।' তবে পরিবারের পক্ষ থেকে একমাত্র খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারকেই দেখা গেছে, সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও তার চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করতে। তিনি খালেদা জিয়ার বিদেশ যাত্রার অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি।

খালেদা জিয়ার বড় বোন সেলিমা ইসলামও তার পাশে রয়েছেন বলে জানান দিদার। তিনি বলেন, সেলিমা ইসলাম সবসময় খালেদা জিয়ার খোঁজখবর রাখছেন।

ইতোমধ্যে সেলিমা গণমাধ্যমকে বলেন, 'খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। বুঝতেই পারছেন তিনি ২৬ দিন হাসপাতালে থেকে এসেছেন। আবার এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই হাসপাতালে যেতে হলো। তার হিমোগোবিন অনেক কমে গেছে। শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। কারণ এখানে ডাক্তাররা সেভাবে চিকিৎসা দিতে পারছেন না। কারণ তাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি বা সুবিধা নেই।'

পরিবারের অন্যতম সদস্য তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমান লন্ডন থেকে খালেদা জিয়ার খোঁজ খবর রাখছেন। আইনি জটিলতায় অসুস্থ মাকে দেখতে তারেক রহমানের দেশে না এলেও তার স্ত্রী ও কন্যার আসতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। কারণ, তারেক রহমানের স্ত্রী জোবায়দা রহমান গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে খালেদা জিয়ার মেডিক্যাল টিমের প্রধান হিসেবে লন্ডন থেকে চিকিৎসার ব্যাপারে মনিটরিং করছেন। সে হিসেবে অসুস্থ খালেদা জিয়ার সেবা করতে তিনি যদি দেশে আসতে চান, সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ার সুযোগ নেই। এই ব্যাপারেও ব্রিটিশ মানবাধিকারবিষয়ক আইনজীবী ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন বলেছেন, 'তারেকের পরিবার অবশ্যই আসতে পারে, সেখানে কোনো বাধা থাকবে না। তবে এখন পর্যন্ত খালেদা জিয়াকে দেখার জন্য জোবায়দা রহমান ও জায়মা রহমান আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এমন খবর পাওয়া যায়নি।' রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নিয়মিত দেখভাল করছেন তার প্রয়াত ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শর্মিলা রহমান সিঁথি। চলতি বছরের ২৪ অক্টোবর দেশে আসেন তিনি। এর আগে ২০১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর সিঁথি দেশে এসেছিলেন।

খালেদা জিয়ার লিভার সিরোসিস দেশে চিকিৎসা সম্ভব নয়

(প্রথম পাতার পর)

ডা. এ এফ এম সিদ্দিকী এসব জানান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম মোহসীন, অধ্যাপক ডা. শামসুল আরেফিন, অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ডা. আল মামুন।

ডা. এ এফ এম সিদ্দিকী বলেন, বর্তমান খালেদা জিয়ার পরিস্থিতি স্থিতিশীল। তবে যেকোন সময় খারাপ হতে পারে। তার শারীরিক ঝুঁকি সর্বোচ্চ। যেকোন সময় বিপদ হতে পারে। তিনি বলেন, হঠাৎ করেই ম্যাডাম দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। অত্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছেন তিনি। তার হিমোগ্লোবিন ড্রপ করেছে। তার লিভারের সমস্যার কথা বিবেচনা করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত ৯টা ২০ মিনিটে খালেদা জিয়া রক্ত বমি করেন। প্রেসারের সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্য নালী দিয়ে বিডিং হতে থাকে। আমরা দ্রুত রক্তের ব্যবস্থা করি। বিডিং বন্ধ করতে সক্ষম হই। এ সময় রক্ত দিতে না পারলে হার্ট ফেল করতে পারত। কারণ তিনি ডায়াবেটিস ও হার্টের রোগী।

তিনি আরো বলেন, খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর ম্যাসিভ রক্তবমি হয়। কলাপস করে সকে চলে গিয়েছিলেন। লাইভ সেভিং ফ্লুইড দেয়া হয়, রক্ত দেয়া হয়। দুই ব্যাগ পাজমা দেয়া হয়। লিভারে রক্তক্ষরণ হয়ে। প্রাথমিক ভাবে রক্ত বন্ধ করা হয়। পায়ুপথেও রক্ত যাচ্ছিল।

লিভারে রক্তক্ষরণ বন্ধে শুধু দেশের না উপমহাদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর চেয়ে বেশী কিছু আর করার নেই। কিন্তু ঝুঁকির মাত্রা লিভারে আবারো রক্তক্ষরণ হওয়ার সম্ভাবনা আগামী সপ্তাহে ৫০ ভাগ বাড়বে, ৬ সপ্তাহে ৭০ ভাগ বাড়বে বলে জানান চিকিৎসকরা।

পরকীয়া ঠেকাতে স্ত্রী অদল-বদল করা হয়

(প্রথম পাতার পর)

পুরুষকেই পেতে হয় শাস্তি। কিন্তু এটির উল্টো চিত্র দেখা যায় ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে। যেখানে স্বামী বা স্ত্রীর পরকীয়া ঠেকাতে স্ত্রীকে অদলবদল করার রীতি রয়েছে।

উত্তর ভারতে সিন্ধু নদীর তীরে বসবাস করেন দ্রোকপা নামে এক ধরনের উপজাতি। তারা হিমালয়ের আর্য হিসেবেও পরিচিত। সংখ্যায় তিন হাজার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি তারা। এরা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সৈন্যদের বংশধর। এই উপজাতিদের সংস্কৃতি বেশ ভিন্ন। তারা সাধারণ সমাজের কোনো নিয়মই অনুসরণ করে না। তারা একে অপরের প্রতি খুবই বন্ধুসুলভ ও স্নেহশীল। স্ত্রী অদলবদলের রীতি তাদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার।

অন্যদিকে বিশ্বে এমন উপজাতি আছে, যারা বাড়িতে কোনো মেহমান এলে তাদের আতিথীয়তার অংশ হিসেবে নিজের স্ত্রীকে তার সঙ্গে রাত কাটানোর সুযোগ করে দেয়। নামিবিয়ান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি হিম্বা উপজাতির মধ্যেও এই ধরনের চল আছে। লাল চামড়ার জাতি হিসেবে পরিচিত এই উপজাতি 'ওকুজেপিসা ওমুকাজেন্দু' নামের এই রীতি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অতিথির কাছে এক রাতের জন্য থাকার অনুমতি দেন। বেশিরভাগই স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটান তারা। এতে সম্পর্ক ভালো থাকে ও হিংসা দূর হয় বলে তাদের ধারণা।

আবার বরফের বসবাসকারী এস্কিমো উপজাতির সদস্যরা চাইলে স্ত্রী বদলের মাধ্যমে অন্য পুরুষের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। আবার তার স্ত্রীও একইভাবে অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধে যৌনমিলন করতে পারেন।

এমনকি এক পুরুষ এস্কিমোর বন্ধু বা ভাইয়েরা তার স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে পারেন। এ ছাড়া যখন কোনো নারীর স্বামী শহরের বাইরে বা শিকারে দূরে যান তখন তিনি চাইলেই স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে যৌনমিলন করতে পারেন। এমনকি অন্য পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করাও বৈধ এস্কিমো সমাজে।

এছাড়া মালাউইতে বসবাসকারী চেওয়া গোত্রের মধ্যে অদ্ভুত কিছু রীতি আছে। তারা বিশ্বাস করেন, খাবার যেহেতু ভাগ করে খাওয়া যায়, ঠিক তেমনই স্ত্রীকেও ভাগ করা যায়! এই রীতি অনুযায়ী, প্রতি সপ্তাহেই এক বন্ধুর স্ত্রীকে অন্য বন্ধু এভাবে ভাগ করে নেয়। এরপর তারা রাত কাটায়।

দাম কমাতে তেলের রিজার্ভে হাত দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

প্রশাসন। মঙ্গলবার এই ঘোষণা আসতে পারে। পাইপলাইন সমস্যাসহ নানা কারণে জ্বালানি সংকট দেখা দিলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন দেশের তেলের ভাণ্ডার আছে, যা 'স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ' বা এসপিআর নামে পরিচিত। এই এসপিআর থেকে তেল কোম্পানিগুলোকে অশোধিত তেল ধার দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই তেল সুদসহ ফেরত দিতে হবে। একই কাজ করতে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানকেও অনুরোধ করেছে বাইডেন প্রশাসন। জাপান ও ভারত এ বিষয়ে কাজ করছে বলে জানা গেছে। এর আগে দাম কমাতে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সংস্থা ওপেক ও তার সহযোগী দেশগুলোকে (যেমন রাশিয়া) উৎপাদন বাড়াতে অনুরোধ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু কাজ হয়নি।

বাইডেনের প্রথম ১০০ দিন, সাফল্য ও ব্যর্থতা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই বাইডেন যখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নিলেন, তখন অ্যামেরিকার করোনা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। প্রচুর আক্রান্ত। মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। বাইডেন প্রথমেই করেনা নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করেন। সব ফেডারেল অফিসে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেন। টিকা দেয়ার গতি অনেকটাই বাড়িয়ে দেন। করোনা-বিধি পালন করার জন্য জোর দেন। তাই এবার নিজ ভান্ডারে হাত দিতে বাধ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে আরো তিনবার এসপিআর থেকে তেল বিক্রির অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৯১ সালে গাল্ফ যুদ্ধের সময়। পরে ২০০৫ সালে হ্যারিকেন ক্যাটরিনার পর এবং সবশেষ ২০১১ সালে ওপেক সদস্য লিবিয়ায় যুদ্ধ চলার সময় এসপিআর থেকে তেল নেয়া হয়েছিল। তলের দাম কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সবশেষ উদ্যোগ কতটা সফল হবে সেটা নির্ভর করছে দেশটি এসপিআর থেকে কতটা তেল ছাড় করছে তার উপর। কিন্তু সে বিষয়ে এখনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে বড় পতন

(প্রথম পাতার পর)

প্লাটিনাম ও রুপার দামেও বড় পতন হয়েছে। গত সপ্তাহে রুপার দাম কমেছে প্রায় ৬ শতাংশ। আর পাটিনামের দাম কমেছে ৪ শতাংশের উপরে। গত সপ্তাহে লেনদেন শুরু হওয়ার আগে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ছিল এক হাজার ৮৪৩ দশমিক শূন্য ৬ ডলার। সপ্তাহ শেষে তা কমে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৭৯২ দশমিক ৬৯ ডলার। অর্থাৎ এক সপ্তাহে আউন্সে স্বর্ণের দাম কমেছে ৫০ দশমিক ৩৭ ডলার বা দুই দশমিক ৮১ শতাংশ। অন্য দিকে গত সপ্তাহে রুপার দাম ৫ দশমিক ৯৩ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স দাঁড়িয়েছে ২৩ দশমিক ১৩ ডলারে। আরেক দামি ধাতু প্লাটিনামের দাম গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ। এতে প্রতি আউন্স প্লাটিনামের দাম দাঁড়িয়েছে ৯৫৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এদিকে এই দরপতনের আগে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে বড় উত্থান হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বাজারেও স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়। সর্বশেষ গত ১৩ নভেম্বর ভরিতে দুই হাজার ৩৩৩ টাকা বাড়িয়ে স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।

নিউইয়র্কে জরুরি অবস্থা

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে উদ্বেগের জেরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন নিউইয়র্কের গভর্নর। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, এখনো করোনার উদ্বেগজনক ধরন ওমিক্রন নিউইয়র্কে শনাক্ত হয়নি। তবে তিনি স্বাস্থ্য বিভাগকে হাসপাতালের জরুরি প্রয়োজন নয় এমন এবং কম জরুরি পদ্ধতিগুলো সীমিত করতে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো সরবরাহ করার বিষয়ও থাকছে তাতে। জানা গেছে, গভর্নরের আদেশ কার্যকর হবে ৩ ডিসেম্বর থেকে এবং তা ১৫ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

করোনার নতুন সংক্রমনে আতঙ্কিত বিশ্ব

(প্রথম পাতার পর)

'ওমিক্রন'। জাতিসংঘের এই সংস্থা ওমিক্রনকে তালিকাভুক্ত করেছে 'ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন' বা 'উদ্বেগজনক ধরন' হিসেবে। করোনাভাইরাসের অন্য ধরনগুলোর মতো নতুন ধরনটির একটি গ্রিক নাম দেওয়া হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। সর্বশেষ পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো ধরনটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডেল্টা'।

বিশ্বে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ইতোমধ্যে ৫১ লাখ হাজার ছাড়িয়েছে। আর শনাক্ত হয়েছে ২৬ কোটির বেশি রোগী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে, করোনার নতুন এ ধরনটির প্রচুর পরিমাণে মিউটেশন হয়েছে এবং পূর্বের ধারণা থেকে বলা যায় যে এটিতে পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ আফ্রিকায় গত ২৪ নভেম্বর প্রথমবারের মতো এই ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হওয়ার খবর জানতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অবশ্য বলছে, করোনাভাইরাসের নতুন ধরন 'ওমিক্রন' কতোটা প্রভাব ফেলতে পারে সেটা বুঝতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে। বতসোয়ানা, ইসরাইল, বেলজিয়াম ও হংকংয়েও এ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ হুঁশিয়ারী বা সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, লেসোথো এবং এসওয়াতিনি থেকে ভ্রমণকারীরা যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে ইউকে বা আইরিশ নাগরিক এবং যুক্তরাজ্যের বাসিন্দাদের জন্য এ শর্ত প্রযোজ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাও এর আওতায় পড়বেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, বতসোয়ানা, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া, লেসোথো, এসওয়াতিনি, মোজাম্বিক এবং মালাউই থেকে ফ্লাইটগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হবে। সোমবার থেকে তা কার্যকর হবে। যুক্তরাজ্য এর আগে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রাজিল এবং অস্ট্রেলিয়াও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে লাশের সারি দেখা ভারত নয়া ধরনে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে জরুরি বৈঠক করেছে। ওমিক্রন আতঙ্কে বাতিল করে দেয়া হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও'র সম্মেলন। এদিকে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমে আসলেও জার্মানি এখন সংক্রমণ এবং রাশিয়া মৃত্যুর শীর্ষে অবস্থান করছে। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ হাজার ৯৪৬ জন নতুন শনাক্ত হয়েছে এবং মারা গেছেন ১ হাজার ২৩৯ জন। আর জার্মানিতে গতকাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় ৩৭৪ জন মারা গেছে এবং আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ৭২ হাজার ১৫৯ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর একটি প্যানেল দক্ষিণ আফ্রিকায় শনাক্ত ধরনটিকে 'ওমিক্রন' নাম দিয়েছে এবং এটিকে উদ্বেগের একটি অত্যন্ত সংক্রমণযোগ্য ভাইরাস হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টও একই শ্রেণিভুক্ত, যাতে ইউরোপে এখনও অসুস্থতা ও মৃত্যুর উচ্চতর হার বিরাজ করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞানীরা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বি.১.১.৫২৯ নামক ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে মিউটেশনের একটি 'খুব অস্বাভাবিক কনস্টেলেশন' আছে। এটি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এড়াতে এবং এটিকে আরো রূপান্তরযোগ্য করে তুলতে সহায়তা করতে পারে। ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির প্রাথমিক লক্ষণগুলোর ইঙ্গিত অনুযায়ী, গাউটেংয়ের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে এ ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে দেশটির অন্যান্য ৮টি প্রদেশে এটি ছড়িয়েছে বলে তারা ধারণা করছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় ১০০টি নমুনাতে বি.১.১.৫২৯ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া নিশ্চিত করেছে। তবে, এ ভ্যারিয়েন্টটি বতসোয়ানা এবং হংকংয়েও পাওয়া গেছে। হংকংয়ের শনাক্ত হওয়া ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ভ্রমণকারী। ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে বেলজিয়ামে শনাক্ত হয়েছে করোনার দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্যারিয়েন্ট। শুক্রবার বেলজিয়ামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফ্রাঙ্ক ভ্যানডেনব্রোকি। তিনি জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি করোনার টিকা নেয়নি। বিদেশ থেকে ফেরার পর তার শনাক্ত পরীক্ষা হয়। এতে তার দেহে নতুন ভ্যারিয়েন্ট ই.১.১.৫২৯ এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। গত ২২ নভেম্বর তার করোনা পজিটিভ আসে এবং আর আগে তিনি সংক্রমিত হননি।

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, গাউটেংয়ে নতুন শনাক্তদের ৯০ শতাংশ বি.১.১.৫২৯ হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিকেবল ডিজিজ এক বিবৃতিতে বলেছে, যদিও তথ্য সীমিত, তারপরেও আমাদের বিশেষজ্ঞরা নতুন ভ্যারিয়েন্টটি নিয়ে জানতে অতিরিক্ত সময় কাজ করছেন। তারা সম্ভাব্য প্রভাবগুলো কী হতে পারে তা জানার চেষ্টা করছেন। দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জো ফাহলা বলেছেন, সরকার এই ভ্যারিয়েন্টের প্রতিক্রিয়ায় কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করবে কিনা তা এখনই বলা সম্ভব নয়। এর আগে, গত বছর প্রথম দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বেটা ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ 'স্থগিত হচ্ছে'

করোনাভাইরাসের নতুন ধরন 'ওমিক্রন' নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মত বাংলাদেশও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গতকাল বলেছেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে এরইমধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আমরা অবহিত হয়েছি। এ ভ্যারিয়েন্ট খুবই অ্যাগ্রেসিভ। এ কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ এখনই স্থগিত করা হচ্ছে'। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেশের সকল বিমানবন্দর এবং স্থলবন্দরে 'স্ক্রিনিং' আরো জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সারাদেশে মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে আরো কঠোর হওয়ার জন্য জেলা পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে আসা নাগরিকদের বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। তাদের টিকা নেওয়া এবং তাদের আরটিপিসআর টেস্ট করা আছে কি না দেখা হবে'।

যুক্তরাষ্ট্রেও ৮ দেশের ফ্লাইট স্থগিত

'ওমিক্রন'-এর বিস্তার ঠেকাতে আফ্রিকার সাত দেশের ওপর ভ্রমণে বিধিনিষেধ আরোপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে। আজ থেকে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং বাসিন্দাদের ওই অঞ্চল থেকে ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে। এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাজ্য, আরব আমিরাত এবং কানাডাও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা চালু করেছে।

জানা গেছে, সাতটি দেশ হলো- দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, লেসোথো, এস্বাতিনী ও মোজাম্বিক। ওইসব দেশ থেকে শুধু আমেরিকান নাগরিকরাই ফিরতে পারবেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন স্থগিত

চার বছর পর আগামী সপ্তাহে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওমিক্রন নামের নতুন ধরন শনাক্ত হওয়ার পর উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ায় সম্মেলন স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে ডব্লিউটিও। শুক্রবার শেষ মুহূর্তে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হয়। ডব্লিউটিএর মহাপরিচালক নোজি ওকোনজো-ইওয়েল বলেন, দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া খুব সহজ বিষয় ছিল না। কিন্তু সংস্থার মহাপরিচালক হিসেবে সব অংশগ্রহণকারী, মন্ত্রী, প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাই আমার কাছে প্রধান অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে অক্সফোর্ডের ডিগ্রি

(প্রথম পাতার পর)

স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই। তবে মহামারির কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয় সনদ প্রদান অনুষ্ঠান। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে সেই সনদ হাতে পেয়েছেন তিনি। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দি এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এ তথ্য জানিয়েছে।

মালালা আনুষ্ঠানিকভাবে স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার আনন্দ শেয়ারও করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তার এই আনন্দের সঙ্গী হয়েছেন স্বামী আসার মালিক। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে স্ত্রীর ডিগ্রি পাওয়ার ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। মালালাও ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করেছেন।

মালালা লেখেন, 'দৃশ্যত আমি একটি ডিগ্রি অর্জন করেছি।' ছবিতে মালালাকে কালো গাউন ও টুপিতে দেখা যায়। একটি ছবিতে আসার মালিকের সঙ্গে তাকে দেখা যায়। অন্য ছবিতে মালালার পাশে বাবা জিয়াউদ্দীন ইউসুফজাই ও মা তূর পেকাই ইউসুফজাইকেও দেখা যায়।

আসার মালিক লিখেছেন, 'যে স্থানটিতে প্রথম আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, মালালা স্নাতক হওয়ার দিনটিতে তা আরও বিশেষ হয়ে উঠেছিল।' গত বছরের মে মাসে ওই এ সনদ প্রদান অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ায় তা স্থগিত করা হয়।

বাংলার আকাশে বাংলা শকুন

জয়নুল আবেদীন

বাংলার আকাশে বাংলা শকুন এখন আর চোখে পড়ে না। বিমান ওঠানামাকালে রানওয়ে দিয়ে দৌড়ানোর সময় মনে পড়ে শকুনের কথা। ওপর থেকে ভূমিতে নামা-ওঠার সময় বিমানের মতো শকুনেরও লম্বা রানওয়ে দরকার হয়। একসময় বাংলার আকাশে ছিল রাজ শকুন, সরুঠুঁটি শকুন ও বাংলা শকুন। এই তিন প্রকার শকুনের মধ্যে দুই প্রকার বিলুপ্ত হয়ে গেছে কয়েক যুগ আগেই। বাংলা শকুনই বাংলার আবাসিক শকুন হিসেবে টিকে ছিল। বাংলা শকুনের বৈজ্ঞানিক নামকরণ Bengalensis এসেছিল এই বাঙলা অঞ্চল থেকেই। বছর দুয়েক আগে বিশ্বের সবচেয়ে বিপন্ন একটি বাংলা শকুন সুনামগঞ্জের ছাতক শহরের নুরাল্লাপুর এলাকা থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বাংলাদেশ বন বিভাগের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা জোহরা মিলার শকুনটিকে বাংলা শকুন হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, 'পৃথিবীতে দ্রুততম গতিতে বিলুপ্ত হতে চলছে শকুন। তাই শকুন মাত্রই বিশ্বে মহাবিপন্ন।' উদ্ধারকৃত শকুনটি দুর্বল ছিল বলে উড়তে পারত না। বনের ধারে পড়ে থাকতে দেখে কিছু শিশু-কিশোর সেটি নিয়ে খেলা করতে শুরু করেছিল। এরকম খেলা করতে করতেই শকুনের বংশ-নির্বংশ হওয়ার বিষয়টি ফুটে ওঠেছে, মরহুম হাসান আজিজুল হকের 'শকুন' গল্পে।

প্রকৃতিতে সর্বশেষ শকুন দেখেছিলাম সত্তরের দশকে। যখন আমন ধানে পামরি পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। তখন বিদেশ থেকে ড্রাম ড্রাম আনা হয় কীটনাশক। কৃষি অফিসের বাইরেই ফেলে রাখা হতো ড্রাম। বিনামূল্যে বিতরণের কীটনাশক যে যখন খুশি নিয়ে যেত। সরিষার তেলের মতো তরল কীটনাশকের ক্ষমতা এতই তীব্র ছিল যে, আড়াই মণ পানির মধ্যে এক ছিপি কীটনাশক ছাড়তে না ছাড়তেই পানি আলোড়িত হয়ে দুধের মতো হয়ে যায়। যে জমিতে কীটনাশক ছিটানো হয় সে জমিতে জোয়ারের পানির সাথে আসা মাছ মরত, একগোছা ধানপাতায় মুখ দিয়ে মরত গরু-ছাগল। পশুপাখি মরত মরা গরু-ছাগলের গোশত খেয়ে। একবার শত শত শকুনসহ কাক-কুকুরের মরা দেহে মাঠ ছেয়ে গিয়েছিল।

সেদিন শকুন মারতে দেখে ও মরতে দেখে কারো অনুশোচনা হয়নি, বরং খুশি হয়েছিল লোকজন; কারণ মহাভারতে দুর্যোধনের কূটবুদ্ধি মাতুলের নাম শকুন। সুদখোর মহাজনদের তুলনা করা হয় শকুনের সাথে। অশুভ, অমঙ্গল, লোভী, কৃপণ ইত্যাদি নেতিবাচক সব দোষে দুষ্ট শকুন। জীবনানন্দ দাশের 'শকুন' কবিতায়ও–

'শকুনেরা চরিতেছে,
মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি;
নিস্তব্ধ প্রান্তর শকুনের'

অমঙ্গল ও অশুভের আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে শকুনকে। উপরতলার মানুষের নজর খারাপ দেখলেই, 'স্বর্গলোকে উড়লে কী হবে, নজর থাকে মর্ত্যলোকে' বলে উদাহরণ হিসেবে শকুনকেই টেনে আনতাম। গবাদিপশু মারা গেলে মৃতদেহ মাঠে ফেলে রাখার পর আকাশ থেকে নেমে আসে ঝাঁক ঝাঁক শকুন। শৈশবে শকুনকে মরা গরু ঘিরে গোশত ভক্ষণ করতে দেখলে কুকুর বাধা দিত। শত শত শকুনের সাথে দু-চারটা কুকুর পেরে উঠত না। পোষা কুকুরকে শকুনের কাছে হারতে দেখে আমরা কুকুরের পক্ষ নিতাম। হালুয়া পাচন হাতে কুকুরের সাথে শকুন তাড়া করতাম। পাচন ছুড়ে শকুনের পা খোঁড়া করে মজা পেতাম। দুই দিক থেকে তাড়া খাওয়া শকুন দৌড়ে দূরে গিয়ে অসহায় হয়ে শবের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা চলে গেলেই আবার ফিরে এসে কিলবিল করে মুহূর্তে ফিনিশ করে শবের মাংস, পড়ে থাকে কঙ্কাল। ভক্ষণ শেষে ভরাপেট শকুনগুলো উড়তে পারত না। আমাদের তাড়া খেয়ে পাখায় ভর করে দৌড়ে দূরে চলে যেত। নানা প্রকারের শকুনের মধ্যে আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রাজা শকুন; কারণ প্রজারা আকাশ থেকে নেমে শব ঘিরে বসে থাকত। রাজার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এরা শবে ঠোকর বসাত না।

স্রষ্টার বিস্ময়কর সৃষ্টি শকুন। 'শকুনের দোয়ায় গরু মরে' তা সবার অন্ধবিশ্বাস। গরু মরার জন্য দোয়া দেয়া দূরের কথা প্রকৃতিতে মাংসাশী প্রাণীর মধ্যে শকুনের মতো উপকারী, অহিংস, নিরীহ ও গোবেচারা কোনো পাখি-ই হয় না। চিল, ঈগল ও বাজপাখির মতো শকুন উচ্ছৃঙ্খল নয়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে মৃত প্রাণী ও পচা মাংস। শবদেহ ভক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, 'ব্যাকটেরিয়া' আর 'শকুন' না থাকলে এত দিনে লাশে লাশে দুনিয়া ভরে উঠত। ব্যাকটেরিয়া পচায় আর শকুন পচা খেয়ে পরিচ্ছন্ন রাখে। শকুনই একমাত্র প্রাণী, যা রোগাক্রান্ত মৃত প্রাণী খেয়ে হজম করতে পারে। যে পচা পাকস্থলীতে প্রবেশ করা মাত্র অপরাপর প্রাণী অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার কথা, সে পচা শকুনের পাকস্থলীতে হজম হয়ে যায়। অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত প্রাণীর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখলেও সংক্রমণ ক্ষমতা থাকে ১০০ বছর পর্যন্ত। অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক জীবাণু হজম করে অপরাপর প্রাণীকে এসব রোগ থেকে রক্ষা করে শকুন। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কে বি এম সাইফুল ইসলাম বলেন, 'শকুন মৃতজীবী পাখি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। এরা সাধারণত মৃতপ্রাণী ভক্ষণ করে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে। কিন্তু ইদানীং বিভিন্ন দেশে গবাদিপশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত ডাইক্লোফেনাক নামের ব্যথানাশক ওষুধের প্রভাবে শকুন মারা যাচ্ছে।'

আহারের খোঁজে ওরা আকাশে টহল দেয় উঁচু গাছে বাস করে। খাবারের সন্ধান পেলে শোঁ শোঁ শব্দে দ্রুত নিচে নেমে আসে। খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। কর্কশ গলায় ঘড়ঘড়, হিসহিস কিংবা চিঁচিঁ চিৎকার করে। শকুন উপরে উড়ে আর নিচে শবদেহ খোঁজে। সারা আকাশজুড়ে একে অন্যের দিকে নজর রাখে আর চক্রাকারে উড়তে থাকে। কোনো একটি শকুনকে নামতে দেখলে অন্যরাও তাকে দ্রুত অনুসরণ করে। শকুনের দৃষ্টি অসাধারণ হলেও ঘ্রাণশক্তি নেই বললেই চলে। শকুন একই বাসায় বহু বছর কাটায়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শকুন দুই বছরে একবার একটি মাত্র ডিম পাড়ে।

শৈশবে মামার বাড়ি যাওয়ার পথে চন্দনপুর বাজার ছাড়ালেই সামনে একটা শিমুল গাছ। সব গাছ ছাড়িয়ে যাওয়া শিমুল গাছের চূড়ায় সবসময় শকুন দেখতাম। সদ্যোজাত শিশুর কান্নার শব্দের মতো শব্দ করে এরা ডাকাডাকি করত। শিমুল গাছের গোড়ায় ছিল একটি কবর। কবর কাদা দিয়ে লেপে সযত্নে পরিষ্কার করে রাখা অবস্থায়ও দেখতাম কখনো কখনো। আশপাশে কোনো বাড়িঘর ছিল না। সব মিলে এক ভুতুড়ে পরিবেশ। মামাবাড়ির পথে শিমুল গাছের কাছে পৌঁছালেই ভয়ে গা ছমছম করত। শিমুল গাছটি নেই। শিমুল, ছাতিম, দেবদারু প্রভৃতি সুউচ্চ গাছে শকুন বাসা বাঁধে। দিয়াশলাইয়ের শলাকা, চায়ের বাক্স, ইটভাটা ও রাস্তার পিচ গলানোর কাজে ব্যাপকভাবে এসব গাছ কেটে ফেলায় শকুনের বংশবৃদ্ধি ঘটছে না। এ ছাড়া রয়েছে কবিরাজি ওষুধ তৈরিতে শকুনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার। স্থায়ী বাসা নির্মাণের জন্য উঁচু গাছসহ ভূমিতে ওঠানামার জন্য হারিয়ে গেছে খোলা মাঠও। বছর কয়েক আগে ঘুরতে গিয়েছিলাম শ্রীমঙ্গল। সেখানে রয়েছে ব্যক্তিমালিকানায় নির্মিত এক মিনি চিড়িয়াখানা। সেখানে দেখতে পেলাম বেশ কয়েকটি শকুন। ছবি নিচ্ছি আর ভাবছি, একসময় এসব খাঁচা খালি হবে। তখন খাঁচা পূরণ করার জন্য সারা দেশ খুঁজেও আর শকুন পাওয়া যাবে না।

> **ধর্ম ও পরিবেশবিজ্ঞানের ভাষায়, 'প্রকৃতিতে কোনো কিছুই বেহুদা সৃষ্টি হয়নি'। কোনো কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন– কোনো এলাকায় সব বটগাছ যদি কেটে ফেলা হয়, তা হলে ওই বটগাছনির্ভর বাদুর, চিল, শকুন, কাঠবিড়ালি, গেছো ব্যাঙ প্রভৃতি আশ্রয়হীনসহ বিপন্ন হয়ে পড়বে।**

ধর্ম ও পরিবেশবিজ্ঞানের ভাষায়, 'প্রকৃতিতে কোনো কিছুই বেহুদা সৃষ্টি হয়নি'। কোনো কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ে। যেমন– কোনো এলাকায় সব বটগাছ যদি কেটে ফেলা হয়, তা হলে ওই বটগাছনির্ভর বাদুর, চিল, শকুন, কাঠবিড়ালি, গেছো ব্যাঙ প্রভৃতি আশ্রয়হীনসহ বিপন্ন হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে যদি কোনো প্রজাতির পোকা বা পাখি বিলুপ্ত হয়, তা হলে যেসব উদ্ভিদের পরাগায়ন সেসব প্রজাতিনির্ভর তা বিপন্ন হবে। এভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্ত হতে থাকলে একসময় ধরিত্রী বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। যখন ধরিত্রী বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তখনই নড়াচড়ে বসে প্রকৃতি।

প্রকৃতিকে নির্জীব, চলৎশক্তিহীন ও সর্বংসহা মনে হলেও আসলে তা নয়; বরং তা নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী। প্রকৃতি কারো অণু-পরিমাণু হস্তক্ষেপও সহ্য করে না। প্রকৃতির উপকারী কোনো জীব বা অণুজীব হারিয়ে গেলে কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে অচেনা অণুজীবের আবির্ভাবে প্লেগ, স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোভিড-১৯ ইত্যাদি প্রাণঘাতী মহামারীসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, সুনামি প্রভৃতি প্রকৃতির প্রতিশোধেরই হাতিয়ার। আধুনিক বিশ্বায়নের ফলে বস্তু ও সংস্কৃতির পরিবর্তন অনিবার্য হলেও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে জীবসমষ্টির কোনো অংশের বিলুপ্তি বা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে ক্ষতির কারণ। ভয়াবহ বিপর্যয়সহ হারিয়ে যেতে পারে আমাদের সুন্দর পৃথিবী নামক গ্রহটাও।

২০০২ সালে দ্য ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচার এক পরিসংখ্যান তৈরি করে দেখিয়েছে, ব্যবহারযোগ্য স্থলভূমির ৯৭ শতাংশ মানুষের দখলনিয়ন্ত্রণে, অবশিষ্ট ৩ শতাংশ থেকেও বিপন্ন হওয়ার পথে বিশ্বের অন্যসব প্রাণী। পৃথিবী নামক সুন্দর গ্রহ হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্যই শকুনসহ বিপন্ন প্রাণীদের রক্ষা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার 'বিশ্ব শকুন সচেতনতা দিবস' পালন করা হয়। একটি দৈনিক পত্রিকায় ৬ নভেম্বর ২০১৮ সালে 'বিলুপ্তির সীমানা থেকে ফিরে আসছে শকুন' শিরোনামে সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০১৬ সালে দেশে শকুন দেখা গেছে ২৪০টি, সেখানে ২০১৮ অক্টোবর পর্যন্ত শকুন দেখা গেছে ২৬০টি। যেখানে ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ৯৯ শতাংশ শকুন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেখানে (২০১৬ থেকে ২০১৮) দুই বছরে শকুনের বৃদ্ধি ৮ শতাংশের বেশি। এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। সিলেটের সুনামগঞ্জ, মৌলবী বাজার ও হবিগঞ্জের কিছু এলাকা এবং খুলনার সুন্দরবন এলাকার কিছু অংশ নিয়ে শকুনের নিরাপদ এলাকা (Vulture Safe Zones) ঘোষিত হয়েছে। শকুন অকল্যাণ ও অশুভর প্রতীক নয়– ধরিত্রীর অবিচ্ছেদ্য অংশসহ কল্যাণের প্রতীক। আমরা চাই, বাংলার আকাশে বাংলা শকুন আবার ফিরে আসুক। নয়তো, জাদুঘরে শকুনের কঙ্কাল ছাড়া বাংলার আকাশে আর বাংলা শকুন দেখা যাবে না।

লেখক: আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

৩৫তম ফোবানায়ও অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম

(৪৪ পাতার পর)

ফোবানার দ্বিতীয় দিনের আয়োজন এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হলের ভেতর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান। যেখানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা। তিনি মঞ্চে দঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্মৃতি রোমন্থন করেন।

বাংলাদেশের ৬৪ জেলাতেই তার যাওয়া হয়েছে উলেখ করে সাবেক এই রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বাংলাদেশের জেলাগুলোতে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা সুখের স্মৃতি হয়ে থাকবে সারা জীবন।' মজিনা বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই দুয়ার খোলা রাখে। আর বাংলাদেশে কর্মসংস্থান তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করে।

মজিনার বিদায়ে পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। যেখানে মিউজিক আইডল, ড্যান্স আইডলসহ দেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মোহিত হয় দর্শক।

সাবিনা ইয়াসমিন মঞ্চে উঠে বলেন, 'আজ যে গানটি দিয়ে শুররু করব তা লিখেছেন নজরুল ইসলাম বাবু, সুর করেছেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল।'

দর্শকদের আর বুঝতে বাকি থাকে না কোন গান গাইবেন তিনি। সাবিনা গাইতে শুরু করেন 'সব কটা জানালা খুলে দাও না' পুরো হল তখন পিনপতনের শব্দ শুনার মতো শান্ত। গান শেষ হতেই করতালির শব্দ। ঘোর ভাঙে সবার। এবার প্রিয় শিল্পীর জনপ্রিয় গানগুলোর অনুরোধ। একেক দিক থেকে একেক উপমা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন মঞ্চের সামনে বসা শ্রোতারা। সাবিনা ইয়াসমীনও রসিকতা করে বলেন, 'কী কী বললেন আপনারা, কোকিল, কিংবন্তী! জাতির অঙ্কার! কিন্তু আমি তো মানুষ একজন।'

এরপর মাইক্রোফোন হাতে এক এক করে গাইতে শুরু করেন- চিঠি দিও প্রতিদিন, কি জাদু করিলা, ইশারায় শিস দিয়ে আমায় ডেকো না, ভালোবাইসা একবার তুমি বউ কইয়া ডাকো।

সাবিনা ইয়াসমীনের আগে দ্বিতীয় দিন মঞ্চে আরো গেয়েছেন তাহসান, রবী চৌধুরী, লাইপাসহ প্রবাসী শিল্পীরা।

অনুষ্ঠান দেখতে মঞ্চে প্রবেশ করার আগে প্যাভিলিয়নেপসরা সাজিয়ে বসা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয় অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে। সাজানো পসরার মধ্যে ব্যাতিক্রম মনে হয়েছে 'ফ্রি মুসলিম ম্যাচ মেকিং সার্ভস' স্টলটি। মুলত মুসলিম ছেলে-মেয়েরা যাতে তাদের পছন্দের পাত্র-পাত্রী বেছে নিতে পারে সেজন্যই এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।

বিষয়টি নিয়ে কথা হয় এর উদ্যেক্তা হাফিজুর রহমানের সঙ্গে। তিনি পেশায় একজন প্রকৌশলী। গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর। ১৯৯৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। এই উদ্যোগ সম্পর্কে হাফিজুর বলেন, 'আমার দীর্ঘদিনের আমেরিকায় থাকার অভিজ্ঞতা হলো এখানে অধিকাংশ মানুষই সত্যি কথা বলেন। সেটা রঙ কালো, সাদা কিংবা যে বর্ণেরই হোক। এ কারণে অভিবাকরা ছেলে-মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা দেন। ভালো এবং মন্দ বুঝিয়ে দেয়ার পর ছেলে-মেয়েদের সিদ্ধান্তে অবিভাকরা খুব একটা চাপ প্রয়োগ করেন না। এরমধ্যে যেসব ছেলে-মেয়ে ধার্মিক তারা অনেক সময় পছন্দের পাত্র-পাত্রি পান না। বিশেষ করে যোগ্য পাত্র পেতে মেয়েদের ভোগান্তি হয়। এই জায়গাটাকে সহজ করতেই আমাদের 'ফ্রি মুসলিম ম্যাচ মেকিং সার্ভিস'। আমরা এর জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলো স্টেটে একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি যেন কাজটি ভালোভাবে করা যায়।'

ওয়েব সাইটে সবাই সঠিক তথ্য দেবে, এটার কি নিশ্চয়তা আছে? প্রশ্নের জবাবে হাফিজুর রহমান বলেন,'আমাদের ওয়েবসাইট এমনভাবে তৈরি করা যেখানে পাত্র-পাত্রীর কোনো ছবি থাকবে না। অন্য তথ্যগুলো আমরা যাচাই করে যখন সঠিক মনে হবে তখনই দেখা করার ব্যবস্থা করবো। আমি প্রথমেই আপনাকে বলেছি এই দেশে মানুষ মিথ্য কম বলে। যে ছেলে ড্রিংক করে সে কিন্তু মিথ্য বলবে না, মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। পূর্বে সম্পর্ক ছিল কি ছিল না সেটা নিয়েও কেউ লুকোচুরি করে না।'

তিনি বলেন,'আমি আমার মেয়েকে দেখেছি। তার বন্ধুরা যারা আছেন তাদের দেখছি। দেখা গেছে মুসলিম ছেলে-মেয়েরা প্রায়ই নিজ দেশের যোগ্য পাত্র-পাত্রী না পেয়ে অন্য দেশের ছেলে-মেয়েকে বিয়ে করছে। আমদের 'ফ্রি মুসলিম ম্যাচ মেকিং সার্ভিস'এসব বিষয়কে আরো সহজ করবে।'

খালেদা জিয়ার বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে ২৬৮৪ চিকিৎসকের বিবৃতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবি জানিয়েছেন ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর ২৬৮৪ জন চিকিৎসক। শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান তারা।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার, সাবেক সেনাপ্রধান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম এর স্ত্রী। তিনি এদেশে গণতন্ত্র পূন:প্রবর্তনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে খালেদা জিয়ার অবদান অপরিসীম। অথচ আমরা বেদনাহত হৃদয়ে লক্ষ্য করছি একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার পছন্দমতো চিকিৎসা নেয়ার অধিকার থেকে তিনি ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত। একটি মিথ্যা সাজানো মামলায় ফরমায়েশী কারাগারে যাওয়ার পর থেকেই বেগম জিয়া ভয়াবহ শারীরিক জটিলতায় উপনীত।

তারা বলেন, ইতিপূর্বে ড্যাবসহ বিএনপি এবং এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে বারবার খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে বিদেশে পাঠানোর দাবি জানানো হয়েছে কিন্তু কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী সরকার কোনো কর্ণপাত করেনি।

এমনকি পরিবারের লিখিত আবেদনেরও কোনো গুরুত্ব দেয়নি। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে বারবার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। গত তিন বছরে সরকারের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে বয়স্ক এই নারী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।

বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমানভাবে এগিয়ে গেলেও এখনো বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের চিকিৎসকগণের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও খালেদা জিয়া আশানুরূপ আরোগ্য লাভের পরিবর্তে ধীরে ধীরে অন্তিম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় চিকিৎসক হিসেবে আমাদের আকুল আহ্বান- জরুরি-ভিত্তিতে তার মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিদেশে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা হোক। অন্যথায় চিকিৎসার অভাবে বেগম খালেদা জিয়ার কিছু হলে তার দায় দায়িত্ব সরকারের বর্তমান নীতিনির্ধারকদের বহন করতে হবে।

বিবৃতিতে ড্যাবের স্বাক্ষরকারী চিকিৎসকরা হলেন- অধ্যাপক ডাঃ ফরহাদ হালিম ডোনার, অধ্যাপক ডাঃ হারুন আল রশিদ, ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম, ডাঃ মোঃ আব্দুস সেলিম, অধ্যাপক ডাঃ শহিদুল আলম, ডাঃ শাহাদাত হোসেন, অধ্যাপক ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ শহিদ হাসান, ডাঃ মোসাদ্দেক হোসেন বিশ্বাস ডাম্বেল, অধ্যাপক ডাঃ একেএম আজিজুল হক, অধ্যাপক ডাঃ শামীমুর রহমান, অধ্যাপক ডাঃ গাজী আব্দুল হক, অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ, অধ্যাপক ডাঃ মঈনুল হাসান সাদিক, অধ্যপক ডাঃ শাহাব উদ্দিন, অধ্যাপক ডাঃ মওদুদুল হক পাভেল, অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান সরদার, ডাঃ মোঃ ওবায়দুল কবির খান, ডাঃ তৌহিদুর রহমান ববি, অধ্যাপক ডাঃ সিরাজ উদ্দিন প্রমুখ।

মাদরাসা পড়ুয়াদের বিস্ময়কর সফলতার কারণ কী?



গোলাম মাওলা রনি

অল্প কয়েক দিন আগের ঘটনা– একটি ছবি হঠাৎ করে আমাদের দেশের সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। ছবিতে দেখা যায়, দাড়িটুপিধারী জোব্বা পরা এক যুবক প্রাণপণে একটি চলন্ত বাসের পেছনে দৌড়াচ্ছেন। যিনি ছবিটি সামাজিকমাধ্যমে দিয়েছেন তিনিও যুবক। তার বক্তব্যের মাধ্যমে জানতে পারলাম– মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক লক্ষ করেন যে, তার প্রায় সমবয়সী দাড়িটুপিধারী জোব্বা পরিহিত যুবকটি একটি গণপরিবহন থেকে নামেন এবং হন হন করে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলতে শুরু করেন। হঠাৎ কী মনে করে তিনি ইউটার্ন নিয়ে বাসটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে বাসটি যাত্রা শুরুকরে দেয় এবং যুবকটি বাসটি থামানোর জন্য চিৎকার করতে করতে চলন্ত বাসের পেছনে তুমুল বেগে দৌড়াতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই বাসটির নাগাল পাচ্ছিলেন না এবং বাসের হেলপার-কন্ডাক্টর বা কোনো যাত্রী বাসটি থামানোর ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করছিলেন না।

মোটরসাইকেল আরোহী যুবক বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তিনি ধারণা করলেন যে, দৌড়রত যুবকটি হয়তো কোনো মূল্যবান সামগ্রী বাসের মধ্যে ভুল করে রেখে নেমে পড়েছেন এবং তা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি বাসটিকে ধরার জন্য দৌড়াচ্ছেন। এ অবস্থায় দয়া পরবশ হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক এগিয়ে যান এবং যুবককে তার বাইকে আরোহণ করার প্রস্তাব দেন। এরপর মোটরসাইকেলে টান মেরে বাসটিকে অনুসরণ করে পরবর্তী স্টেশনে গিয়ে থামেন। দাড়িটুপিধারী যুবক এক লাফে মোটরসাইকেল থেকে নেমে দৌড়ে বাসে ওঠেন এবং কন্ডাক্টরের হাতে কিছু একটা গুঁজে দিয়ে তার উপকারী বন্ধু, মোটরসাইকেল আরোহীর কাছে ফিরে আসেন। তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপকারী বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাতে থাকেন এবং তার উপকারের বিনিময়ে আল্লাহ যেন তাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন সেই দোয়া করতে থাকেন।

পুরো ঘটনা দেখার পর মোটরসাইকেল আরোহীর কৌতূহল নিদারুণভাবে বেড়ে যায়। তিনি দাড়ি-টুপিধারী যুবকের পরিচয় এবং তার দৌড়ানোর কারণ জানতে চান। উত্তরে যা জানতে পারেন তা তাকে রীতিমতো হতবিহ্বল করে তোলে। তিনি বিষয়টি শোনার পর দেশের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা এবং মাদরাসা পড়ুয়াদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তার জন্য অনুতপ্ত হতে থাকেন এবং নিজের সেই অনুতাপের ঘটনা প্রকাশ করার জন্য সামাজিকমাধ্যমে পুরো ঘটনার বর্ণনা দেন। উপসংহারে বলেন যে, মাদরাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন মানুষ যে নীতি-নৈতিকতা। সততার প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তার সাথে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কোনো তুলনাই চলে না। সে দিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক বলেন– দাড়িটুপিধারী যুবকটি একজন মাদরাসা পড়ুয়া অভাবী মানুষ এবং সম্ভবত চাকরির খোঁজে এই মহানগরীতে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। ঘটনার দিন তিনি ভুল করে বাসের ভাড়া না দিয়ে নেমে পড়েন এবং তা স্মরণ হওয়া মাত্র চলন্ত বাসের পেছনে দৌড়াতে থাকেন ভাড়া পরিশোধের জন্য। উল্লিখিত ঘটনাটি যারা সামাজিকমাধ্যমে পড়েছেন তারা কমবেশি সবাই আবেগতাড়িত হয়েছেন। আর আমি ব্যক্তিগত আবেগের সাথে সাথে ঘটনাটি নয়া দিগন্তের পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম মূলত ভিন্ন একটি কারণে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের নামকরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে সেখানে বেশির ভাগ মাদরাসা পড়ুয়া বিস্ময়কর এবং নজিরবিহীন সফলতা দেখিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও অন্যান্য নামকরা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় মাদরাসা ছাত্ররা প্রথম হয়েছেন। এতে অনেক আলোচিত সমালোচিত বুদ্ধিজীবী কাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রীতিমতো অপমানিত বোধ করছেন এবং তারা প্রকাশ্যেই বলার চেষ্টা করছেন যে, 'এভাবে যদি চলতে থাকে তবে দেশের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।'

> **আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা মাদরাসা ছাত্রদের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আমার মতে– মাদরাসা পড়ুয়া মেধাবীরা সাধারণত আমাদের সমাজের নিম্নবিত্ত অথবা দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে উঠে আসেন। ফলে তাদের দু'চোখ ভরা স্বপ্ন থাকে এবং শরীরের প্রতিটি কোষের মধ্যে যুদ্ধ করে বড় হওয়ার বাসনা লুক্কায়িত থাকে।**

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও কর্মজীবনে প্রবেশের বিভিন্ন পরীক্ষাতেও মাদরাসা ছাত্ররা নিদারুণ সব রেকর্ড তৈরি করছেন এবং প্রায় প্রতি বছরই নিজেদের পূর্বেকার রেকর্ড ভঙ্গ করে চলতি বছরে নিত্যনতুন রেকর্ড তৈরি করে চলেছেন। বিসিএসসহ সরকারি কর্মকমিশনের অধীনে প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগে যেসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে মাদরাসা ছাত্ররা ক্রমবর্ধমান হারে নিয়োগ পাচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্মিলিত মেধায় প্রথম স্থানটি দখল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। সরকারি কর্মকমিশনের বাইরে ব্যাংক, বীমা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানেও মাদরাসা ছাত্রদের বিনা ঘুষে নিয়োগ লাভের হার এবং পরবর্তী কর্মজীবনে বিনা ঘুষে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তারা যে বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন তাতে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধির কারখানায় মহামারীর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

মাদরাসা ছাত্রদের ইদানীংকালের সফলতা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মতো আমাকে আহত করেনি বটে তবে আমি নিশ্চিতভাবে আশ্চর্য হয়েছি। নিজে কোনোকালে মাদরাসায় পড়িনি। কিন্তু সমালোচকরা যখন দশমুখে বলত, আমি মাদরাসার ছাত্র ছিলাম এবং তখন থেকেই জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম, তাদের সমালোচনায় প্রথম দিকে খুব কষ্ট পেতাম এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজের ছাত্রজীবনের ইতিহাস ও পরিবারের রাজনীতির ইতিহাস বর্ণনা করতাম। কিন্তু আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো শুভ ফল তো এলোই না বরং হিতে বিপরীত হতে থাকল। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি উপায় খুঁজতে গিয়ে যা জানলাম তা শেষ অবধি সমালোচকদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলো এবং আমার সম্পর্কে তাদের অন্তরে এক ধরনের ভয় সৃষ্টি হলো। অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হলো এবং কেউ কেউ সমালোচনার পরিবর্তে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করল।

আপনি যদি প্রশ্ন করেন, কী উপায়ে সমালোচকদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম? সে ক্ষেত্রে বলবো, প্রথমত নিজের কর্মের প্রতি বিশ্বস্ত, আস্থাশীল ও যত্নবান হওয়া শুরু করেছিলাম। আমার ব্যক্তিগত ধর্মাচার– ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে কথাবার্তার কারণে যারা সমালোচনা করত তাদের কথার জবাব না দিয়ে আমার কর্ম অর্থাৎ ধর্মাচারের বিষয়ে যত্নশীল হয়েছি। আধুনিক জীবনে ধর্ম কিভাবে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পারে, সাহসী বানাতে পারে এবং ধর্মাচারের ফলে বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সফলতা অর্জন করা যেতে পারে তা নিজের জীবনে দৃশ্যমান করার জন্য চেষ্টা চালাতে চালাতে এক সময় লক্ষ করলাম, এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যেখানে সমালোচকদের বাহাদুরি নেই বললেই চলে।

উল্লিখিত কারণে মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রদের সফলতা দেখে আমি বেশ আশ্চর্য বোধ করছি এ কারণে যে, তারাও হয়তো নিজেদের মধ্যে আমারই মতো অনন্ত কোনো আদর্শ ধারণ করে কর্তব্য ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনা করে যার যার কর্মক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। ফলে যারা তাদের সমালোচনা করছেন তারা কেবল নিরাপদ দূরত্বে থেকে সমালোচনাই করতে পারবেন কিন্তু কোনো মেধাবী মাদরাসা পড়ুয়ার আসনে দাঁড়িয়ে বুক উঁচু করে তার সাথে মেধার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের দুঃসাহস দেখাতে পারবেন না। এ ব্যাপারে নিজের একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা না করে পারছি না। একবার জনৈক ইসলামবিদ্বেষী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত শিক্ষকের সাথে আমার একটি টকশো অনুষ্ঠিত হলো। ভদ্রলোক তার বক্তব্যের শুরুতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলা শুরু করলেন। যখন আমার পালা এলো তখন আমি ধীরস্থিরভাবে বললাম– ওভাবে বলছেন কেনো? মানুষকে সম্মান দিতে শিখুন। আপনি ছাত্র হিসেবে পাবলিক পরীক্ষাতে যে ফলাফল করেছেন তার চেয়ে আমার ফলাফল ভালো। অধিকন্তু আপনি যে বিষয়ে অধ্যাপনা করছেন সেই বিষয়ে আমি আপনাকে অনেক দিন পড়াতে পারব। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক এতটাই ভয় পেয়ে গেলেন যে, বাকি সময়ে তিনি খুবই সংযত ভাষায় কথা বললেন এবং পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে ততবারই তিনি বিনয় ও সৌজন্য প্রদর্শনে কার্পণ্য করেননি।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা মাদরাসা ছাত্রদের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আমার মতে– মাদরাসা পড়ুয়া মেধাবীরা সাধারণত আমাদের সমাজের নিম্নবিত্ত অথবা দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে উঠে আসেন। ফলে তাদের দু'চোখ ভরা স্বপ্ন থাকে এবং শরীরের প্রতিটি কোষের মধ্যে যুদ্ধ করে বড় হওয়ার বাসনা লুক্কায়িত থাকে। তাদের পারিবারিক চাহিদা, পারিবারিক বন্ধন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীতি-নৈতিকতার কঠোরতা, ধর্মাচার এবং পাঠ্যক্রমের গুণগত মান তাদের মানুষ হিসেবে বড় হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকে। অন্যদিকে, পৃথিবীর প্রাচীনতম শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে মাদ্রাসাগুলোতে যে শিক্ষার পরিবেশ থাকে তা অন্য কোনো দেশের কোনো পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই আজ অবধি চালু করতে পারেনি।

আধুনিক শিক্ষার নামে আমরা যা কিছু পাঠ করছি তার বয়স বড়জোর ৩০০ বছর। এই ৩০০ বছরে বিভিন্ন দেশে অন্তত ৫০ বার শিক্ষাব্যবস্থায় পরস্পরবিরোধী পরিবর্তন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশের জেএসসি, পিইসি, এসএসসি, এইচএসসি, বিএ, এমএ ইত্যাদি ডিগ্রির কথা যদি বলি তাহলে দেখবেন, গত ১০০ বছরে কতবার এই পরীক্ষাগুলোর নাম এবং সিলেবাস পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-শিক্ষক, পিতা-পুত্র অথবা মা-কন্যার মধ্যে চিন্তা চেতনা তথা শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে যে বিস্তর অমিল পয়দা হয়েছে তার কারণে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অমিল-অশ্রদ্ধা, ভিন্নমত ও অস্থিরতা রীতিমতো দিনকে দিন দানব আকার ধারণ করেছে। অন্য দিকে, আমরা যদি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকাই তবে দেখব যে, গত চৌদ্দশত বছর ধরে এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামো একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যুগ যুগান্তরের আইন-বিজ্ঞান, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি বা শিল্পসাহিত্যের নিত্যনতুন ধারা আদি কাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে এই শিক্ষার ভিত্তিমূলে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে অবকাঠামোকে যুগোপযোগী এবং আধুনিক বানিয়েছে।

এবার মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলে নিবন্ধের ইতি টানব। মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল ভাষা হিসেবে আরবি ও ফারসি ব্যবহার করা হয়। অন্য দিকে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজিকে মূল ভাষা রেখে বেশির ভাগ দেশ নিজ নিজ মাতৃভাষায় পাঠ্যক্রম রচনা করে থাকে। কাজেই ভাষা হিসেবে আরবি ও ফারসির গুণগত মান, ঐতিহ্য এবং এই দুই ভাষায় রচিত মানবসভ্যতার সব উপকরণের সাথে যদি ইংরেজির তুলনা করি তবে ইংরেজিকে নিতান্ত নাবালক, অসম্পূর্ণ, দুর্বল এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হবে। আমার এই কথায় যারা আশ্চর্য হচ্ছেন তাদের বলছি– ভাষা হিসেবে ইংরেজি কিন্তু বাংলার চেয়েও দুর্বল ও নবীন। অন্য দিকে ইংরেজি সাহিত্য বা বাংলা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে যাদের রচনা দিয়ে পাঠ্যক্রম সাজানো হয় তাদের সাথে যদি আরবি ও ফারসি ভাষার পাঠ্যক্রমের রচয়িতাদের বয়স, যোগ্যতা, মেধা, জনপ্রিয়তা, জ্ঞানের গভীরতা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যের প্রভাব প্রতিশ্রুতির তুলনা করা হয় তাহলে কী ফলাফল আসবে তা অনুধাবন করার জন্য সাধারণ যোগ বিয়োগের জ্ঞানই যথেষ্ট। যারা বার্ট্রান্ড রাসেল, মিশেল ফুকো প্রমুখের দর্শনতত্ত্ব পড়ে পৃথিবীর সব কিছু বুঝে ফেলেছেন তারা ইবনে খালদুন, জাবের ইবনে হাইয়ান, আলরাজি, প্রমুখ রচিত দর্শনশাস্ত্রগুলোর কয়েকটি পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন। তারপর বুকে হাত দিয়ে বলুন, আপনার পক্ষে অনন্ত পৃথিবীর কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব!

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

কিশোর অপরাধ : সমাজের আরেক অসুখ

মোহাম্মদ মফিজুর রহমান

যে বয়সে আমাদের সন্তানদের পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়ার কথা, সে বয়সে ছেলেমেয়েদের অপরাধে জড়ানোর কারণ কী হতে পারে? বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল পারিবারিক বন্ধন, সন্তানকে যথেষ্ট সময় না দেওয়া, সামাজিক অবক্ষয়, অল্প বয়সে স্মার্টফোনসহ উন্নত প্রযুক্তি উপকরণের নাগাল পাওয়া, সঙ্গদোষ, যৌক্তিকতা বিচার না করেই সব আবদার পূরণ করা এবং সন্তান কী করছে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণের অভাব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কিশোরদের অপরাধে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। মানুষ অপরাধী হয়ে জন্মায় না ঠিক কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে তারা ক্রমশ অপরাধী হয়ে উঠছে। অপরাধী হয়ে ওঠার কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যাক।

প্রথম কারণ সামাজিক ব্যবস্থা। রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা থেকে আমাদের অনেকের মাঝে বিরাজ করছে হতাশা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। সেই হতাশা থেকেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই হতাশা ও ক্ষোভের কারণে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় বড় ধরনের অপরাধ, যার কারণে অনেক সময় খুনখারাবি পর্যন্ত হয়ে যায়। আমাদের কিশোর সমাজ এই কালচার দেখে বড় হচ্ছে। অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এসব ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং বিপথগামী কিশোর সমাজ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ পরিবার। স্বামী-স্ত্রীর নিত্য ঝগড়া-কলহ আর বিয়ে বিচ্ছেদ সন্তানের ভরণ-পোষণের সঙ্গে পরিবারকর্তা বা অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে সন্তান বেপরোয়া হয়ে বিপথে চলে যায়। সন্ধ্যার পর কিশোররা যাতে বাড়ির বাইরে না থাকে, সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই অভিভাবকদের নিতে হবে। পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষায় যথেষ্ট ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের জায়গাটা দুর্বল হয়ে গেলে তা কিশোরদের খুব দ্রুত অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাভাব যেমন একটি কিশোরকে অপরাধ জগতের দিকে ধাবিত করে, তেমনি অর্থের প্রাচুর্যও কখনও অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেবন করছে নানা ধরনের ভয়াবহ মাদক দ্রব্য।

আমাদের সন্তানরা আকাশ সংস্কৃতির অবাধ প্রবাহ এবং টিভি মিডিয়ায় দেখানো নৃশংসতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, যেমন- ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো শিশু-কিশোরদের প্রভাবিত করছে ব্যাপকভাবে। তাই ওই গণমাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজ-পরিবার যথেষ্ট সচেতন না হলে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের বিপথগামী হয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ- ছোটবেলা থেকেই প্রবাদটি আমরা জেনে আসছি। আমার সন্তান আমার প্রতিবেশীর কেমন সন্তানের সঙ্গে মিশছে এটা আমার জানা একান্ত কর্তব্য। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে উত্তরায় ডিসকো এবং নাইন স্টার গ্রুপের বলি কিশোর আদনান হত্যার পর অনেকদিন কিশোর গ্যাং কালচার আড়ালে ছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থান ও তৎপরতার কারণে গ্যাং কালচার স্তিমিত ছিল। এটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে গত বছর থেকে। এই গ্যাং কালচার সমাধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

অভিভাবককে তাদের সন্তানের ব্যাপারে কঠোর হওয়া প্রয়োজন। তাদের চলাফেরায় সার্বক্ষণিক নজর রাখা দরকার। সন্তানের সঙ্গে অভিভাবককে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে। যদি সন্তানের সঙ্গে পিতা বন্ধুসুলভ আচরণ করে তাহলে এ সন্তান কিছুটা হলেও বিপথগামিতা থেকে দূরে থাকবে বলে আশা করা যায়। পারিবারিক বন্ধন করতে হবে দৃঢ়। অভিভাবকরা প্রয়োজন ছাড়া টাকা-পয়সা তাদের কিশোর সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে তাদের আরও বিপথগামী করছে। একটি শিশু জন্মের পর পারিবারিক পরিবেশে প্রথম মাতা-পিতার সংস্পর্শে আসে। শিশুর সামাজিক জীবনের ভিত্তি, তার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারেই রচিত হয়। তাই তাদের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কিশোর-অপরাধ প্রতিরোধের উত্তম স্থান হলো এই পরিবার। পরিবার ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ইতিবাচক পদক্ষেপ ও স্থানীয় প্রশাসনের কঠোর উদ্যোগ ছাড়া গ্যাং কালচার রোধ করা সম্ভব নয়। কিশোর অপরাধ দমনে শুধু আইন প্রয়োগই নয়, সামাজিক সচেতনতাও জরুরি।

উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কিশোরদের মধ্যে বখাটেপনা এবং নিত্যনতুন অপরাধপ্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ক্রমেই। করোনায় দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় অনলাইনের প্রতি আসক্তি বেড়েছে কয়েকগুণ। স্কুল-কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় এই গ্যাং আগের চেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছে। এর পেছনে আরও কাজ করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। শিশুদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- স্কাউটিং, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণিত অলিম্পিয়াড, রোবোটিং, বই পড়া, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা যেতে পারে নিয়মিত। আক্ষরিক অর্থে এই কিশোর-তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের বিপথগামী হওয়ার আগেই সামাজিক আন্দোলন জরুরি। সামাজিক যোগাযোগের দোহাইয়ে যারা অসামাজিক কার্যক্রমে জড়িত, তাদের ওপর কঠোর নজরদারি এখন সময়ের দাবি। বিশেষ করে ফেসবুকের অপব্যবহার করে এসব চক্র যেসব অপরাধ ঘটিয়ে চলেছে তা ঠেকাতে হলে কঠোর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দরকার।

আরেকটি বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে, আর তা হচ্ছে কিশোর সংশোধন কেন্দ্র। প্রচলিত আইনে ১৮ বছরের নিচে অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তাদের বড় কোনো শাস্তির পরিবর্তে পাঠানো হচ্ছে গাজীপুরে অবস্থিত কিশোর সংশোধনাগারে। যে কিশোরদের সংশোধনাগারে নেওয়া হচ্ছে, তাদের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা আছে কি? একজন কিশোর সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে এসে যদি আবার খারাপ অপরাধে জড়িয়েই পড়ে, তবে তা আমাদের জন্য চরম ব্যর্থতা। প্রয়োজনে আইন সংস্কার এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা এ দুই বিষয় নিয়েও আমাদের ভাবার অবকাশ থেকে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষকসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পুরো কমিউনিটিকে এগিয়ে আসতে হবে। কিশোর গ্যাং কালচার এখন নিছকই এক সমস্যা নয়, এটা এখন মহাসংকটে পরিণত হয়েছে। এই সংকট নানাভাবে, নানা মাত্রিকতায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিশোর গ্যাংয়ের আধিপত্য কমানো ও তাদের অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজন পরিবার, সমাজের নেতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মিডিয়াসহ প্রত্যেকের আন্তরিক সচেতনতা ও সক্রিয় ভূমিকা।

লেখক: লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও পরিচালক (লজিস্টিক্ স), রিজিয়ন সদর দপ্তর, কক্সবাজার, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

সবাইকে নিয়ে পথ চলাই ‘এগিয়ে যাওয়া’

ড. মীজানুর রহমান

পরিসংখ্যানই আপাতত সত্য। যদিও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরেলি নাকি বলেছিলেন, ‘মিথ্যা তিন প্রকার : মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা এবং পরিসংখ্যান।

স্বাধীনতার পঞ্চাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের তো বটেই, এমনকি ভারতের চেয়েও মাথাপিছু আয়ে আমরা এগিয়ে। নতুন পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের মাথাপিছু আয় ২৫৫৪ ডলার। ২০২০-২১ সালে অর্থনীতির আয়তন দাঁড়িয়েছে ৪০৯ বিলিয়ন ডলার।

তবে আমাদের সম্পদ, আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন যে হারে হয়েছে, আমাদের বৈষম্য, দুর্নীতি, ধর্মান্ধতা, অধিকারহীনতা, পরিবেশ দূষণ ও বঞ্চনা সে হারে কমেনি; বরং আয় উন্নতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোও বেড়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা গত ৫০ বছরে অনেক কমে এলেও সব নাগরিকের জীবনে মৌলিক চাহিদা এখনো নিশ্চিত হয়নি।

পুষ্টিকর খাবার ও সুপেয় পানি দূরে থাক, ন্যূনতম খাবার ও পানির সুবিধাও পাচ্ছে না অনেক নাগরিক। স্বাস্থ্যব্যবস্থার অনেক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও এর ফাঁকফোকরগুলো দেখা গেছে গত বছর করোনা দুর্যোগের সময়। যেমনটা বলেছেন অরুন্ধতী রায়-‘করোনা আসলে একটা এক্সরে, সেটা অর্থনীতি আর স্বাস্থ্যব্যবস্থার কঙ্কালের ছবি বের করে এনেছে।

আমরা অবশ্যই জানতাম ভেতরে একটা ভয়ংকর কঙ্কাল আছে।’ বাংলাদেশের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থার যতটুকু আছে সেটা কেবল ধনীদের জন্য, সাধারণ মানুষের চিকিৎসাব্যবস্থা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্যে দ্রুত National Health Service (NHS) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা অহবঁৎরহ ইবাধহ যে দর্শনটির ওপর জোর দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে, ‘the essence of satisfactory health service is that the rich and poor are treated alike, that poverty is not a disability and wealth is not advantaged.’

এখনো দেশের আনাচে-কানাচে বহু মানুষ আধপেটে বা একবেলা খেয়ে বেঁচে থাকে। আমাদের উত্তরবঙ্গে মঙ্গা অবস্থা এখন আর নেই, কিন্তু তারপরও মানুষের দুরবস্থা এখনো পুরোপুরি ঘোচেনি। যা কিছু রাষ্ট্রের আয়োজন, তার ৮০ শতাংশ করছে শহুরে ধনীরা। গ্রামের মানুষ এখনো বঞ্চিত অনেক কিছু থেকে। তাই হয়তো সরকার শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু শহুরে সুবিধাভোগীরা তা কতটা বাস্তবায়ন করবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ‘স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই দেখা গেছে, যে গ্রামের মানুষ শহরের মানুষকে একাত্তরের যুদ্ধের সময় আশ্রয় ও খাবার দিয়েছিল, তারাই যখন ১৯৭৪ সালে খাবার না পেয়ে শহরে এলো, তাদের আমরা খাবার দেয়নি। অনেকেই দুর্ভিক্ষে মারা গেল। যদিও শহরের বাড়িতে এবং দোকানগুলোতে প্রচুর খাবার মজুত ছিল।’ ২০২০ সালে করোনার সংকটের সময় দেখা গেল শহরে কাজ হারিয়ে অনেকেই তাদের গ্রামের শেকড়ে ফিরে যাচ্ছেন নিরাপত্তার খোঁজে। গ্রাম ও কৃষিকে অগ্রাহ্য করে এ দেশের কোনো অর্জনই টেকসই হবে না।

অবকাঠামোগত (ইনপুট) উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমানতা যত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, ফলাফল (আউটপুট) বিশ্লেষণ ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না। যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের পরও আমাদের যাতায়াতের গতি বাড়ছে না। ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পরও অব্যবস্থাপনার কারণে আমাদের গতি বাড়বে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সরকারি অর্থায়নে মডেল মসজিদ নির্মাণ করেও প্রকৃত নামাজির সংখ্যা বাড়াতে পারছি না। উন্নয়ন ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে গিয়ে আমরা পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছি। পৃথিবীটাকে কেবল আমাদের করতে গিয়ে অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রতিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে যাচ্ছি। চলমান করোনা সংকটের উৎপত্তি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলতেই পারে। তবে আমার ধারণা, এটাও পরিবেশ বিপর্যয়ের একটা ফল। মহামারি বিশেষজ্ঞ রব ওয়ালেস যেমনটা বলেছেন-‘মুনাফাতাড়িত পুঁজিতান্ত্রিক যুক্তি বন্যপ্রাণীর বাস্তুতন্ত্রের ওপর দখলদারি কায়েম করেছে। ফলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে সংঘাত পরিণত হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে। এটি মানুষের মধ্যে ভাইরাস আসার পথ সুগম করেছে। কাজেই পুঁজিবাদের সংকট প্রকাশিত হয়েছে স্বাস্থ্য সংকটের রূপে এবং মানুষ আর আগের স্বাভাবিক রূপে ফিরতে পারছে না।’

শেরপুরের ঝিনাইগাতী এলাকায় মানুষ হাতির উপদ্রবে ঘুমাতে পারছে না। রাত জেগে ফসল পাহারা দিচ্ছে। গত এক দশকে কমপক্ষে ৭০ কৃষক হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। জাতিসংঘের অর্থায়নে বৈদ্যুতিক বেড়া দিয়েও হাতিকে ঠেকানো যাচ্ছে না।

যেখানে ছিল হাতির আবাস, সেখানে মানুষ বসতি গড়েছে বলেই এমনটি হয়েছে। হাতির আবাসে মানুষ ফসল চাষ করেছে তার নিজের খাবারের জন্য, তাই কৃষকের ফসলের ওপর হাতির আক্রমণ। তাছাড়া জেনেটিক কারণেও এ হাতির আগমন রোধ করা যাবে না। যেমনটি বলেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক আমির হোসেন-যিনি নিজেও একজন হাতি বিশেষজ্ঞ-‘যে হাতির পালটি প্রতিবছর শেরপুরে আসে, এ পালের সর্বশেষ হাতিটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত প্রতিবছর একই পথে একই জায়গায় হাতি আসবেই, কোনো প্রতিবন্ধকতা হাতিকে ঠেকাতে পারবে না।’

অর্থনৈতিক কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হচ্ছে ব্যাংক। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক নৈতিকতা ধ্বংসের মুখোমুখি। ব্যাংক বাংলাদেশের ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি, অথচ বর্তমানে এ দেশেই এ খাতে সবচেয়ে বেশি অরাজকতা চলছে। আজ থেকে ১০৭ বছর আগে ১৯১৪ সালে ‘কুমিল্লা ব্যাংকিং করপোরেশন’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ দেশেরই ব্যবসায়ী কুমিল্লার কৃতী সন্তান নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, যে ব্যাংকের শাখা ছিল দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মুম্বাই থেকে শুরু করে সুদূর লন্ডন পর্যন্ত।

ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় ঐতিহ্যবাহী এ বাংলাদেশের অসংখ্য ব্যাংক আজ কু-ঋণে জর্জরিত। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতারক গোষ্ঠী এবং উইগি’র দল কোনো কোনো ব্যাংকের প্রায় সব টাকাই বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংক চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের টাকায়, আর সরকারি ব্যাংক চলছে সরকারের মূলধনের ভর্তুকি নিয়ে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় ঐতিহ্যবাহী এ বাংলাদেশের অসংখ্য ব্যাংক আজ কু-ঋণে জর্জরিত। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতারক গোষ্ঠী এবং উইগি’র দল কোনো কোনো ব্যাংকের প্রায় সব টাকাই বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংক চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের টাকায়, আর সরকারি ব্যাংক চলছে সরকারের মূলধনের ভর্তুকি নিয়ে।

প্রযুক্তির ব্যবহারে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি, বিশেষ করে ‘আইসিটি’ ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে; তবে এর ফলে যে ‘cyber poverty gap’ তৈরি হয়েছে, তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ইউনেস্কোর ৪১তম অধিবেশনে তুলে ধরেছেন। ইউনেস্কোর মতে, স্কুল আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা যায়নি বিধায় দূরশিক্ষণ ও অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে নতুন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ এ থেকে বাদ যায়নি।

লকডাউনের কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে সহায়তা দিতে সরকারি প্রণোদনায় মালিকপক্ষই বেশি লাভবান হয়েছে। ‘যদিও নয়া উদারবাদী মতামত মনে করে বেসরকারি শক্তি নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, কিন্তু ধনী ও করপোরেট দুনিয়া আক্রান্ত হলে উদ্ধারের জন্য সরকারকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়’ (নোয়াম চমস্কি, ২০২০)।

শিক্ষার হার ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সে হারে কমছে না সমাজে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা। কিছুতেই সমাজের অন্ধকার দূর হচ্ছে না; বরং আরও ঘনীভূত হচ্ছে। শতভাগ বিদ্যুতায়নেও কাজ হচ্ছে না।

অনেকে বলেন, এ দেশের মানুষ ধর্মভীরু, ধর্মান্ধ নয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, ধর্মভীরুরা যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হয়, শিক্ষিত না হয়, তাহলে সে ধর্মান্ধ হতে বাধ্য।

বিজ্ঞানের পড়াশোনা বেড়েছে, আমরা অনেকগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি, কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হচ্ছে না। যেমনটা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একবার বলেছিলেন-‘আমি ক্লাসে এত করিয়া ছাত্রদের পড়াইলাম যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়িয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়। তাঁহারা তা পড়িল, লিখিল, নম্বর পাইল, পাস করিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল, যখন আবার সত্যি সত্যি চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাঁহারা ঢোল, করতাল, শঙ্খ লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। ইহা এক আশ্চর্য ভারতবর্ষ।’

নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক শেষ হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাবে পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে। এ ব্যবস্থাটা কীভাবে আবার দাঁড়াবে, তা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলছে। পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু আমি আরও গোড়ায় যেতে চাই। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে জনপ্রতিনিধিত্ব তৈরি হয়, তাদের কয়জন আসলে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি। ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ লোকের কাছেই জনপ্রতিনিধিত্ব এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনেকে বলেন, আমাদের রাজনীতি এখন ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে; কিন্তু ব্যবসা না করেও যারা রাজনীতিতে জড়িয়েছে, তাদের কয়জন জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর ব্যবসায়ী হননি বা পরিবারের সদস্যদের ব্যবসায়ী বানাননি?

সেবা করতে করতে আগের চেয়ে আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে-এমন কয়জন জনপ্রতিনিধি আছেন? প্রত্যেকেই মনে করে, অন্যান্য ব্যবসার মতো জনপ্রতিনিধিত্ব একটি লোভনীয় ব্যবসা। লোভীরা সেখানে ভিড় করছে। প্লেটো তার ‘রিপাবলিকে’ যেমনটা বলেছিলেন-‘পাবলিক অফিসে যারাই থাকবেন তাদের খুব বেশি আর্থিক সুবিধা না দেওয়াটাই সমীচীন। কারণ তাতে ভয়টা হলো তখন পাবলিক অফিসগুলোতে স্বার্থপর লোকের ভিড় জমতে পারে।’

জনপ্রতিনিধিত্ব সামাজিক পুঁজির (social capital) বদলে এখন আর্থিক পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এক সময় জনপ্রতিনিধিত্বের মূল ভিত্তি ছিল সামাজিক পুঁজি। পৃথিবীর উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে এখনো সামাজিক পুঁজিই জনপ্রতিনিধিত্বের মুখ্য বিষয়। আমেরিকান সমাজ সংস্কারক লিডা জুডসন ১৯১৬ সালে ‘ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সামাজিক সম্পর্ক’ বোঝাতে ‘সামাজিক পুঁজি’ শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৯০-এ এসে ধারণাটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

সাধারণভাবে মানুষের মনোগত অবস্থা বা মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোনো ধরনের বৈষয়িক স্বার্থে চিন্তা না করে কাউকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপৃত করতে পারাকেই ‘সামাজিক পুঁজি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি সামাজিক বা গোষ্ঠীগত দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা জনকল্যাণে নিবেদিত। এর সঙ্গে হৃদয় উৎসারিত আবেগ জড়িত, এটি একটি আবেগমিশ্রিত যৌগিক বিষয়।’ এর সঙ্গে অর্থ, বিত্ত-বৈভব এবং ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল তাদের ‘ক্যাশ কাউ’ হিসাবে ব্যবহার করলেও বর্তমান সংকটগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আমাদের মুক্তির সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে বারবার তুলে ধরতে হবে, যাতে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রবীণদের নিয়ে। ‘স্মৃতি এমনিতেই মিথ্যাবাদী। আর যত সময় যায় যে-কোন ব্যক্তির স্মৃতিতেই মিথ্যার ভারে সত্য চাপা পড়ে যেতে পারে।... স্মৃতি তো একটা আর্কাইভ। সরকারি বেসরকারি সব নথিখানার মতোই স্মৃতির আর্কাইভও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা অনুযায়ী বাছাই করার দলিল ভর্তি থাকে’ (রণজিৎ গুহ, রচনা সমগ্র, ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি; পৃষ্ঠা-১৩৩)। মুক্তিযুদ্ধ, রাস্তাঘাট, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেখিয়ে যারা রাজনৈতিক সমর্থন নিতে বেশি আগ্রহী, তাদের জন্য ২০০২ সালের অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ক্যায়েনম্যানের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-‘মানুষ ঝুঁকি নিতে চায় না।

লাভের চেয়ে ক্ষতিকে অনেক বেশি ঘৃণা করে, উপকারের চেয়ে অপকারকে বেশি গুরুত্ব দেয়। মানুষ পুরোনো অতীত ভুলে যায়, বর্তমানের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।’ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের জন্য বড় একটি মূলধন; এটা বলতেই হবে। তবে এটা দিয়ে রাজনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন কঠিন হবে।

সমাজ ও রাজনীতির দৃশ্যমানতা, অন্যায্যতা, করোনা সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, পণ্যের উচ্চমূল্য ও দুর্নীতি এগুলো বর্তমানের বাস্তবতা। ছোটখাটো কারণেও যখন আমজনতা হিংসাশ্রয়ী হয়ে জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর করে-এগুলোকে দেখতে হবে স্থানান্তরিত ক্রোধ হিসাবে। যেমনটা বলেছিলেন আলজেরিয়ান বিপ্লবী ও তাত্ত্বিক Franty Fanon তার ‘Black Skin White Mask’ (১৯৫২) শীর্ষক বইয়ে-‘দীর্ঘ চাপ, অবদমন, অসম্মান, নির্যাতনের মধ্যে থাকলে সমাজে হিংসা বেড়ে যায়। মানুষ যখন মূল কারণে হাত দিতে পারে না বা খুঁজে পায় না, তখন সে চারপাশের ওপর আক্রোশ বোধ করে।’ এটাকে বলা হয় স্থানান্তরিত ক্রোধ (transferred aggression), আর স্থানান্তরিত ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু সবসময়ই হয় নিরীহ ও দুর্বল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (নারী, শিশু, সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়)। ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো আমজনতার ক্রোধকে স্থানান্তরিত করে ওইসব দুর্বল জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। আক্রান্ত হয় মন্দির, পূজামন্ডপ ও জেলেপাড়া। যদিও মানবিক মূল্যবোধের এবং অসাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিক্রিয়া (বিলম্বিত) আমাকে আশাবাদী করে। যেমনটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তার ‘সভ্যতার দৈববাণী’ প্রবন্ধে-‘মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি... আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে নৈরাশ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মম আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।’

যারা দেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ‘নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র’ হিসাবে অবহিত করতে চান, তাদের জন্য রবার্ট কেগন তার ‘ওং উবসড়পৎধপু রহ উবপষরহব’ বইয়ে বলেছেন, ‘গণতন্ত্র একটি নাজুক ফুল, সবসময় এর পরিচর্যা, যত্ন-আত্তি লাগে। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। এ ফুল রক্ষা করতে বেড়া লাগে। ভেতর-বাইরের দুই দিকের বিপদ থেকেই একে বাঁচাতে হয়?। বেড়া পাকাপোক্ত না হলে এবং আগাছা নিয়মিত সাফ করা না হলে জঙ্গল ও আগাছা ফিরে এসে তা ভূখন্ড দখল করবেই।’

শাসনব্যবস্থার কঠোরতা নেতৃত্বের গুণ হিসাবে কেউ কেউ মনে করেন (নিকোলাস ম্যাকিয়াভ্যালি, ‘দ্য প্রিন্স’, ১৫১৫)। তবে বিরোধী মতকে কঠোর শাস্তি দিয়ে মোকাবিলা ব্যবস্থাপনার গুণ নয়। ‘রাজতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসন-নীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’, ১৩৪০)। লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক Antonio Giustozzi যেমনটি বলেছেন, ‘the greatest skill is to keep all of this together despite constant friction and constant argument.’ আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, ‘রাষ্ট্রের সুরে সুর না মেলালেই মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহী হয় না, হয় না রাষ্ট্রের দুশমন বা সমাজের শত্রু’ (হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি, ১৮৩৯-১৯৫০)।

লাস্কি ১৯৪৫-৪৬ সময়ে ব্রিটিশ লেবার পার্টি চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকসের অধ্যাপক ছিলেন। আমাদের জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের অসমাপ্ত পিএইচডি থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অধ্যাপক রাজ্জাকের থিসিসের কাজ চলাকালীন অকস্মাৎ লাস্কির মৃত্যু হয়। তারপর রাজ্জাক স্যার দেশে ফিরে আসেন। কথিত আছে, স্যারের নাকি মনে হয়েছিল তার থিসিস তত্ত্বাবধান করার জন্য ব্রিটেনে কোনো অধ্যাপক জীবিত নেই।

ভিন্নমত, ভিন্নপথ থাকবেই; তারপরও সবাইকে নিয়ে পথ চলাই ‘এগিয়ে যাওয়া’।

লেখক: অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ম্যারাডোনাকে নিয়ে যা বললেন মেসি

(প্রথম পাতার পর)

মাতামাতি আজও কমেনি।

ইটালির নেপলসই হোক, বা আর্জেন্টিনার বুয়েনোস এয়ার্স। তিনি বিরাজ করছেন স্বমহিমায়। দিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুর দিনে তাকে নিয়ে স্মৃতিময় হয়ে পড়েছেন লিয়োনেল মেসি।



ফুটবলজীবনের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত ম্যারাডোনার সাথে তুলনা করা হয় মেসিকে। সেই ম্যারাডোনার মৃত্যুর খবরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন মেসি। এতটাই যে শোকজ্ঞাপন করতেও অনেক সময় নিয়েছিলেন। পরের ম্যাচেই প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনার হয়ে গোল করার পর দেখিয়েছিলেন নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজের ১০ নম্বর জার্সি, যা ছোটবেলায় পরতেন ম্যারাডোনা।

স্পেনের এক সংবাদপত্রে মারাদোনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মেসি বলেছেন, ‘মনে হচ্ছে এই তো সে দিনের ব্যাপার। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর এক বছর কেটে গেল, এটা ভাবলেই অবিশ্বাস্য লাগছে। ওঁকে ছাড়াই আর্জেন্টিনা এত বছর পর কোপা আমেরিকায় চ্যাম্পিয়ন হল।’

মেসির সংযোজন, ‘এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, ক’দিন বাদেই ওকে টিভিতে দেখতে পাব। হয়তো কোনো সাক্ষাৎকারে, বা কোনো বিষয়ে নিজের মতামত দিচ্ছেন। অনেক দিন হয়ে গেল উনি চলে গিয়েছেন। কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে এটা গতকালের ঘটনা। আমাদের যে সব স্মৃতি রয়েছে সেগুলো সারা জীবন মনে রাখব। আমি ভাগ্যবান যে ওর সাথে এত স্মৃতি রয়েছে আমার।’

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

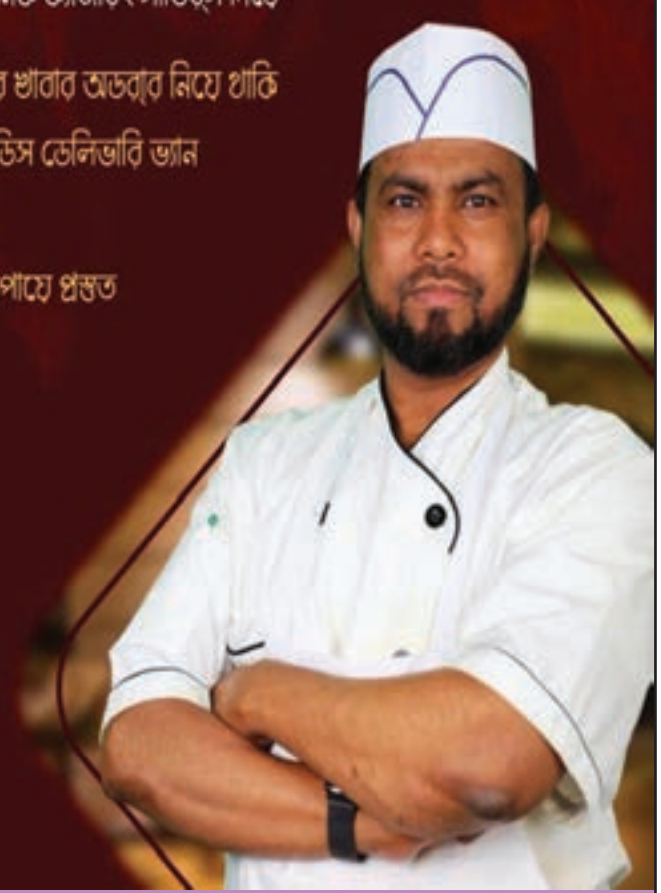
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসেরডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396





নিউইয়র্কে চুরাশিয়ানদের আড্ডা



নিউইয়র্ক: চুরাশিয়ানদের আড্ডা বসেছিল গত ২৪ নভেম্বর বুধবার জ্যাকসন হাইটস-এর নবান্ন রেস্টুরেন্টে। এসএসসি ৮৪ ব্যাচ অব নর্থ আমেরিকা, নিউইয়র্ক এই আড্ডার আয়োজন করে। গ্রুপ এডমিন শাম্স চৌধুরী রুশো'র উদ্যোগে আয়োজিত আড্ডায় নিউইয়র্কসহ অন্যান্য স্টেটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চুরাশিয়ান অংশ নেন।

জমজমাট আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে চলে গান, কৌতুক, কবিতা ও স্মৃতিচারণ। সবাই যেনো স্কুল জীবনের সেই উচ্ছলতায় ফিরে গেলেন। চমৎকার গান পরিবেশন করেন চুরাশিয়ান হাসান মাহমুদ। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। আড্ডায় কবি ছড়াকার সংগঠক শাম্স চৌধুরী রুশো রচিত 'আমরা চুরাশিয়ান' থিম সং টি প্রথমবারের মতো পরিবেশিত হয়। সকলে তুমুল করতালির মাধ্যমে গানটির প্রশংসা করেন।

আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন চুরাশিয়ান কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কাজী ফৌজিয়া, রাব্বি সাঈদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, হাসান মাহমুদ, জিয়া মঈন হায়দার, শেখ শাহেদ, শাম্স চৌধুরী রুশো, কলি আলম, লিসানুর রাসুল, দেলোয়ারা আক্তার রুমা, সাবিরা করিম, কামরুল মজুমদার, জাহিদ সরকার, হেলী চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী আজম। এছাড়াও পেন্সিলভেনিয়া থেকে কামরুন নাহার ও ভার্জিনিয়া থেকে ইসরাত জাহান অংশগ্রহণ করেন।

আড্ডায় বৃহত্তর আকারে একটি চুরাশিয়ান সম্মেলনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

হজরত শাহজালালের সঙ্গে দেখা করতে

কারণ ইবনে বতুতার সফরনাম্বর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ তিনি করেননি। আর ইবনে বতুতার বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ তাকে, হয় ইংরেজি থেকে পাঠ করেছে নয়তো বঙ্গানুবাদের দারস্থ হয়েছে।

অথচ ইবনে বতুতা নিজেই বলছেন, আমার পূর্বে এখানে আমার স্বদেশী মাহমুদ আল মাসমুদী বসবাস করেছেন; বাংলায় আমার মনে হয়, তিনি স্বদেশীর কাছ থেকে বাংলার কথা শুনেই এখানে আসেন এবং শাহ জালাল র. এর সাথে সাক্ষাত করেন।

এইচ আর গিব বলেন, 'ইবনে বতুতার বিশ্ব সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বুজুর্গ-অলি আওলিয়ার সাথে সাক্ষাত করা।'

যারা আকস্মিক সফরের সুর তুলেছেন তাদের বক্তব্য সম্ভবত মালদ্বীপ সফরে যাবার সময়ে হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে তাদের সফর বাতিল হওয়া এবং এরপর বাংলায় সফর করা- এতটুকুই। অথচ এটা কোন ভিত্তি হতে পারে না। কারণ, তিনি বাঙাল মুলুকের সম্যক ধারণা নিয়েই এখানে এসেছিলেন। পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইবনে বতুতার জবানে সফরবৃত্তান্ত; আঞ্চলিক রাজনীতি

এবার ইবনে বতুতার জবানে শুনে নেয় তার বাঙাল মুলুক সফরের উদ্দেশ্য - 'চাটগাঁ আসলাম। সেখানের সুলতানকে আমি দেখি নাই। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতও হয় নাই। আমি জানতে পেরেছিলাম, এই সুলতান দিল্লির সম্রাটের সঙ্গে বিদ্রোহ করেছে। তাই, এখানে অবস্থানের পরিনতির চিন্তা করে আশংকা করি এবং দ্রুত আমি সেখান থেকে কামরুপ পাহাড়ের উদ্দেশে রওয়ানা করি। পাহাড়টি খুব দীর্ঘ।

চীনের সাথে গিয়ে মিলেছে এবং তিব্বতেও এর অংশ আছে, যেখানে মৃগনাভির সন্ধান পাওয়া যায়। কামরুপের মানুষগুলো দেখতে তুর্কিদের মতো হয়। এরা যাদুবিদ্যা জানে। এখানকার পুরুষদের গায়ে প্রচুর শক্তি। অন্যান্য স্থানের পুরুষদের তুলনায় দিগুণ। এই পাহাড়ের দিকে আমার রওয়ানার উদ্দেশ্য সেখানকার প্রখ্যাত পীর শেখ জালালুদ্দিন তিবরিজীর সাথে সাক্ষাত করা।

ওপরের বিবরণীতে ইবনে বতুতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, আঞ্চলিক রাজনীতিতে রাজদরবারের অবস্থান। সমাজিক অবস্থান। বিভিন্ন স্থানের রীতিনীতি, সাংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান।

কিন্তু তার এই ছোট্ট ধারা বর্ণনার যাত্রাপথের শেষ গন্তব্য, তিনি যাচ্ছিলেন শায়খ জালালুদ্দিন তিবরীজির সাথে সাক্ষাত করতে। আমার ধারণা, ইবনে বতুতার বাংলা সফর আরও দীর্ঘ হতো যদি না তিনি দিল্লির রাজদরবারের ভয় পেতেন।

কারণ, বাংলার সুলতান নিজেদের স্বাধীন ঘোষনা করে রাজনৈতিকভাবে সম্রাটের সাথে বিদ্রোহ করেছিল। তাছাড়া, ইতোপূর্বে তিনি দিল্লির রাজকীয় পদে চাকুরী করেছেন এবং পরবর্তীতে সম্রাটের রাজদূত হয়ে চীন সফরে গিয়েছেন। এটাই রাজনীতির দরদাম এবং নিরীহপন্থার সহজ নির্বাচন।

শ্রীহট্টে শাহ জালালের দরগায়!

শাহ জালালুদ্দিন র. এর স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে ইবনে বতুতা বলেন, আমরা কামারূপ পাহাড় পাড়ি দিয়ে আসি এক বুজুর্গ লোকের সাথে দেখা করতে। তিনি ছিলেন শেখ জালালুদ্দিন। আল্লাহ ওয়ালা, দরবেশ। তার অনুসারী নিয়ে তিনি গুহায় থাকতেন। দশ দিন পরপর নিজ গাই গরুর দুধ দিয়ে ইফতার করতেন। তার একমাত্র সম্পদ ছিল এই গাভী। সেখানকার লোকেরা তাকে অত্যন্ত সম্মান করত। হিন্দু মুসলিম সবাই তার কাছে হাদিয়া তোহফা নিয়ে আসত। এগুলো দিয়েই তার অনুসারীদের খাবারের প্রয়োজন মিটে যেত।

কিন্তু শাহজালাল (র.) দশদিন পরপর ইফতার করতেন। খাবার ছিল সেই গাভীর দুধ। তিনি প্রতিটি রাত-ই নামাজে কাটিয়ে দিতেন। হালকা-পাতলা গড়নের লম্বা দেহের মানুষ ছিলেন তিনি। পাহাড়ের লোকগুলো তার কাছে ইসলাম কবুল করায় তিনি সেখানেই থেকে যান।

ইবনে বতুতা বলেন, শেখ জালালুদ্দিনের অনেক কারামত ছিল।





আতিকুর রহমান সালুর বিবৃতি

অবিলম্বে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবী

নিউজার্সী: প্রবাসী কবি, লেখক, পরিবেশবীদ ও অ্যাক্টিভিষ্ট আতিকুর রহমান সালু সংবাদপত্রে প্রকাশনার্থে নিম্মোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন। শনিবার (২৭ নভেম্বর) প্রেরীত বিবৃতিতে তিনি বলেন-

'বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গুরুতর অসুস্থ্যতার সংবাদে দেশবাসীর সাথে আমিও যারপর নাই উদ্বিগ্ন। তাই সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে মানবিক কারণে তাঁকে অবিলম্বে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর জোর দাবী জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে যা যা করনীয় তা করার জন্যও সরকারের প্রতি একান্তভাবে অনুরোধ করছি। দেশ, জাতি, জনগণের স্বার্থেই এটা করা বাঞ্ছনীয় বলেও আমি মনে করি। এতে করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের ভাবমূর্তিই উজ্জ্বল হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালার কাছে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনা করছি।'



এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে চুড়ান্তভাবে বাংলাদেশের উত্তরণে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রেজুলেশন গ্রহণ

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) ক্যাটাগরি থেকে চুড়ান্তভাবে বাংলাদেশের উত্তরণের (Graduation) ঐতিহাসিক রেজুলেশন গৃহীত হলো। রেজুলেশনটি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে পরবর্তী ধাপে উত্তরণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল। এটি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় একটি যুগান্তকারী অর্জন যা এমন এক সময়ে অর্জিত হল যখন আমরা বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি।

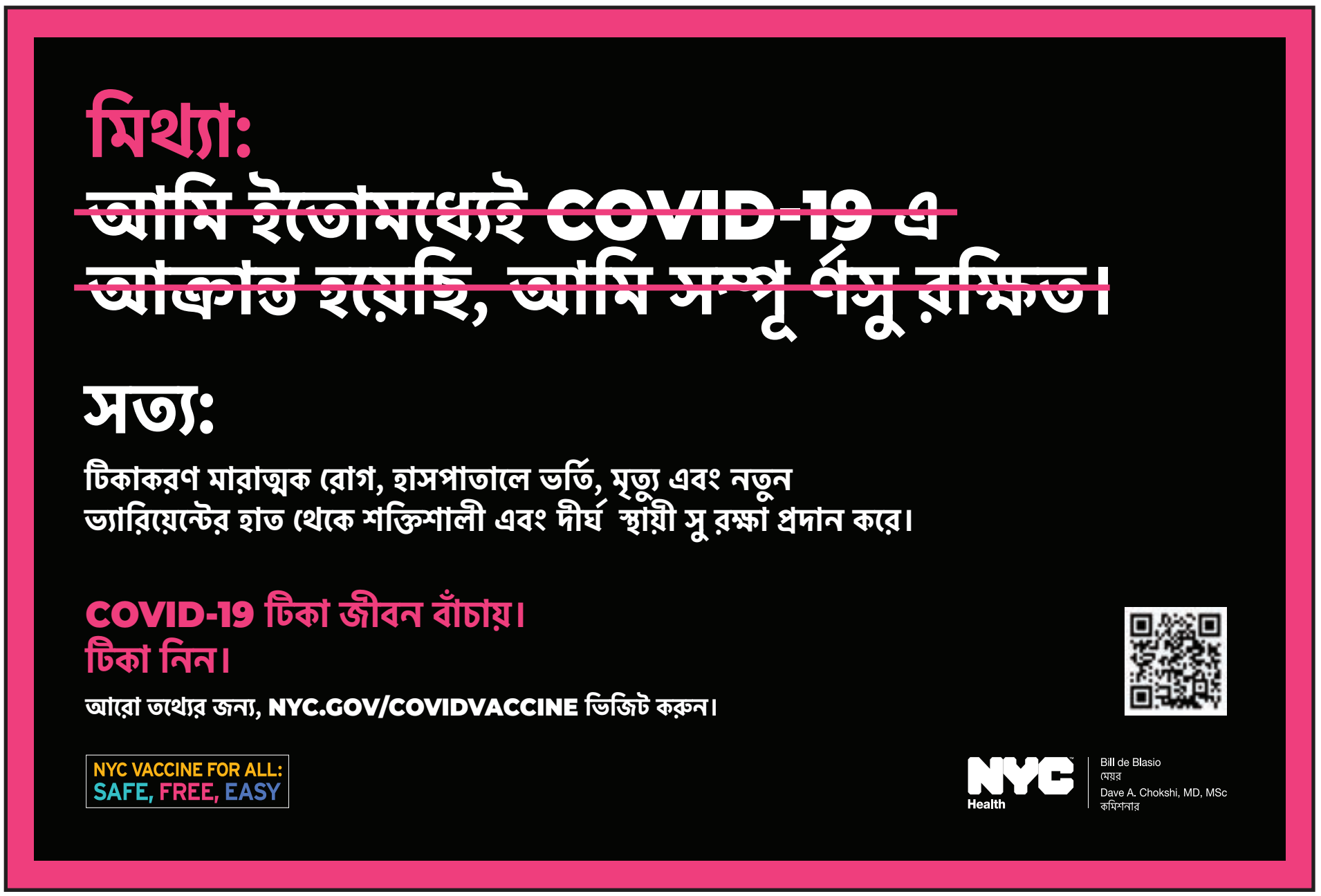
গত ২৪ নভেম্বর রেজুলেশনটি গৃহীত হবার পর বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য পপ্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি রেজুলেশনটি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌঁছাতে সহায়তার জন্য সকল সদস্য দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদারগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। কোভিড-১৯ অতিমারির ভয়াবহতম সময়েও সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তিনি বাংলাদেশের এই অদম্য অগ্রযাত্রায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যারফলে আজ রূপকল্প-২০২১ পূর্ণতা পেল।'

স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটেগরি থেকে উত্তরিত (স্নাতক) হওয়া কেবল সুনির্দিষ্ট একটি দেশেরই সাফল্য নয়, এটি জাতিসংঘের নেতৃত্বে বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বের শক্তির প্রমানও বটে মর্মে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, 'উত্তরণ কোনোভাবেই শাস্তি হতে পারেনা, এটি হতে পারে পুরস্কার"। এ প্রসঙ্গে তিনি এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে উত্তরিত ও উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর জন্য প্রণোদনা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহায়তা কাঠামো নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। উত্তরণ চ্যালেঞ্জের প্রতিটি দিক বিশেষ করে উত্তরণ পরবর্তী আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবস্থা, বাধাহীন উত্তরণ ও এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার উপযোগী এবং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য স্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরিরও আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

কাতারের দোহায় অনুষ্ঠেয় আসন্ন ৫ম জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সম্মেলন (এলডিসি-৫) এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, পরবর্তী দশকে এলডিসি'র দেশগুলোর জন্য একটি রূপান্তরধর্মী কর্মসূচী নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সম্মেলনটি উন্নয়ন সহযোগীদেরকে চমৎকার একটি সুযোগ এনে দিবে। দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (DPOA) স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উত্তরণের বিষয়টিকে এর অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০৩১ সালের মধ্যে যাতে আরও ১৫টি এলডিসিভুক্ত দেশকে উত্তরণের মানদন্ড পূরণে সক্ষম করে তোলা যায় খসড়া দোহা প্রোগ্রাম অব অ্যাকশনে সে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের সাফল্য নির্ভর করছে মূলত উন্নয়ন অংশীদারদের সংহতি ও বাড়তি সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতির উপর।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা ও কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি রর্বাট রে এলডিসি-৫ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক কমিটিতে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







সাহিত্য সাময়িকী

ডাক বাক্স
দিলারা হাফিজ

এতটা সময় চলে গেলো, বাকী কত?
জানা নেই তার কিছু, তবু আজো আমি
ফেরি করি, ফেরি করি শূন্যতার চিঠি
খুলনা শহর আজো রূপসার পারে
লাটিমের মতো ঘুরে বুকের গভীরে
ঘননীল রাঙা মেঘে রূপ তার খোলে,
গোলাপের মতো আজো দুরন্ত দুপুরে
টকটকে লাল ডাকবাক্স যায় খুলে;
সকল চিঠির গিরি-খাদ নেমে গেছে
এই পথে, শাল বনে, সবুজ সমুদ্রে
খুঁজে পাবে চিঠি তার লেফাফাবিহীন-
মিহিসুরে গায় গান প্রেমে ও প্রত্যয়ে
অনন্তের দুই পারে থাকে পরস্পর,
তবু তারা লেখে নাম এই যুগপথে ।

পোস্ট আফিসের লাল বাক্স বেজে যায়
গোলাপের মতো প্রেমময় নিরঙ্কুশ;
জনক-সমীপে লেখা বিয়ারিং চিঠি
শৈশবের স্রোতে ভাসা প্রথম বিস্ময় ।

জলের সোহাগ
রানাকুমার সিংহ

ঘুমঘোরে গোলাপ সম্ভোগ ছায়া ছায়া
জেগে থাকা প্রহর গোনে সৌম্য আবদার
অষ্টাদশীর হাতের রেখায় সুপ্ত দাবানল!

জমে থাকে ব্যবচ্ছেদের টুকরো অশেষ
স্বপ্রণোদিত শেকলে আটকায় হৃদয়ের পাখি ও পাখা
জলের সোহাগ চায় মথিত অনল!

তোমার দিকে
আবদুল বাতেন

যেমন যাত্রী দৌড়ায়, ছেড়ে যাওয়া ট্রেন-লঞ্চ বা বাস দেখে
ত্রাণ বিতরণে যেমন হামলে পড়ে দুঃস্থ-নিঃস্ব মানুষ
প্রাণান্ত ছুটছি আমিও তোমার দিকে, তোমাকে অধিকারের অভিপ্রায়ে
তুমি ঢেউ হয়ে দূরে দূরে যাও আরো
তুমি রোদ হয়ে সরে সরে যাও আরো
তোমাকে ধরবো ধরবো বলে ধরতে পারছি না ।

জননী যেমন দৌড়ে আসে, কেঁদে উঠা শিশু সন্তানকে দেখে
লাফিয়ে এসে মা ক্যাঙ্গারু
যেমন দ্রুত জড়িয়ে ধরে পড়ন্ত ছানাকে
ছুটছি আমরণ আমিও তোমার দিকে, তোমাকে ধরার প্রতিজ্ঞায়
তুমি মরুভূমিতে পিপাসার মতো বেড়ে যাও আরো
প্রতিক্ষণের ক্ষয়ে যাওয়া আয়ুর মতো ছেড়ে যাও আরো
আমার আর্তচিৎকার চোরাবালিতে মিশে মিশে যায়
পাহাড়ের পিঠে লেগে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে ফিরে আসে!

ভিন্ন বোধ যাপন
কাজী আতীক

তুমি বাজি রেখে বলেছিলে সেদিন- যে সূর্যটি গত হয়ে যায়,
সে আর ফেরে না কখনো- তাই প্রতি ভোরে এক নতুন সূর্যের উদয়,
কেমন যেনো বোকা বোকা ঠেকেছিলো তোমার কথাগুলো তখোন,
কেনোনা- আহ্নিক গতির সঠিক মানেটা জানি সম্পূর্ণ ভিন্ন,

তবে- আজ মনে হয় তোমার কথায় যুক্তি ছিলো অভাবনীয়,
কেনোনা- বস্তুগত তাৎপর্য আর ব্যক্তিগত উপলব্ধি
অবশ্যই ভিন্ন হতে পারে এবং ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক,

তাই আমার উপলব্ধিও তোমার মতোই এখোন, ভিন্ন মনন প্রাক্কলন,
যেমন- ভিন্ন প্রতিদিন, ভিন্ন অনুভব আর এক ভিন্ন বোধ যাপন ।

পরম্পরা
আবু আফজাল সালেহ

তোমার আঙুল আমার আঙুলে মিশে আছে ।

আঙুলের কলাগুলো তাদের নিজস্ব সংগীত
আমাদের হাড়ের চেয়েও পুরানো ।

প্রয়োজন পথ তৈরি করবেই
তোমার তৃষ্ণা নিভিয়ে দিতে পারে ঈশ্বরের আইন ।

তুমি ভুলে যাও কেন,
তোমার আঙুলে মিশে আছে আমার আঙুল!

বিবর্ণ গল্প
সফিকুজ্জামান

একটা বিবর্ণ গল্প
সমাপ্তির অন্ধকারে লুটিয়ে না পড়ে
যদি জোছনার নদী হয়ে ছুঁয়ে দিতো
প্রিয় মোহনার মুখ,সমুদ্র সঙ্গম;
পূর্ণিমার রাত জাগা সারি সারি ঢেউ
ভরা কোটালের ধ্রুপদী জীবন
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অপরূপ সুরে
বিবর্ণ গল্পটা হতো একটা সাগর উপন্যাস ।

কিন্তু প্রলম্বিত হয়ে ওঠে অন্ধকার রাত
গল্পের ধ্বংস স্তূপ থেকে জেগে ওঠে
এলিজি সুরের এক বাঁশি অনিবার;
সে সুরের মূর্চ্ছনায় আলো নিভে যায়
স্মিত হাসি মাখা লাল পাপড়ির দেহে
কোনো এক অজগতী রক্ত বন্যা ঢেউ ওঠে ।

নদীতে
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

নদীতে জোয়ার
গাভীর ওলানে দুধ
সময় দিলে আবার আসে ।
এইতো দেখলাম নদীর বুকে ভাটা
এই মাত্র শেষ হলো
গাভীর দোহন কার্য্য
জল দুধ- তারপরও তারপরও ।
স্রোতের নিশানে
সাগর থেকে
সময় দিলে ।
আমাদের সময় দিতে হয় স্বপ্নকে ।
স্বপ্নের কাছে যত দায়বদ্ধতা থাকে, আছে ।

দর্শনের দূরত্ব
হাসান নাজমুল

আয়নার দিকে তাকালেই
পুড়ে যাবে আয়নার দেহ;
তোমার দু'চোখ যেন মাউন্ট মেরাপি,
অন্তর ভিসুভিয়াস;
দহনের ভয়ে
আয়না-ই দ্যাখে না তোমাকে,
হৃদয়ের অন্তহীন রাস্তার মতন
দর্শনের দূরত্বও চলছে বেড়ে;
তোমার দু'চোখে
যেদিন চলবে বয়ে বরফের নদী,
সেদিন সমুদ্র-চোখে দেখবো তোমাকে ।

বদ্ধ দরজা
বিল্লাল মাহমুদ মানিক

দরজার চৌকাঠে এসে
বসে আছে একটি অচিনপাখি
ঠোঁটে তার রোদের ঝিলিক
পাখায় আগামীর স্বপ্ন মাখা ।

কঠিন সময়ের সীমানা পেরিয়ে
সে এসে শোনাচ্ছে আনন্দগান ।
মনে হয় দরজা খুলতেই
ঢুকে যাবে ঘরের ভিতরে
অথচ কিছুতেই দরজা খুলছে না ।
খিলটা আঁটকে গেছে খুবই শক্তভাবে
যা খুলতে খুলতেই হয়তো একদিন
কেয়ামত এসে যাবে,
তখন পাখি ও মৃত্যু একসাথে
প্রবেশ করবে ঘরের ভেতর ।



নতুন সিনেমায় মৌসুমী-ওমর সানী

বিনোদন ডেস্ক: মৌসুমী ও ওমর সানী জুটি হয়ে উপহার দিয়েছেন অনেক দর্শকপ্রিয় সিনেমা। আবার নতুন একটি সিনেমায় দেখা মিলবে তাদের। 'জাগরণ' নামের নতুন এ সিনেমায় অভিনয় করবেন তারা। এরই মধ্যে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ওমর সানী। সিনেমাটিতে একটি অতিথি চরিত্রে চূড়ান্ত হয়েছেন মৌসুমী। ছিটমহলকে কেন্দ্র করে নির্মীয়মাণ সিনেমাটি পরিচালনা করছেন জাহিদ হোসেন। ওমর সানী বলেন, বাংলাদেশ সরকারের বড় একটা বিজয় তিনবিঘা করিডোর। দীর্ঘদিনের এই ইস্যুটায় ভারতের সঙ্গে একটা সমাধানে পৌঁছেছে আমার দেশ।

সেই সময়ের প্রেক্ষাপট নিয়েই গল্পটি তৈরি হচ্ছে। মনের মতো একটি গল্পে কাজ করতে যাচ্ছি। সিনেমাটির চিত্রনাট্য লেখার কাজ চলছে। আগামী বছরের শুরুর দিকে শুটিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিনেমায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দু'জন নতুন ছেলেমেয়েকে নেয়া হবে। পরিচালক জাহিদ হোসেন বলেন, আমরা দ্রুত প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শেষ করছি। গাজী মাজহারুল আনোয়ার ভাই সিনেমার জন্য গান লিখছেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় ছিটমহলের সৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধের পরে আলোচনার মাধ্যমে ছিটমহল সমস্যার সুরাহার একটা চেষ্টা হয়েছিল। এক সময় ছিটমহলকে একশ্রেণির উগ্র মানুষ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা শুরু করে। সেখান থেকে তাদের স্বাধীন হওয়ার গল্প পর্দায় তুলে ধরা হবে বলে জানান পরিচালক জাহিদ হোসেন। তিনি আরও বলেন, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ছিটমহল ঘিরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অপরাধমূলক বিভিন্ন ঘটনা পর্দায় তুলে ধরা হবে। মানবিক এ গল্পে অতিথি চরিত্রে অভিনয় করবেন মৌসুমী। আমার সব সিনেমায় তিনি অভিনয় করেন। তিনি দেশের বাইরে আছেন। কিন্তু সিনেমাটি নিয়ে কথা হয়েছে। 'জাগরণ' সিনেমায় অতিথি চরিত্রে তিনি চূড়ান্ত হয়েছেন।

খুব ভালো সময় কাটছে -শাহনূর

বিনোদন ডেস্ক: অ্যাকশন কিং রুবেল তখন সিনেমার সুপারহিট হিরো। তার বিপরীতে কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন যে কোন নায়িকা। তার একমাত্র কারণ এ নায়কের বিপরীতে সুযোগ পাওয়া মানেই সিনেমায় নিজের জায়গা পোক্ত করা। রুবেলের 'জিদ্দী সন্তান' সিনেমাটি ২০০০ সালে মুক্তি পেলো। রূপালী পর্দায় দর্শক শাহনূর নামে নতুন এক নায়িকাকে দেখতে পেলেন। তার সৌভাগ্যই বলতে হবে, দর্শকরা প্রথম সিনেমাই গ্রহণ করলেন। ২০০০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সমানতালে এই অভিনেত্রী বড় পর্দায়, টেলিভিশনে অভিনয় করে চলেছেন। ফোবানা সম্মেলনেসহ বিভিন্ন শোতে অংশ নিতে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন শাহনুর। মুঠোফোনে মানবজমিনের সঙ্গে কথা হল তার। কেমন আছেন? সেখানে সময় কেমন কাটছে? শাহনূর বলেন, বেশ ভালো আছি। খুব ভালো সময় কাটছে। প্রতিবারই বাঙালী কমিউনিটির আমেরিকায় সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত ফোবানায় আমন্ত্রিত হই। এবারও তাদের আমন্ত্রণেই এসেছি। খুব ভালো শো হয়েছে। আমেরিকায়ও তো বোধহয় কাজ করা হলো বিজ্ঞাপনের? এ নায়িকা বলেন, হ্যাঁ। নতুন একটি টিভিসি করলাম এখানে। 'খলিল বিরিয়ানী' রেস্টুরেন্টের বিজ্ঞাপন। এটি বর্তমানে এখানে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার হচ্ছে। সিনেমার কি অবস্থা? শাহনূর বলেন, সিনেমার কাজ নিয়ে টানা ব্যস্ততা গেছে দেশে থাকতে। আমার অভিনীত বেশ কিছু সিনেমার কাজ রানিং রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে 'প্রেম প্রীতির বন্ধন', 'বেলা অবেলা' ও বসন্ত বিকেল'সহ কয়েকটি ছবি। এছাড়া সরকারি অনুদানের ছবি 'কাকতাড়ুয়া'তে কাজ করেছি ফারুক হোসেন পাঠানের পরিচালনায়। 'কে আমার শত্রু' ও কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র সিনেমায়ও কাজ করেছি। নায়ক মান্নার সঙ্গে আপনার একটি ছবিও তো আসছে? এ নায়িকা বলেন, প্রায় একযুগ পর সেন্সর পেয়েছে 'জীবন যন্ত্রণা' সিনেমাটি। এই সিনেমা এই জন্যই উল্লেখযোগ্য যে, প্রয়াত সুপার স্টার মান্না ভাইয়ের অভিনীত শেষ ছবি।



অচিরেই দর্শক তাদের প্রিয় অভিনেতা মান্নার অভিনয় উপভোগ করতে পারবেন। ছোটপর্দায় কাজের কি অবস্থা? শাহনূরের উত্তর- ছোট পর্দায় কাজ করেছি 'জমিদার বাড়ি' ও 'চিটাং' নাটকে। শাহনূর ২০০৩ সালে 'বউ শাশুড়ীর যুদ্ধ' সিনেমায় নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছেন। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে কাজ করছেন। এই পথচলাটা কেমন ছিলো? এ চিত্রনায়িকা বলেন, ভালো-খারাপ সব ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। তবে চলচ্চিত্র আমাকে অনেক দিয়েছে। মানুষের ভালোবাসা সেই শুরু থেকে এখনও পাচ্ছি। এর চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি নেই।

সন্তান দত্তক নিচ্ছেন স্বরা ভাস্কর

বিনোদন ডেস্ক: সন্তান দত্তক নিতে যাচ্ছেন বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। স্বরা জানান, দিওয়ালি উৎসবের দিন তিনি কাটিয়েছিলেন অ্যাডপশন সেন্টারের শিশুদের সঙ্গে। ইতোমধ্যে সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটির কাছে আবেদনও করেছেন দত্তক নিতে। ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকরে স্বরা বলেন, আমি সব সময় একটা পরিবার আর সন্তান চেয়ে এসেছি আর বুঝতে পেরেছি দত্তক নেয়ার মাধ্যমে আমার এ ইচ্ছা পূরণ সম্ভব। ভাগ্য ভালো আমাদের দেশে, রাজ্যে সিঙ্গেল নারীকে সন্তান দত্তক নেয়ার অধিকার দেয়া হয়। স্বরা জানান, সমস্ত পড়াশোনা, গবেষণার পর তিনি দত্তক নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে কথা নিজের বাবা-মাকে জানিয়েছেন। তারাও তার এ সিদ্ধান্ত খোলামনে গ্রহণ করেন।



অভিনেত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় দত্তক সম্পদ কর্তৃপক্ষের (সি-এআরএ) অপেক্ষমাণ মা-বাবার তালিকায় এখন আমিও আছি। জানি এই প্রক্রিয়ায় অনেকটা সময় লেগে যায়। দুই-তিন বছরও লেগে যায়, তবে মা হতে আমার যেন আর তর সইছে না। আগামীতে স্বরাকে দেখা যাবে লেসবিয়ান ভালোবাসার গল্পের স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র শের কোরমাতে। সেখানে তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন দিব্যা দত্ত, শাবানা আজমি।

মাহির ইচ্ছা পূরণ

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। গত সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। আর বিয়ের এক মাস পরই নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন এই নায়িকা। বলেছিলেন, স্বামীসহ ওমরাহ পালন করতে চান। অবশেষে মাহির সেই ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে। স্বামী রাকিব সরকারকে নিয়ে সৌদি আরবে ওমরাহ পালন করতে গেলেন মাহি। বুধবার একটি ফ্লাইটে ঢাকা ছাড়েন এই চিত্রনায়িকা। অন্তর্জালে সেই ছবি প্রকাশ করে মাহিয়া মাহি লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্, জীবনে প্রথমবার ওমরাহতে যাচ্ছি। এই অনুভূতি প্রকাশের নয়। রাকিব সরকার, তোমার জন্য অন্তর থেকে অনেক অনেক দোয়া। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ওমরাহ পালনের জন্য আগামী পনের দিন মাহি শুটিংয়ের শিডিউল ফাঁকা রেখেছেন। ওমরাহ থেকে ফিরে হাতে থাকা সিনেমার কাজে যোগ দেবেন। এ ব্যাপারে মাহি বলেন, ওমরাহের জন্য ১৫ দিনের ছুটি নিচ্ছি। আপাতত কোনো শিডিউল রাখছি না। এর আগে কখনো পবিত্র মক্কা শরীফে যাওয়া হয়নি। প্রথমবারের মতো যাচ্ছি, তাই অনুভূতিটা সত্যিই অন্যরকম। মাহিয়া মাহি সবশেষ 'ড্রাইভার' শিরোনামে একটি ওয়েব ফিল্মের শুটিং করেছেন। ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত এই ফিল্মে আরও অভিনয় করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম ও আমান রেজা। এ ছাড়া সম্প্রতি মাহি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন চয়নিকা চৌধুরীর 'অহংকারী বউ' শিরোনামের একটি সিনেমায়, যেখানে মাহির বিপরীতে অভিনয় করবেন ডি এ তায়েব। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর থেকে সিনেমাটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা।

ট্রেলারে 'লাল মোরগের ঝুঁটি'



বিনোদন ডেস্ক: ঘোষণাটা আগে থেকেই দিয়েছিলেন নির্মাতা নূরুল আলম আতিক। আজ ২৫ ফেব্রুয়ারি ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় প্রকাশ হলো আতিকের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'লাল মোরগের ঝুঁটি'র ট্রেলার। ২ মিনিট ২ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যর এই ট্রেলারটি নির্মাণ করেছেন, রাশিদ শরীফ শোয়েব। এর আগে ২০ নভেম্বর মুক্তি দেওয়া হয় সরকারি অনুদানের ছবিটির অ্যানিমেশন টিজার। শোয়েব বলেন,'স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা মুভিটা নিয়ে হাজির হচ্ছি। এটা একটা আনন্দের বিষয়। আর ১১ বছর পর আতিক ভাইয়ের মুভি দেখবো বড় পর্দয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সিনেমার ট্রেলারে সবকিছু বলে দেওয়ার পক্ষে না। তাই ট্রেলারটা সেইভাবে বানানো। যেহেতু আতিক ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের একটা জার্নি আছে মুভিটা নিয়ে তাই প্যানেলে বসে গেলাম। এভাবেই তৈরি হলো ট্রেলার।'

গত ৭ নভেম্বর ছবিটি সেন্সর ছাড়পত্র পায়।

১০ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি দেওয়ার প্রস্তুতি পর্বে আছেন নির্মাতা ও এ ছবির কলাকুশলীরা। চলছে প্রচার প্রচারণার কাজও। পাণ্ডুলিপি কারখানা প্রযোজিত ছবিটি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান পায়। ২০১৬ সালে শুটিং শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের গল্পের এই ছবির। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন, লায়লা হাসান, আহমেদ রুবেল, আশনা হাবিব ভাবনা, অশোক বেপারী, আশীষ খন্দকার, জয়রাজ, শিল্পী সরকার, ইলোরা গওহর, জ্যোতিকা জ্যোতি, দিলরুবা দোয়েল, স্বাগতা, শাহজাহান স্মাট, দীপক সুমন, খলিলুর রহমান কাদেরী, অনন্ত মুনির, সৈকত, যুবায়ের, আশেক-মাশেক, মতিউল আলম, হাসিমুনসহ কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল এবং গৌরীপুর এলাকার সাধারণ মানুষ।

ছবিটির প্রযোজক হিসেবে আছেন মাতিয়া বানু শুকু, চিত্রগ্রহণে সুমন সরকার, কাশেফ শাহবাজী, মাজাহারুল ইসলাম, সম্পাদনা সামির আহমেদ, শব্দে সুকান্ত মজুমদার, সংগীতে আছেন রাশিদ শরীফ শোয়েব, শিল্প নির্দেশনায় লিটন কর, ওয়াদুদ রেইনি, পোশাক পরিকল্পনায় শারমিন নাহার লাকী, আফরোজা, মৃন্ময়ী সরকার, রূপসজ্জায় মো. ফারুক, ফরহাদ রেজা মিলন।

হজরত শাহজালালের সঙ্গে দেখা করতে বাংলায় এসেছিলেন ইবনে বতুতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তৎকালীন বাঙলার আসাম ও সোনারগাঁওয়ে ইবনে বতুতার আগমন হয় ১৩৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে। ইবনে বতুতার বিশ্ব ভ্রমণের অনেকাংশ জুড়েই ছিল সুফি-ফকিরদের আলাপ-আলোচনা। তৎকালীন বাঙলা অঞ্চলেও তার সফরের মূলে ছিলেন একজন সুফি পীর। তিনি হচ্ছেন শাহজালাল র.। সে হিসেবে ইবনে বতুতার বাংলাদেশ ভ্রমণের উপাখ্যান মূলত শাহ জালাল র. এর-ই আলোচনা।

তবে বাদবাকি আলাপ-সালাপ ও বাংলার রাজনীতি নিয়ে ইবনে বতুতার সংক্ষিপ্ত ধারা বর্ণনা তার বিখ্যাত সফরনামা 'তুহফাতুন নাজ্জার ফি গারা-ইবিল আমসার, ওয়া আজা-ইবিল আসফার' গ্রন্থে বাদ যায়নি।

কারণ, দেশের সঙ্গে মানুষ ও শাসনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবেই এগুতে থাকে সবসময়। ইবনে খালদুন বলেন, বিশ্ববাসী জাতি ও জনগোষ্ঠী সমূহের অভ্যাস, অবস্থা ও ধর্মপালন চিরকাল এক অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয় ধারায় চলে না।

যেমন, ভূ-পৃষ্ঠ, সময়-কাল ও রাজ্য-সাম্রাজ্যের কোন স্থিতি নেই। এটাই মহান আল্লাহর নিয়ম। এই পরিবর্তনের বড় কারণ হচ্ছে, প্রত্যেক সমাজ ও জনগোষ্ঠীই কম-বেশি শাসক-প্রশাসক দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের অনুসরণে চলতে বাধ্য হয়।

ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায়। তাতে এই বিজ্ঞানসম্মত কথাটিরই যথার্থতা প্রমাণিত হয়– আন্নাসু আলা দিনি মুলুকিহিম 'জনগণ তাদের শাসক-প্রশাসকদের আদর্শ ও রীতি-নীতিই সাধারণভাবে মেনে চলে'।

সুতরাং ব্যাক্তিজীবনে রাজনীতির সরাসরি সম্পৃক্ততা কারও না থাকলেও রাজনীতি জনমানুষের কাছে অক্সিজেন-হাইড্রোজেনের মতো। হয়তো আপনি শ্বাস নেবার সময় বাতাস টের পাচ্ছেন কিংবা শ্বাস ফেলবার সময়।

বাংলার পথে

ইবনে বতুতা যখন শ্রীলঙ্কা থেকে অ্যাডামস্স পিক দেখে ফিরছেন তখন তাদের জাহাজ বাতাসের কবলে পড়ে। এরপর তারা মালাবার যান এবং সেখান থেকে ফেরার পথে ডাকু দলের খপ্পরে পড়েন। সঙ্গে থাকা সব কিছু রেখে দেয় ডাকাত দল। নামিয়ে দেয় উপকূলে।

ইবনে বতুতা বলেন, 'শুধু সালোয়ারটা গায়ে রেখেছে ওরা!' এরপর কোনমতে কালিকট যান। সেখানে কিছুদিন থেকে এরপর মালদ্বীপে তার পুত্রশিশুকে দেখতে শ্বশুরালয়ে যান। অতঃপর জাহাজে করে রওয়ানা হোন বাঙাল মুলুকের উদ্দেশ্যে।

যাবেন প্রখ্যাত এক বুজুর্গের সাক্ষাতে। প্রায় পয়তাল্লিশ দিন পর তারা চাটগাঁ (চট্টগ্রাম) বন্দরে নোঙর করেন।

ইবনে বতুতা বাঙাল মুলুকের স্মৃতিচারণ করতপ গিয়ে বলেন- 'আমরা চাটগাঁ নামলাম, বিশাল এক শহর। গঙ্গা এবং যমুনার মোহনা সাগরে এসে নেমে গেছে এখানে। এখানকার নদীতে যুদ্ধজাহাজ আছে অনেক। লৌখনৌতির সঙ্গে এদের যুদ্ধ হয়। এখানে চালের মূল্য খুব সস্তা। কিন্তু এই অঞ্চল অন্ধকার।

খোরাসানে প্রবাদ আছে, 'দোজখত্ পুর হিমাত; নেয়ামতে ভরপুর এক দোজখ।' হয়তো তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতা বুঝাতেও অন্ধকার বলেছেন। কিংবা এত সুন্দর এক দেশে অথচ রাজনৈতিক কারণে থাকতে পারছেন না তিনি!

বাংলার অর্থনীতি-ই এর সর্বনাশ!

তিনি এখানকার জিনিসপত্রের একটা তুলনামূলক দাম উল্লেখ করেছেন। এক কথায় এখানকার জিনিসপত্রের সস্তা মূল্য দেখে তিনি পুরোই অবাক বিস্মিত ছিলেন।

তিনি বলেন, 'তবুও নাকি এই দাম তাদের নিকট অনেক বেশি!' সফরনামার আধা পৃষ্ঠা জুড়ে শুধুই জিনিসপত্রের দাম তুলে ধরেছেন। তার কাছে বিষয়টা যতটা আনন্দদায়ক ছিল, আমাদের মতো ইতিহাসের পাঠকদের জন্য ঠিক ততটাই বজ্রাঘাত ছিল শান্তিপূর্ণ জীবন ধারণকারী মানুষগুলোর কথা চিন্তা করে।

কারণ, কিছু কিছু গবেষকের মতে, ইবনে বতুতার বই আরবী থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ হবার পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সূত্রপাত ঘটে এই উপমহাদেশে। যদিও আগমনের ধারাবাহিকতায় ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ফ্রান্সের বণিকদের আগমন ইংরেজদের আগেই হয়। আর আরব বণিকদের যাত্রার কথা তো সুপ্রাচীন। কিন্তু তাদের মনে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মানসিকতা ছিল না।

তিনি আকস্মিক বাংলায় আসেননি

ইবনে বতুতার বাঙাল মুলুকের সফরের ব্যাপারে অনেকের ধারণা, নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আকস্মিক তিনি বাংলায় এসেছেন। এমন ধারণা ভুল, এইচ আর গিব এখানে সফল। (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

MW
জ্যামাইকায়
Grand Opening
বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
MY SECOND WIFE
Steaks & Kabab palace
100% zabiha Halal
169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com
-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-
* Afghan Kabab
* Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
* Chicken Kadai
* Chicken Tikka Masala
* Butter Chicken
* Chapli Kabab
* Iranian Beef Kabab
* Steaks
* We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.
Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99
বিশেষ আয়োজনে:.....
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- Mohammed
For Catering Call- 917-497-0774

ঘরে বসেই কোভিডের টিকা পাবার সুযোগ!

কোনও খরচ ছাড়ায় স্বাস্থ্য পেশাজীবীরা আপানার বাসায় এসে আপনি সহ ও আপনার পরিবারের সবাইকে টিকাদান করতে পারবে।
প্রথম ডোজের টিকা নিলে $100 ডলার পাবেন।
বিনা খরচে এবং কোনও স্বাস্থ্যবিমার প্রয়োজন নেই।
মিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনকিছু যাচাই করা হবে না।
NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY
877-829-4692 নম্বরে বা NYC.gov/homevaccine এ আরও জানুন।
NYC

হজরত শাহজালালের সঙ্গে দেখা করতে

(২২ পাতার পর)

তার এক শাগরেদ আমাকে শুনিয়েছে, মৃত্যুর আগের দিন তিনি বললেন, আগামীকাল আমি তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাব। আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। পরদিন জোহরের নামাজের শেষ রাকাতের সেজদায় ইন্তেকাল করেন তিনি। তার হুজরাখানার দক্ষিণ পাশে একটি খননকৃত কবর পাওয়া যায়, পাশে কাফনের কাপড়। শাগরেদরা সেখানেই তার কাফন-দাফন ও জানাজা করেন।

আরেকটি কারামতের কথা উল্লেখ করেন ইবনে বতুতা, তখনও শেখ জালালুদ্দিন এর দরগা থেকে আমার অবস্থান দুইদিনের পায়ে হাঁটা পথ। পথে তার চার শাগরেদের সাথে আমার সাক্ষাত।

তারা বলল, শায়েখ তার নিকট উপস্থিত ভিক্ষুদের বলেছেন, মরক্কোর এক লোক আসছে। তোমরা ইসতেকবাল করে তাকে নিয়ে আসো। এই উদ্দেশ্যেই এই চারজন এসেছে। তাদের সাথে শায়েখের দরগায় গেলাম। গুহার বাহিরে ছাওনি করা। আশপাশে কোন ঘর নেই। এলাকার লোকেরা তার কাছে আসত। কি মুসলিম কি কাফির; সবাই আসত। হাদিয়া তোহফা যা আসত সবগুলোই ব্যায় হতো ভিক্ষু ও আগন্তুকদের জন্য। শায়েখ তার গাভীর দুধ খেয়েই জীবনধারণ করতেন।

আমি তার নিকট গেলে তিনিই উঠে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং দেশবিদেশের অবস্থা ও সফরের হালহকিকত জিজ্ঞেস করলেন। সবকিছু বলার পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি আরবের মুসাফির। তখন তার সঙ্গীরা বলল, আজমেরও মুসাফির। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আজমেরও মুসাফির।

এরপর তিনি শাগরেদদের বললেন, যাও, তার মেহমানদারি করাও। তারা আমার তিনদিন মেহমানদারি করায়।

ওপরের দুই কারামতের আলোচনা করে তৃতীয় আরেকটি কারামতের কথা বলেন ইবনে বতুতা। যেখানে এক ঘটনার মাঝে কয়েকটি কারামতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং সবগুলোই ইবনে বতুতার সাথে সংশিষ্ট।

ইবনে বতুতা বলেন, চীনে শায়খ জালালুদ্দিনের বন্ধু শায়খ বুরহানুদ্দিন সাগরিজ্জির সাথে সাক্ষাতকালে তাকে শায়খ জালালুদ্দিন এর কারামতের কথা বললে তিনি বলেন, আমার ভাই জালালুদ্দিন এরচেয়ে বড় কিছু। এরপর তিনি আমাকে শুনিয়েছেন, আমার কাছে খবর এসেছে, জালালুদ্দিন প্রতিদিন ফজরের নামাজ বায়তুল্লাহ শরিফে আদায় করতেন এবং প্রতি বছর-ই হজ্জ করতেন। আরাফার দিবসে এবং কোরবানির দিন তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

শায়খ জালালুদ্দিনের জন্মস্থান ছিল ইয়েমেনের কোনিয়া শহরে। এজন্য তাকে শাহজালাল ইয়ামানী বলে ডাকেন। এটাই প্রসিদ্ধ। তবে কেউ কেউ তাকে তুরস্কের কোনিয়া প্রবাসী হিসেবে ধারণা করেন। যার আরেক নাম তিবরিজ। সেজন্য ইবনে বতুতা-ও তাকে তিবরিজি বলে পরিচয় দিয়েছেন। শায়খ জালালুদ্দিন এর মৃত্যু ১৩৪৭ সনে হয়েছিল।

ইবনে বতুতা বলেন, এক বছর পর চীনে থাকাকালীন সময়ে আমি তার মৃত্যু সংবাদ পাই।

সোনারগাঁওয়ের পথে ইবনে বতুতা; এক দরগা থেকে আরেক দরগায়!

শাহ জালাল র. এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকাযোগে তারা রওনা হোন সোনারগাঁওয়ের পথে। টানা পনেরদিন চলার পরে সোনারগাঁও এসে পৌঁছান তারা। সুরমা নদীর নীল টলমলে পানি ও এর দুই পাশের সজ্জিত বাগান, পানি তোলার চরকা ও গ্রাম দেখে মুগ্ধ হন ইবনে বতুতা। মিশরের নীল নদের সাথে এর তুলনা করেন তিনি। বলেন, এই নদী ধরে বঙদেশ ও লখনৌতি যাওয়া যায়। নদীর দুধারের অধিবাসীরা কাফের। মুসলিম শাসককে কর দিয়ে বসবাস করে তারা।

নদীর দুধারের অপরূপ সুন্দর গ্রাম ও বাগানের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছিল বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। নদীতে অনেক নৌযান। নদী পারাপারের জন্য সুফি-দরবেশদের থেকে কোন ভাড়া নেয়া হয় না। সুলতান ফখরুদ্দিনের আদেশ এটা। বরং যার পাথেয় নেই তাকে পাথেয় জোগাড় করে দেবার নির্দেশ আছে তার থেকে। আর যখন সুফি-দরবেশ শহরে পৌঁছায় তাকে অর্ধ দিরহাম প্রদান করা হয়। পনেরো দিনের সফর শেষে আমরা সোনারগাঁও পৌঁছলাম।

এরপর ইবনে বতুতা সেখানে কী করেছেন তার উল্লেখ আমার কাছে রিহল্লার যতগুলো কপি আছে তাতে কিছুই পাইনি। তিনি বলেন, আমরা একটি জাঙ্ক দেখলাম। জাভ্বয় রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাতে চড়ে আমরা সে উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

সোনারগাঁও ইবনে বতুতা কেন এসেছিলেন তার উল্লেখ স্পষ্টভাবে ইতিহাসে পাওয়া মুশকিল। তবে ধারণা করা হয়, বুজুর্গদের প্রতি তার আসক্তি তাকে এখানে টেনে এনেছিল।

কারণ, ইবনে বতুতা এখানে আসার প্রায় অর্ধ শতক আগে সোনারগাঁওয়ে ছিলেন উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের প্রথম মুহাদ্দিস শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা র.। ১৩০০ সনে তার ইন্তেকাল হয়। আর ইবনে বতুতা বাংলা সফর করেন ১৩৪৫-৪৬ সনে।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাজার শরীফ বর্তমানে নারায়নগঞ্জের মোগড়াপাড়া। ইব্রাহিম দানিশমান্দ এর মাজারও সেখানেই আছে।

ইবনে বতুতার সোনারগাঁও সফরকালে বাঙলার তৎকালীন সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দিন। তিনি শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার-ই কোন শাগরেদ বা শাগরেদের শাগরেদ হবেন হয়তো!

সুফিদের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা-ই প্রকাশ করে এসব বুজুর্গের কতটা প্রভাব ছিল সুলতানের মাঝে। শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (র.) হাদিসের পাশাপাশি অধিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, (বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন





বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিরলস কাজ করার অঙ্গীকারকে

লাতিন আমেরিকায় প্রথমবার বৃহৎ পরিসরে সশস্ত্রবাহিনী দিবস উদযাপিত



ব্রাসিলিয়া (ব্রাজিল): বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিরলস কাজ করার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে লাতিন আমেরিকার মাটিতে গত ২৬ নভেম্বর প্রথমবার ব্রাসিলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বৃহৎ পরিসরে ৫০তম সশস্ত্রবাহিনী দিবস-২০২১ আয়োজন করে।

২০২০ সালে বাংলাদেশ দূতাবাস সশস্ত্রবাহিনী দিবস উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রাজিলসহ বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস মহামারি ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়ায় ঘরোয়াভাবে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিবসটি পালিত হয়। এ বছর ব্রাজিলে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হওয়ায় ব্রাসিলিয়ার ক্লাব নাভাল-এ ৫০তম সশস্ত্রবাহিনী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়।

বর্ণিল এ অনুষ্ঠানে ব্রাজিলে নিযুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রদূত এবং কূটনৈতিকবৃন্দ, ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উর্দ্ধতন কর্মকর্তা, ব্রাজিলে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের সামরিক/প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এবং ব্রাজিলের সশস্ত্রবাহিনী তথা তিন বাহিনীতে কর্মরত উর্দ্ধতন সেনা, নৌ ও বিমান কর্মকর্তাগণ অংশগহণ করেন। ব্রাজিলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্রাসিলিয়াস্থ থিঙ্কট্যাংক-এর সদস্য এবং ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যমের সদস্য।

বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রতিরক্ষা সদও দপ্তর থেকে পাওয়া সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে নির্মিত বিশেষ প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কমডোর সৈয়দ মিসবাহউদ্দিন আহমদ তাঁর স্বাগত বক্তব্যে সশস্ত্রবাহিনী দিবসের ইতিহাস, তাৎপর্য, সশস্ত্রবাহিনীর উন্নয়ন এবং সাফল্যসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা তার বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে নতুন করে সশস্ত্রবাহিনী পুনর্গঠন ও উন্মেষ এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন ও উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকগুলো তুলে ধরেন। একইসঙ্গে তিনি উপস্থিত বিদেশি অতিথিদের সামনে বাংলাদেশ সরকারের চলমান সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির হালনাগাদও উপস্থাপন করেন। রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে নিযুক্ত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাফল্যগাথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় অবিচল থেকে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকারকে প্রতিধ্বনিত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষদিকে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হজরত শাহজালালের সঙ্গে দেখা করতে

(২৯ পাতার পর)

তর্কশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উপর পাঠদান করতেন।

তার ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার। তার ছাত্ররা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ছিলেন। কিংবা তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় যুক্ত হতেন। পনেরো শতাব্দীতে আবিষ্কৃত এক শিলালিপিতে সোনারগাঁওর কিছু সরকারি আমলার নাম পাওয়া যায়, যাদের নামের শুরুতে ছিল মুহাদ্দিস্থ শব্দ।

কথিত কথা'র আলাপন

ইবনে বতুতার সফরনামার সূত্রে আবুল হাসান আলী নদভী মুহাদ্দিস শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার কথা উল্লেখ করেছেন। হয়তো উল্লিখিত বিষয়সহ ইবনে বতুতার সফরনামার এমন কোন এক কপি তিনি পেয়েছেন, যা আমাদের হস্তগত হয়নি।

শেষ কথা

ইবনে বতুতার চোখে 'প্রাচুর্যে ভরপুর এক দোজখ' এই বাংলা। সব আছে তবুও অন্ধকার। হয়তো এমন মন্তব্য নিজের অসহায়ত্বের দিকে তাকিয়ে তিনি করেছেন। যেহেতু দিল্লির রোষানলে পড়তে পারেন তাই এত নিয়ামত থাকতেও ভোগ করার সুযোগ কই তার! ফলে আমরাও অনেক তথ্য-ই পাইনি তার থেকে। তিনি এই অঞ্চলকে দেখেছেন, সমৃদ্ধশালী। উর্বর। জীবাশ্মে ভরপুর।

এখানকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষগুলোর সহাবস্থানও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন জ্ঞানীর প্রতি রাষ্ট্রের কদর ও আদর যত্ন। তার সমাজবিজ্ঞানী চোখ একটু একটু করে খুট খুট করে সবই বলে দিয়েছে। সংক্ষেপে বিস্তারিতভাবে।

সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মানে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে আমাদের উচিত শক্তির উৎস সমূহ খুঁজে বের করা। হতাশার কিছু নেই, পৃথিবী সম্ভাবনাময় জগত। নতুবা পূর্ব পুরুষের মতো আরও দীর্ঘকাল আমরাও প্রাচুর্যে ভরপুর দোজখেই বসবাস করতে থাকব!

তথ্য সূত্র:

তুহফাতুন নাজ্জার ফি গারাইবিল আমার ওয়া আজাইবিল আসফার- ইবনে বতুতা
ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা(সংক্ষিপ্ত বাংলা) - এইচ এ আর গিব
শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা, উপমহাদেশের প্রথম মুহাদ্দিস- মওলবি আশরাফ
বাংলাপিডিয়া
উইকিপিডিয়া
ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত কিছু প্রবন্ধ
ইসলামের ইতিহাস দর্শন- মাও. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম

রিও অলিম্পিক প্রধানের ৩০ বছরের জেল

স্পোর্টস ডেস্ক: ২০১৬ অলিম্পিক আয়োজনে ভোট কেনার অভিযোগে ৩০ বছর ১১ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে রিও অলিম্পিক প্রধান কার্লোস আর্থার নুজমানকে। গত ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এই রায় প্রকাশ করেন বিচারক মার্সেলো ব্রেতাস। শুধু ভোট কেনাই নয় ৭৯ বছর বয়সী নুজমানের ওপর দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং, অপরাধ সংগঠন ও কর ফাঁকির অভিযোগও আছে। সবগুলো অভিযোগেই দোষী প্রমাণিত হয়েছেন তিনি। অবশ্য আপিল করার আগ পর্যন্ত জেলে যেতে হচ্ছে না থাকে। এই বিষয় নুজমান বা তার আইনজীবী কোনো কথা বলেননি।

নুজমান ছাড়াও কারাদন্ড দেয়া হয়েছে রিওর সাবেক গভর্নর সার্জিও কাব্রাল, রিও অলিম্পিক কমিটির ডিরেক্টর জেনারেল অফ অপারেশন আর্থুর সোয়ারেস ও লিওনার্দো গ্রাইনার। তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, এই তিনজন আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট লামিন দিয়াক ও তার ছেলেকে ঘুষ দিয়েছিলেন ভোটের জন্য। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে নিয়ে গত বছর থেকে ফ্রেঞ্চ কোর্টের দেওয়া রায়ে জেলের সাজা খাটছেন দিয়াক ও তার ছেলে।

এদিকে কাব্রাল বিভিন্ন মামলায় ২০১৬ থেকেই আছেন জেলে। ২০০৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলের রাজধানী রিওর গভর্নর ছিলেন। দুই বছর আগে বিচারক ব্রেতাসকে কাব্রাল জানান আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভায় ভোট কেনার জন্য প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার ঘুষ দেন তিনি।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
বেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49/lb
লাইভ বাকেলো $3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99/lb
দেশী রুই $1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49/lb
Porgy $1.49/lb
শাইড কাটকিস, স্নাপমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, ফ্লেউন্ডার, ব্রিম, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেগুলার বাসমতি রাইস $17.99
আমিলা বাসমতি রাইস $17.99
আমিলা পারবয়েলড রাইস $9.99
ডোলার বাসমতি রাইস $18.99
সাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুপারকেনা বাসমতি রাইস $12.99
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রো ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকেজি, শ্বাইরোমেট্রি, স্প্রোমেট্রি, টিবি টেষ্ট, কাল ভূটা করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য ল্যসফ্রেড মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F টেন 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অফিস খোলার সময়সূচী
২৮-৫৭ ব্রডওয়ে, ব্রডওয়ে, অষ্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক ১১১০২
ফোন: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মেয়েরা

স্পোর্টস ডেস্ক: করোনাভাইরাস মহামারির কারণে নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব বাতিল হয়েছে। আর তাতেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের। প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠলেন জাহানার-সালমারা। শনিবার (২৭ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে বাছাই পার্বের খেলা বাতিল ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। দক্ষিণ আফ্রিকা করোনার নতুন একটি ভার্সন ধরা পরায় বাছাই পর্বের খেলা বাতিল হয়।

খবরে বলা হয়, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে করোনার নতুন একটি প্রজাতির উপস্থিতি ব্যাপক হারে ধরা পড়ায় বিভিন্ন দেশের সাথে আফ্রিকার যাতায়াতে দেওয়া হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। নয়টি দলকে নিয়ে হারারেতে চলছিল বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব, যেখান থেকে মূল পর্বে জায়গা করে নিত তিনটি দল। করোনার কারণে বাছাইপর্ব পন্ড হওয়ায় আইসিসি তিনটি দল হিসেবে বেছে নিয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। টুর্নামেন্টের প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী এগিয়ে থাকা তিনটি দলকেই বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট দেওয়া হয়েছে।

টুর্নামেন্টের টার্ম কন্ডিশন অনুসারে প্রতিযোগিতা বাতিল হওয়ায় র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেল বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী ক্রিকেট দল। আগামী বছরের ৪ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডে বিশ্বকাপের মূলপর্বের খেলাগুলো হবে। বিশ্বকাপের স্বাগতিক হিসেব সরাসরি মূলপর্বে খেলবে নিউজিল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল। এতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়াও অংশ নেবে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও ভারত।

উল্লেখ্য, জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের প্রথম দুই খেলায় পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে উড়ন্ত সূচনা করেছিলো বাংলাদেশের নারীরা। যদিও শেষ ম্যাচে খর্ব শক্তির থাইল্যান্ডের কাছে হেরে যায় নিগার সুলতানার দল।

ভক্তদের হৃদয়ের বেদিতে মূর্ত ম্যারাডোনা



স্পোর্টস ডেস্ক: মৃত্যুর মতো অমোঘ সত্য-কারও জন্য কিছু থেমে থাকে না। দিয়েগো ম্যারাডোনা বিহীন পৃথিবীতে ফুটবল চলছে আগের মতোই। তবে খেলাটির সর্বকালের অন্যতম সেরা দূতকে ভুলে যাননি তার ভক্তরা। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অন্যলোকে পাড়ি জমানো আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ছিলো ২৫ নভেম্বর। ম্যারাডোনার মহাপ্রয়াণের প্রথম বর্ষপূর্তির দিনে শোক নয়, ভালোবাসার মশাল জ্বেলে শ্রদ্ধা-তর্পণে মুখরিত হয় ফুটবল বিশ্ব। লা পাজ থেকে বুয়েনস আয়ার্স, বার্সেলোনা থেকে নেপলস-সবখানেই চলে ম্যারাডোনার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি। দেওয়ালচিত্রে ভাস্কর্যে, ব্যানারে, ট্যাটুতে ভক্তদের হৃদয়ের বেদিতে-সবখানেই মূর্ত ম্যরাডোনা। '৮৬ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহানায়ক তার মহামহিম ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা কাটিয়েছেন ইতালির ক্লাব নাপোলিতে। ক্লাবটি যে শহরে সেই নেপলসের মানুষের কাছে আজও ফুটবলের শেষ কথা ম্যারাডোনা। গত বছর তার নামে নিজেদের স্টেডিয়ামের নতুন নাম করেছে নাপোলি। আজ সেই দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা স্টেডিয়ামের সামনে ম্যারাডোনার ব্রোঞ্জের মূর্তি উন্মোচন করা হবে। তার স্মৃতিধন্য আরেক ক্লাব বোকা জুনিয়র্সও নানা আয়োজনে স্মরণ করে ম্যারাডোনাকে।

পাড় ভক্তরা তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে রাখলেও সবার কাছে ম্যারাডোনা দেবতা নন। সম্প্রতি এক কিউবান নারী যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন প্রয়াত এই কিংবদন্তির বিরুদ্ধে। ম্যারাডোনার পরিবারের জন্য যা ভীষণ অস্বস্তিকর। তবে এটা নতুন কিছু নয়। ম্যারাডোনা মানেই তো আবেগ আর বির্তক!

স্ত্রী অবসর নিয়ে ভাবলেও ভাবছেন না স্বামী



স্পোর্টস ডেস্ক: নব্বইয়ের দশক থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন শোয়েব মালিক। পাকিস্তানের এই 'বুড়ো' ক্রিকেটারের কাগজে কলমে বয়স ৪০ ছুঁই ছুঁই। বাস্তবে হয়তো বয়স আরও বেশি হতে পারে। এ বয়সেও দাপটের সঙ্গে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলে যাচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক।

অনেকেই মনে করেছেন সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন পাকিস্তানের সাবেক দুই অধিনায়ক শোয়েব মালিক ও মোহাম্মদ হাফিজ। কিন্তু বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেও অবসরের ঘোষণা দেননি তারা। বিশ্বকাপ শেষে পাকিস্তান দল বাংলাদেশ সফরে এলেও ব্যক্তিগত কারণে ঢাকায় আসেননি মোহাম্মদ হাফিজ। এসেছেন শোয়েব মালিক।

শোয়েব মালিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে চিন্তা না করলেও তার ভারতীয় স্ত্রী সানিয়া মির্জা কিন্তু টেনিস থেকে অবসরের কথা ভাবছেন। করাচিতে মালিকের সুগন্ধী ব্র্যান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অবসরের বিষয়ে কথা বলেছেন সানিয়া মির্জা। তিনি বলেন, অবসরের আগে আমি আরও দুইটি গ্র্যান্ড স্লাম জিততে চাই।

৪০ ছুঁই ছুঁই শোয়েব মালিক নিজের অবসর প্রসঙ্গ বলেন, আমি অবসর নিয়ে একদমই ভাবছি না। এটি আমার একার সিদ্ধান্ত নয়। আমি বাবরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। সে জানিয়েছে দলের নতুন খেলোয়াড় তৈরি করতে আমাকে দরকার।

তিনি চলে গেছেন কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে গতকালের ঘটনা: মেসি



স্পোর্টস ডেস্ক: আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ম্যারাডোনার মৃত্যুর খবরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন লিওনেল মেসি। এতটাই কষ্ট পেয়েছিলেন যে, নির্বাক ছিলেন অনেকটা সময়। শোকজ্ঞাপন করতেও অনেক সময় নিয়েছিলেন। পরের ম্যাচেই সাবেক ক্লাব বার্সেলোনার হয়ে গোল করার পর দেখিয়েছিলেন নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজের ১০ নম্বর জার্সি পরে ম্যারাডোনার প্রতি সম্মান জানান মেসি। এরই মধ্যে এক বছর হয়ে গেল পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন কিংবদন্তি দিয়েগো।

বৃহস্পতিবার ছিল ম্যারাডোনার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন স্বদেশি কিংবদন্তির স্মৃতিচারণে শোকে কাতর হয়ে পড়েন মেসি। স্পেনের এক সংবাদপত্রে ম্যারাডোনাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন মেসি।

বললেন, 'মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের ব্যাপার। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর এক বছর কেটে গেল, এটা ভাবলেই অবিশ্বাস্য লাগছে। তাকে ছাড়াই আর্জেন্টিনা এত বছর পর কোপা আমেরিকায় চ্যাম্পিয়ন হলো।'

মেসি আরো বলেন, 'এখনো মাঝে মাঝে মনে হয়, কদিন বাদেই তাকে টিভিতে দেখতে পাব। হয়তো কোনো সাক্ষাৎকারে বা কোনো বিষয়ে নিজের মতামত দিচ্ছেন। অনেকদিন হয়ে গেল উনি চলে গেছেন। কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে গতকালের ঘটনা। আমাদের সব স্মৃতি সারা জীবন মনে রাখব। আমি ভাগ্যবান যে, তার সঙ্গে এত স্মৃতি আমার।'





ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি'র নতুন কমিটি

(শেষের পাতার পর)

জাকির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি'র নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই অনুমোদন দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এই কমিটির অপর কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- শাহাদৎ এইচ সোহরাওয়ার্দি, কাজী এম রহমান ও মজনু মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- তৌহিদুল ইসলাম তুহিন ও সৈয়দ সালেহ মনসুর পরশ, সাংগঠনিক সম্পাদক- দেওয়ান মঈনউদ্দিন বিপ্লব এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুক্তাদির। এই ৯ কর্মকর্তা ৫১ সদস্যের কমিটির অপর কর্মকর্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করবেন।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিয়ে দেন-দরবার চলছিল। বিএনপির হাই কমান্ড গভীর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপির নতুন সভাপতি হাফিজ খান সোহায়েল এবং সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে মানবিক কারণে অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়াকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিয়ে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।

আরো উল্লেখ্য, বিগত ১০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি ভেঙ্গে দেয়ার পর এখন পর্যন্ত নতুন কমিটির অনুমোদন আসেনি হাই কমান্ড থেকে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে বিভেদ-বিভক্তি বেড়েই চলেছে।

দয়া-মায়া কি সমাজ থেকে উঠেই গেলো?

(শেষের পাতার পর)

হলো, দয়া-মায়া। এক সময় মানুষ মানুষকে এতটাই ভালবাসতো যে, মনে হতো তাদের মধ্যে যেনো আত্মীয়তা হেনো। কি মধুর প্রীতিকর সম্পর্ক। কিন্তু এখন আর কেউ কারোর খোঁজ-খবর রাখে না। অথচ আল কুরআন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নায় এই শব্দটির ব্যাপারে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে কুরআনের আয়াতগুলো ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করুন।

রহম বা দয়া মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দয়া বিবর্জিত হৃদয় সাধারণত উৎপীড়ক ও অত্যাচারী হয়ে থাকে। দয়াদ্র হৃদয় মহান দয়ালুরই করুণার দান। যার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেগ হয়না মনে করতে অবশ্যই দয়ার আধার মহা মহিম রহিম ও রাহমানের দয়া থেকে সে বঞ্চিত আছে। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"যে ব্যক্তি মানুষের ওপর দয়া করে না আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিও রহমত বর্ষণ করেন না। (বুখারী) অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কঠিণ হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ নৈকট্য থেকে দুরে অবস্থান করবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠিণ অন্তর এবং অশ্রুহীন চক্ষুকে নাফরমান বলে আখ্যা দিয়েছেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ যেদিন আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন রহমত বা দয়াও সৃষ্টি করেছিলেন।" (সংক্ষেপিত)

হযরত আবু হোরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এই হুজরার বাসিন্দা সত্যায়িত সত্যবাদী আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, দয়া দূর্ভাগাদের থেকে তিরোহিত করা হয়।" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,"দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের দয়া করো, আকাশের মালিক তোমাদের দয়া করবেন। দয়া আল্লাহর আত্মীয়। যে ইহার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলো। যে ইহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো।" (তিরমিযি) মনে রাখতে হবে দয়া ও অনুকম্পা মহান আল্লাহ তা'আলার গুণ এবং এটি মানবতার মহান বন্ধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণ, সাহাবায়ে কেরামের গুণ ও দুনিয়ার নিয়ামতপ্রাপ্ত আলোকিত মানুষদের গুণ।

আল্লাহর দয়া: আল্লাহ তা'আলার সিফাতী নামগুলোর অধিকাংশই দয়ার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি রাহমান (পরম দয়ালু), তিনি আররাহীম (পরম করুণাময়), তিনি আর রাউফুম বিল ইবাদ (বান্দার প্রতি অতিব দয়ালু), এমনিভাবে তিনি আসসালাম (পরম শান্তিদাতা), আল-মুমিন (নিরাপত্তাদানকারী), আল গাফ্ফার (ক্ষমাকারী), আল ওয়াহ্হাব (মহান দাতা), আর রায্যাক (রিযিকদাতা), আল-মুইয়্যু (ইজ্জতদাতা), আল আদল (মহান্যায়পরায়ণ), আল হালীম (মহাসহিষ্ণু), আল গাফুর (মহাক্ষমাশীল), আল কাবীর (অতীব মহান), আল কারীম (মহাঅনুগ্রহশীল), আল মুজীব (কবুলকারী), আল ওয়াদুদ (মহত্তম বন্ধু), আল মাজীদ (মহাগৌরবান্বিত), আল ওয়ালিয়্যু (মহাঅভিভাবক), আল বারু (কল্যাণদাতা), আত তাওয়্যাব (তওবা কবুলকারী), আল আফুব্বু (ক্ষমাকারী উদারতা প্রদর্শনকারী), যুল যালালি ওয়াল ইকরাম (গৌরব ও মহত্বের অধিকারী), আল মুকসিত (ন্যায়বান), আন নাফিউ (উপকারকারী), আল হাদিউ (পথপ্রদর্শক), আর রাশিদ (সৎপথে চালনাকারী), আস সাবুর(মহা ধৈর্যশীল)।

আল্লাহ রাহমান ও রহিম। এ দুটো শব্দই রহমত শব্দ থেকে নির্গত। অর্থের দিক দিয়ে দুটোর মধ্যে মধ্যেই 'মুবালাগা' বা আধিক্য রয়েছে। তবে রাহীমের চেয়ে রহমানের মধ্যে আধিক্য বেশী। প্রথম শব্দটির মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আধিক্য বোধক অর্থ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শব্দটির মধ্যে ধারাবাহিকতা ও নিত্যতার অর্থ পাওয়া যায়। তিনিই রাহমান (করুণাময়) যাঁর করুণার মধ্যে তীব্র আবেগ পরিলক্ষিত হয়। বায়ু,পানি অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা আল্লাহর এ বিশেষণটিরই কাজ। এ বিশেষণটির ফলশ্রুতিতেই তিনি মানবজাতির হিদায়াতের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ট রহমত ও ইহসান হলো আল-কুরআন প্রেরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "করুণাময় তিনি কুরআন শিখিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন।"(সুরা রাহমানঃ ১-৩) এখানে তিনটিই আল্লাহ তা'আলার বড় রহমত।

রাহীম: শব্দের অর্থ হলো, যার করুণার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। যার করুণা অত্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তন। যিনি দয়া করে নিখিল বিশ্ব জাহান প্রতিপালন করে যাচ্ছেন অত্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে। কেই তাঁর গোলামী করুক বা না করুক। তাতে তাঁর দয়ার ধারাবাহিকতায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে,"আমার দয়া আমার গজবের ওপর জয়লাভ করেছে।" এ জন্য আল্লাহ আমাদের দু'আ শিখিয়েছেন' ওয়া কুর রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খায়রুর রাহিমিন' অর্থাৎ এবং বল! হে রব! ক্ষমা ও দয়া করো, কারণ তুমি সর্বশ্রেষ্ট বা মহান দয়ালু। আমরা এ মহাভূবণে যত প্রকার দয়া দ্বারা সিক্ত হচ্ছি তথা আলো-বাতাস, পানি, অক্সিজেন, খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য জীবনোপকরণ সকলেই তাঁর কৃপা বা দয়ার দান। তিনি তাঁর 'দয়া' এর সামান্যই মানবম-লীসহ অন্যান্য জীবের মধ্যে দান করেছেন। কেহ বলেছেন, আল্লাহ রাহমান তাঁর দয়া রাশির এক শতাংশ পৃথিবীর জীবের মধ্যে বন্টন করেছেন। যার ফলে আমরা একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে জীবনাতিপাত করছি। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে কিছু যুদ্ধবন্ধি আনা হলো, তিনি দেখলেন তাদের মধ্যে একজন মহিলা দৌড়াচ্ছে। তার স্তনযুগল থেকে দুধ নিস্তুত হচ্ছে এবং তার ছোট্র শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে দুধ পান করাচ্ছে। এ দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি চাও যে এ মহিলা তার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করুক। আমরা বললাম, আল্লাহর কসম-তার যদি শক্তি থাকে তবে সে যেন আগুণে নিক্ষেপ না করে। এতদশ্রবনে তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি উক্ত মহিলার চেয়েও অধিকতর দয়ালু। যেমন স্নেহশীলা মা তার সন্তানকে স্নেহ করে।"(বুখারী)

রাসুলের দয়া: আমরা জানি মানবতা যখন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনিত হয়েছিল, পৃথিবী থেকে দয়া-মায়া বিদায় নিয়েছিল, পিতা তার সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে ছিল-এহেন পরিস্থিতি থেকে বিশেষত মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার নিমিত্তে মহান দয়ালু আল্লাহ একজন দয়ার নবী পাঠালেন। যিনি দয়া-দাক্ষিণ্য ও জ্ঞান-প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ার প্রসংশা করে বলেছেন,"আপনি যে, কোমল হৃদয় হতে পেরেছেন, সে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেরই ফল। কিন্তু আপনি যদি কঠিণ হৃদয় ও কর্কশভাষী হতেন তাহলে তারা সকলে আপনাকে ছেড়ে চলে যেত।"(সুরা ইমরানঃ১৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"আমি তোমাকে বিশ্ব-জাহানের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সুরা আম্বিয়া-১০৭) তিনি যেমনি ছিলেন আদর্শের প্রতীক, তেমনি ছিলেন দয়ার স্বাক্ষর। স্নেহ-ভালবাসা, বিনম্র স্বভাব প্রসবিনীর মত তার জীবন থেকে নিঃসৃত হয়ে গোটা মানব জাতিকে সিঞ্চিত করেছে। তাঁর জীবন চরিতের বিশাল ভূবলে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন বিশাল জীবনের প্রায় পুরো অংশই দয়া আর অনুকম্পা দখল করে আছে। বাস্তব চক্ষে যতটুকু অবশিষ্ট দেখবেন, সেটুকুর জন্য আপনি গভীর মনযোগ নিবদ্ধ করলে বুঝতে পারবেন যে, একটি জাতিকে বিশাল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামান্য কতকের ওপর যতটুকু বঠোরতা অবলম্বন করা দরকার মনে করেছেন ততটুকু তিনি করেছেন। এটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হলো।

তাঁর দয়ার কিছু বাস্তব নমুনা চলুন তাঁর একান্ত সাথীদের কাছ থেকে জেনে নেই। তাঁর একজন প্রখ্যাত সাথী হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি একজন ভৃত্যকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছিলাম। এ সময় আমার পশ্চাতে একটা শব্দ শুনলামঃ "জেনে রেখ, হে আবু মাসউদ, আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে এ ভৃত্যের ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন।" আমি বললাম ঃ এয়া রাসুলুল্লাহ! আমি আর কখনো দাস-দাসী ও চাকর চাকরাণীকে প্রহার করবো না। আমি ওকে স্বাধীন করে দিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "এ কাজটি না করলে আগুন তোমাকে কিয়ামতের দিন ভস্মীভূত করে দিত।" (সহীহ মুসলিম)। শিশুদের প্রতি তাঁর এতটুকু দরদ ছিল যে, শিশুদের কান্না নামাজের একাগ্রতাকে ছেদ করে তাঁর কলিজায় আঘাত হানত। যার দরুন তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হলেও রাস্তায় কোন শিশু বা শিশুদের মজমা চোখে পড়লে তিনি সেখানে ক্ষনিকের জন্য হলেও যাত্রা বিরতি করতেন। তিনি তাদের সালাম দিয়ে কুশলাদী জিজ্ঞেস করতেন।

অধীনস্তদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধূ ওয়াজই করেন নাই, বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুইজন চাকর বা খাদেম হযরত যায়েদ (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) এর সাথে কি ব্যবহার করেছেন, চলুন তাঁদের মুখ থেকেই শুনি। হযরত যায়েদ (রাঃ) ছোট্র বেলায় মা-বাপ থেকে হারিয়ে যায়। কুদরত তাঁকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে উঠিয়ে দেয়। তাঁর পিতা-মাতা খবর পেয়ে তাকে নেয়ার জন্য আসেন। যায়েদ রাঃ কে বলা হলো ঃ তুমি কি তোমার পিতামাতার সাথে যাবে ? যায়েদ রাঃ বললেন ঃ তামাম পৃথিবী যদি আমাকে দেয়া হয়, তবু এ ব্যক্তির কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি, তাঁকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। হযরত আনাস (রাঃ) ৮ বৎসর বয়সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসেছিলেন। দীর্ঘ ১০ বৎসর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "দীর্ঘ দশটি বৎসর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি, কিন্তু এ দশ বৎসরের কোন একটি দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি কথাও ধমক দিয়ে বলেন নাই।"

সাহাবায়ে কেরামের দয়া: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাথীগণও দয়ার দিক থেকে ছিলেন অনুপম দৃষ্টান্তের অধিকারী। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল কুরআনে বলেছেন,"তারা কাফেরদের ব্যাপারে কঠিন এবং নিজেদের মধ্যে দয়াদ্র। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে এলোকগুলোই ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাসু, জান-মালের প্রধান হুমকী কিন্তু ইসলাম এসে এমন দয়া ও অনুকম্পার অমিয় বাণী শোনাল যে তখন তাঁরা হয়ে গেলেন একে অপরের জান-মালের বিশ্বস্থ বন্ধু। মদীনায় মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের দয়া পৃথিবী বিখ্যাত।

ইসলাম দয়া ও অনুকম্পার জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং যারা আমরা মুসলমান হিসাবে নিজেদের দাবী করি তাদের মধ্যে এ আবশ্যিক গুণটা থাকা অপরিহার্য। একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় আল্লাহ তা'আলা এভাবে দিয়েছেন যে, "ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল বা সাহায্যকারী বন্ধু। এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রাসুলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।" (সুরা-তাওবা-৭১) যারা আল্লাহ তা'আলা, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও সাহাবায়ে কেরামের এ গুণের অধিকারী হতে পারবেন না তিনি আল্লাহর বান্দাহ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের অনুসারী দাবী করার অধিকার রাখেন না। অতিতের অনেক জাতি তাদের কঠিন হৃদয় ও নির্দয়তার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আল কুরআনে এদের কঠিণ হৃদয় ও জুলুম-নির্যাতন ও ধ্বংসের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে এমন চরিত্রের লোক পাওয়া খুব সহজ হয়ে দাড়িয়েছে, যারা সামান্য ক্ষমতা পেলে অথবা সামান্য ধন-সম্পদের মালিক হলে, তাদের থেকে দয়া-মায়া ও অনুকম্পা দূরীভূত হয়ে যায়। এটি কোন মুমিন ও মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হওয়া ঠিক নয়।

লেখক: ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা সিলেট।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও রাজনীতি

(শেষের পাতার পর)

আদর্শ ধারনা এবং মডেলসমুহের জন্ম ও পীঠস্থান আর রাজনীতি হলো স্থান-কাল-পাত্রভেদে তত্ব ও বাস্তবতার আলোকে মডেলসমুহের মুলতঃ দলীয় কর্মসুচীনির্ভর বাস্তবায়নের প্রচেষ্ঠা।

এখানে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন, সরকারী বলয় ও বিরোধী বলয় ধারনাগুলোও অনুশীলন ও পরিচর্যা করা হয়। প্রথমটি সাথে দ্বীতিয়টির দুরত্ব যতো বাড়বে সংকট ও সুশাসন ততো বিপর্যের মুখে পড়বে।

হায়রে হায়!! আর বর্তমান সময়ে তাই ঘটছে বিদ্যুৎ গতিতে ও জ্যামেতিকহারে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক চালচিত্র রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও রাজনীতির কোন স্বাভাবিক সংজ্ঞা ও নিয়ম- নীতি- রীতিতেই পড়ছেনা। অথচ অর্থনৈতিক সুচকের উর্ধগতি ব্যাপকতর লাগামহীন দুর্নীতির মধ্যেও বিস্ময়কর ধারা সৃষ্টি করে অন্যতম 'ইমার্জিং টাইগার' হিসেবে শুধু আত্মপ্রকাশই করছেনা বরং বহুমুখী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বলয়ে স্বীকৃতিও পাচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই বৈপরীত্যের সহ- অবস্থানে বাংলাদেশ আজ নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।





ব্রঙ্কসে বাকার সভা অনুষ্ঠিত

২৭শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য স্টুডেন্ট এওয়ার্ড

নিউইঢর্কঃ গুণীজন সংবর্ধনা ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সভা গত ২১নভেম্বর ব্রঙ্কসের স্টার্লিং খলিল চায়নীজ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভা পতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওযয়ার চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ২৭শে ডিসেম্বর (সোমবার) ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্লেলেসে কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা এবং ১৯শে ডিসেম্বর (রোববার) সন্ধ্যা সাতটায় এশিয়াান ড্রাইভিং স্কুলে মহান বিজয় দিবস সাংগঠনিকভাবে উদযাপনের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও করণীয় কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কার্যকরী কমিটির সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু, সহ সভাপতি ফয়সল আহমেদ , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমেদ ,আলমগীর কবির শামীম, শাহ কামাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ও স্টুডেন্ট এওয়ার্ড উদযাপন কমিটির আহবায়ক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এমডি আলাউদ্দিন, কার্যকরী কমিটির সদস্য ও উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শহীদুল ইসলাম, স্কুল শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা সালমা সুমি, কার্যকরী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ করিম রনি প্রমুখ।

উল্লেখ্য বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়শন ফিফথ গ্রেড থেকে নাইন গ্রেড পর্যন্ত নিউইয়র্ক এর সকল কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুনীজনদের সম্মানে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছে ।এই উপলক্ষে জনাব শাহ বদরুজ্জামান রুহেলকে আহবায়ক , মাহবুবুল জুহেলকে সদস্য সচিব এবং শহিদুল ইসলামকে সমন্বয়কারী করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে ।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১০

(শেষের পাতার পর)

স্বাস্থ্যবান স্প্যানিশ লোক সাথে অল্প বয়সী একটা কৃষাঙ্গ মেয়ে উঠল । বাসে পা ফেলার জায়গা নেই । পরের স্টপেজে কয়েকজন নেমে যেতেই একজন রুগ্ন বয়স্ক লোককে ঢেলে সেই লোকটা বসল পিছনের সিটে মেয়েটাকে বসাল আর রুগ্ন বয়স্ক লোকটাকে বলল, আই এ্যাম হোল্ডার দেন ইউ!!

রুগ্ন বয়স্ক লোকটা কিছুই বলল না আর তারা দু'জন উল্টো হয়ে বসে হাগিং কিসিং শুরু করল বাস ভর্তি মানুষের সামনে । আর অসহায় লোকটা দাঁড়িয়ে ঠায় ছিল আমি নামার পর্যন্ত হয়তো পরেও, জানি না ।

যাইহোক বাস থেকে নেমে ট্রেনে উঠে দেখি একই অবস্থা, প্রচন্ড ভীড় । অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর যাও বা একটা ট্রেনে উঠার সৌভাগ্য হল কিন্তু বসার উপায় নেই ।

মজার ব্যাপার হল আমার পেছন থেকে এক কৃষাঙ্গ মহিলা তার সঙ্গীকে নিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে আগে ট্রেনে ঢুকল কিন্তু পুরুষ লোকটা জিজ্ঞেস করল এটা কি লোকাল না এক্সপ্রেস? মহিলা বলল লোকাল ।

পুরুষটা বলল- আমি লোকালে যাব না ।

মহিলা- ওকে দেন গেট অফ বলেই সে নেমে গেল কিন্তু এক্সপ্রেসে যেতে যাওয়া যাত্রী ট্রেনের দরজার পাশের রড ধরে দাঁড়িয়ে রইল ।

মহিলা বারবার বলছিল ইফ ইউ ওয়ান্ট গো বাই এক্সপ্রেস দেন গেট অফ কিন্তু লোকটা ঠাঁয় দাঁড়িয়েই রইল ।

এর মধ্যে ট্রেনের দরজা দুইবার খুলল, বন্ধ হল কিন্তু লোকটা নামল না কিন্তু মহিলা আবার উঠতে চাইল ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিল!

কাউকে তাড়ানোরর সময় আমরা যেমন বলি যা বা ভাগ ট্রেনের বাইরে থেকে মহিলাও হাত দিয়ে সে রকম ভঙ্গি করল ।

ট্রেনের ভেতরে বাইরে সবাই হা করে তাকিয়ে রইল । কেউ কেউ হাসছিল কিন্তু আমি অবাক হব, হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না!

সত্যি নিউইয়র্কের অলিতে-গলিতে যথেষ্ট পরিমাণ এন্টারটেইনমেন্ট আছে, কেবল চোখ কান খোলা রাখতে হয় ।

পুনশ্চঃ ইংল্যান্ডে যাওয়ার পর আম্মাকে একদিন ফোনে বলছিলাম যে এখানে অনেক ইঁদুর, আমার সহজ সরল বোকাসোকা মা অনেক অনেক অবাক হয়েছিলেন, সেদিন যখন বললাম নিউইয়র্কে ট্রেনে বাসে, রাস্তাঘাটে প্রচুর ভিক্ষুক, আম্মা যথারীতি অবাক!

জালালাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে নানা সমীকরণ

(শেষের পাতার পর)

কমিশন গঠন করা হয়েছে । ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ হচ্ছে আগামী নির্বাচনে ভোটার হওয়ার শেষ তারিখ । যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সিলেটের চার জেলার ৩৯ থানার বাসিন্দারা ভোট দিয়ে থাকেন এই নির্বাচনে । জনশ্রুতি আছে বিয়ানীবাজারের ভোটাররা এখানে বড় ফ্যাক্টর । একটি সূত্রের দাবী ৮০ ভাগ ভোটার বিয়ানীবাজারের ফলে বিয়ানীবাজারের অংশগ্রহণ বাড়লে জমে উঠে এই নির্বাচন । নির্বাচনকে সামনে রেখে দফায় দফায় চলছে বৈঠক । ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে ।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে প্রবাসীদের মাঝে নানা সমীকরণ চলছে বলে জানা গেছে । আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবধকতা রয়েছে । ইতিমধ্যেই বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে । জানা গেছে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন চলতি বছর ২০২১ সালে হওয়ার ছিলো । এদিকে বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় চলতি বছর অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং আগামী বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয় । এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চলছে । বিভিন্ন কারণে বিগত দুই টার্ম ধরে এসোসিয়েশনের নির্বাচন হচ্ছে না । ২০১৭ সর্বশেষ নির্বাচন (মনোনীত) অনুষ্ঠিত হয় ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ছাড়াও সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুর নূর বড় ভুইয়া, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সভাপতি মিসবা আবদীন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে যাদের নাম শুনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন এসোসিয়েশনের বর্তমান সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত খান বুলবুল, সাইকুল ইসলাম, ইফজাল হোসেন প্রমুখের নাম শুনা যাচ্ছে ।

সূত্রগুলো জানায় সদস্য অনুষ্ঠিত বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন পরবর্তী ঢেউ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে পড়বে । সে ক্ষেত্রে বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই প্যানেলের পিছনের 'কারিগর'গণ বড় রোল প্লে করা ছাড়াও বিয়ানীবাজারের ৫ হাজার ভোট ব্যাংক জয়-পরাজয় নির্ধারণ ফ্যাক্টর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । সূত্র মতে, বিয়ানীবাজার নির্বাচনে আজমল হোসেন কুনু ও বদরুল হোসেন খান বিজয়ী 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের জন্য নেপথ্য কাজ করলেও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে তারা দুই মেরুতে অবস্থান করছেন । ফলে নির্বাচনে অন্যরকম মেরুকরণ হতে পারে ।

অপর একটি সূত্র জানায়, এসোসিয়েশনের নির্বাচনে তিনটি প্যানেল হতে পারে । এসোসিয়েশনের সাবেক কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ সংগঠন চাঙ্গা করতে নির্বাচনে একটি প্যানেল দেয়ার কথা ভাবছেন বলে জানা গেছে ।

এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটর নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় জালালাবাদ এসাসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে কমিউনির নেতৃবৃন্দ সক্রিয় হয়ে উঠছেন ।

শীতকালে কম পানি খেলে যেসব সমস্যা

(শেষের পাতার পর)

শীত শীত ভাব । এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেকেই তাই পানি পান করতে ভুলে যান । বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতকালে তৃষ্ণার অনুভূতি কম থাকে । ফলে সারাদিনে পানি খাওয়ার পরিমাণও অনেক কমে যায় । এইভাবে শরীরে পর্যাপ্ত পানির অভাব ঘটে । পর্যাপ্ত পরিমাণে পানির অভাবে নানা শারীরিক সমস্যাও দেখা দেয় ।

হালের সমীক্ষা বলছে, শীতকালে শরীরে তরল পদার্থ (বডি ফ্লুইড) হ্রাস পায় । তাই এই সময় আরো বেশি করে পানি খাওয়া উচিত । শুধু তাই নয়, একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ঠান্ডার সময় চা, কফি জাতীয় পানীয় বেশি পান না করাই ভালো । এগুলি শরীরে পানির অভাবকে আরো প্রকট করে তোলে । তা ছাড়া শীতকালে পানি খাওয়া শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ।

শীতকালে পানি খাওয়ার সুবিধাগুলো কী কী?

১) শ্বাসকষ্ট, মানসিক চাপ, শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে শীতকালে শরীর থেকে তরল পদার্থের হ্রাস ঘটে । শীতকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করলে শরীরের তাপমাত্রা বজায় থাকে ।

২) শীতকালে অধিকাংশের মধ্যেই আলস্য দেখা দেয় । কাজের উদ্যম কমে যায় অনেকটা । পানি শরীরের ইলোক্ট্রোলাইটের অভাব পূরণ করে সতেজ ও তরতাজা করে তোলে ।

৩) শীতকালে ত্বক অল্পেতেই শুষ্ক হয়ে পড়ে । ত্বককে শুষ্কতার হাত থেকে মুক্তি দিতে অধিক পরিমাণে পানি পান করা প্রয়োজন ।

৪) ভিটামিন ডি-এর অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন মানুষ । শীতকালে ভিটামিন ডি-র ঘাটতি বাড়ে । ফলে শীতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে প্রভূত সাহায্য করে পানি ।

৫) শীতকালে শ্বাসকষ্টের প্রকোপ খুব বাড়ে । পানি শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে । রক্ত সঞ্চালনেও সাহায্য করে পানি ।



নিউইয়র্ক সিটিতে ৮ লক্ষাধিক গ্রীনকার্ডধারী ভোটার হচ্ছেন

(শেষের পাতার পর)

মাসেই (ডিসেম্বর) পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । "আওয়ার সিটি, আওয়ার ভোট" নামে প্রস্তাবিত বিলটি আগামী ৯ ডিসেম্বর সিটি কাউন্সিলে পাস হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে শুধু নাগরিকরাই ভোট দেওয়ার অধিকারী ।

সিটি কাউন্সিলে বিলটির উত্থাপক আপার ম্যানহাটানের ওয়াশিংটন হাইটস এর কাউন্সিলম্যান ইদানিস রডরিগজ এব্যাপারে বলেছেন, ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য নিউইয়র্ক সিটির দিকে লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাদের সকলের দেখা উচিত যে ভোটাধিকার কিভাবে খর্ব করা হচ্ছে, সেজন্য আমরা ভোটারদের অংশগ্রহণ সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নিয়েছি । বিলটি প্রথম উত্থাপিত হয়েছে প্রায় দুই বছর আগে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক দশকের বেশি সময় আগে থেকে স্থানীয় নির্বাচনে গ্রীনকার্ডধারীদের ভোটের অধিকার দেওয়ার জন্য কাজ করে আসা হচ্ছিল । বিলটি পাস হলে 'ডাকা' কর্মসূচির আওতায় থাকা অনেক ওয়ার্ক পারমিটধারী ইমিগ্রান্টও ভোটার হওয়ার সুযোগ পাবেন, যারা তাদের অভিভাবকের সঙ্গে অবৈধভাবে শৈশবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওবামার নির্বাহী আদেশে তাদেরকে ডিপোর্টেশন করার বাইরে রেখে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ।

সিটি মেয়রের অফিসের তথ্য অনুসারে নিউইয়র্ক সিটিতে আনুমনিক ৮ লাখ ৮ হাজার বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রীনকার্ডধারী এবং ওয়ার্কপারমিটধারী রয়েছেন, যাদের মধ্যে এক লাখ ৩০ হাজার ডোমিনিকান রিপাবলিকের, ১ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ জন চীনের । বিলে নিউইয়র্ক সিটিতে স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী হওয়ার জন্য নির্বাচনের তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

এদিকে এই বিলের প্রতি উচ্ছসিত সমর্থন ব্যক্ত করেছে ইমিগ্রান্ট রাইটস সংস্থাসহ বেশ কয়েকটি নাগরিক অধিকার সংগঠন । নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশ ও ইউনাইটেড নেইবারহুড হাউজেস এর নেতৃত্বে 'আওয়ার সিটি আওয়ার ভোট কোয়ালিশন' এবং নিউইয়ক্রের ইমিগ্রান্টরা গত ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার 'নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল বিল ইনট্রো ১৮৬৭' এর উপর ৩৫ জন কো-স্পন্সরের সুপারমেজরিটিকে উদযাপনের জন্য সিটি হলের সামনে সমবেত হয় । তারা কাউন্সিল স্পিকার কোরি জনসনকে ধন্যবাদ জানায় আগামী ৯ ডিসেম্বর বিলটির উপর ভোট গ্রহণের দিন ধার্য করায় । সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, বিভিন্ন স্টেটে যখন ভোটারদের উপর নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য বিল আনা হচ্ছে, তখন নিউইয়র্ক সিটি ননসিটিজেনদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ৪৮টি স্টেটে প্রায় ৪০০ ভোটার অবদমন আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে ।

তামিমকে ছাড়িয়ে অনন্য উচ্চতায় মুশফিক

(শেষের পাতার পর)

দিয়ে অনন্য উচ্চতায় উঠে গেলেন মুশফিক । টেস্টের সাদা পোশাকে ৬৪ ম্যাচ খেলা তামিম ১২৩ ইনিংসে করেছেন ৪ হাজার ৭৮৮ রান । বন্ধু তামিমকে ছাড়িয়ে যেতে মুশফিক ৭৬ ম্যাচে ১৪০ ইনিংস খেলেন ।

তামিমের চেয়ে ৯২ রানে পিছিয়ে থেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট শুরু করেন মুশফিক । প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির কাছে গিয়েও হোঁচট খান মুশফিক । মাত্র ৯ রানের জন্য পাননি সেঞ্চুরি । রোববার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১২ রানে অপরাজিত আছেন মুশফিক, এদিন আর মাত্র ২ রান করেই ছাড়িয়ে যান তামিম ইকবালকে । টেস্টে এখন বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৭৯৯ রানের মালিক মুশফিক । ৪ হাজার ৭৮৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় পজিশনে তামিম । ৩ হাজার ৯৩৩ রান নিয়ে তৃতীয় পজিশনে আছেন সাকিব আল হাসান ।

ডিজিটাল মিডিয়া মনিটরিংয়ে

(শেষের পাতার পর)

প্রচারের ক্ষেত্রে মনিটরিংয়ের জন্য কেন সেন্সর বোর্ড গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হবে না- জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট । একইসঙ্গে এসব প্রচারে কেন একটি সেন্সর বোর্ড বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতেও রুল জারি করেছেন আদালত ।

রোববার (২৮ নভেম্বর) এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম এবং বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন । চার সপ্তাহের মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান, নাটক 'ঘটনা সত্য'র প্রযোজক এবং পরিচালকসহ সংশিষ্টদের এসব রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে ।

আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট নুসরাত জাহান, মো. তারিকুল ইসলাম (তারেক) ও মোশাররফ হোসেন মনির । এর আগে গত ৪ নভেম্বর এ রিট দায়ের করেন পিএফডিএ-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ।

রিট আবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায় অনুযায়ী একটি সম্প্রচার কমিশন গঠন করার বিষয়টি উল্লেখ আছে । কিন্তু এ কমিশনটি এখন পর্যন্ত গঠন হয়নি । গত কোরবানির ঈদের সময় 'ঘটনা সত্য' নামে একটি নাটক প্রচারিত হয়েছিলো । ওই নাটকে একটি সংলাপ এসেছে, যা মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন । এটা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য খুবই আপত্তিকর মন্তব্য ছিল । তাই এসব বিষয় মনিটরিং ও সম্প্রচার কমিশন চেয়ে জনস্বার্থে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয় ।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা



আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

খুশিতেই বাঁচুন

(শেষের পাতার পর)

নিয়ে, শারিরীক অবস্থার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েই আপনাকে বাঁচতে হবে। একটাই তো জীবন। সেই জীবনটাকে ভালোবাসুন।

জীবনে চলার পথে নানা টানা পোড়েন আসবে। ওঠানামা থাকবে। কারো বা বেশী কারো বা কম। এজন্য থমকে গেলে তো চলবেনা! ভেঙে পড়লে চলবেনা। প্রতিকুল পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানান। তারপরও সামনে এগিয়ে চলুন।

সময়ের সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে সাফল্যের সাথে ব্যর্থতাও বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়াবে। সেজন্য ভেঙে না পড়ে নিজকে নতুন করে গুছিয়ে নিন। অনেক সময় হই হট্টগোল ভালো লাগেনা। বেশ তো নাই বা গেলেন ওখানে। নিজের মনে নিরিবিলি কোথাও গিয়ে হাঁটুন। দেখবেন ভালো লাগবে। রাগ, হতাশা, দু:খ, সম্পর্কের জটিলতা, অফিস বা ব্যবসার টেনশন, সংসারের হাজারো ঝক্কি ঝামেলা আমাদের দুর্বল করে দেয়। মানসিকভাবে ক্লান্ত করে। এই ইমোশনগুলো দীর্ঘস্থায়ী হলেই বিপদ। তাই এগুলো সাধ্যমত ঝেড়ে ফেলে দিন। দেখবেন আস্তে আস্তে মনের জোড় ফিরে পাবেন।

বন্ধুবান্ধব দূরে সরে গেছে? প্রিয়জনও? Who cares!!

নিজেকেই নিজের সাধ্যমত উপহার দিন। উপহার বলে ভাববেন না যে শুধু দামি জিনিষ হতে হবে। হতে পারে তা আপনার প্রিয় চকোলেট, পেন, পারফিউম বা যে কোন কিছু। এগুলো নিজের জন্যই কিনুন। দেখবেন মন ভালো হয়ে যাবে। মানসিক দৃঢ়তাও ফিরে পাবেন। এগুলো কিন্তু আমার কথা নয়-গুণীজনের। আমি তাদের থেকে ধার নিয়ে আপনাদের জন্য তুলে ধরছি মাত্র।

আর হ্যাঁ যে কোন পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন। ভয় পেলেই ভয় আরো চেপে ধরবে।

আরো কিছু টিপস দেই? ভালো লাগবে।

মোটিভেশনাল বই পড়ুন।

পজিটিভ থিংকিংয়ের বই পড়লে হারানো মনোবল ফিরে পাওয়া যায়। মোটিভেশনাল বই আসলে টনিকের মত। ডিপ্রেসড লাগলে, হতাশ বোধ করলে এগুলো আপনাকে আশার আলো দেখাবে।

বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সময় কাটান। যাদের সাথে শেয়ার করা যায় তাদের সাথে মনের লুকানো দু:খ বেদনা নিয়ে কথা বলুন। মনটা হাল্কা হবে।

নিজকে ব্রেক দিন। একই কাজ বার বার করলো বোরনেস চলে আসে। ক্লান্তি আর অবসন্নতা এসে ভীড় করে শরীর এবং মনে। এমন অবস্থা হলে একটু ছুটি নিন। পছন্দের কোন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসুন।

জীবন যখন যেমন। তাকে সেভাবেই চলতে দিন। দেখবেন বয়স আপনাকে চেপে ধরবেনা। জীবন তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে।

আমি তো সেভাবেই চলি।

আপনি কেন পারবেন না?

জীবনতো একটাই, এনজয়!!

লেখক: সাংবাদিক, সিইও বাংলা ট্যুর

শিল্পী রোকসানা মির্জা

(শেষের পাতার পর)

এস্টেট ডেভোলপার) আজাদ'র বাগদান। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে হোটেলের একটি কক্ষে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক ও প্রতিনিধি আর নব দম্পতির কয়েকজন ঘনিষ্টজনদের উপস্থিতিতে রোকসানা-আজাদ এর বাগদান সম্পন্ন হয়।

জানা যায়, সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা-আজাদ এর বাগদানের বিষয়টি উভয়ের পূর্ব পরিকল্পিত এবং ফোবানা সম্মেলনে নিকটজন আর শুভাকাঙ্খীদের জন্য ছিলো চমক। এজন্য তাদের সকল প্রস্তুতিও ছিলো। টকটকে লাল রং-এর যে শাড়ী পড়ে রোকশানা বাগদান পর্বে উপস্থিত জন সেই শাড়ী ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এ আজাদ এর দেয়া উপহার। আর শাড়ীটি পড়েই বাগদানের আগে রোকসানা ফোবানা মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও বাগদান পর্বে পাত্র আজাদ তার পক্ষ থেকে পাত্রী রোকসানার জন্য বিশেষ উপহার ছিলো দামী অংটি।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ এ আজাদ বলেন, একজন স্ত্রী হিসেবে যেসব গুণ থাকা উচিৎ রোকসানা মির্জার মাঝে আমি তা পেয়েছি বলেই আমি তাকে নিয়ে সংসার করার প্রস্তাব দিয়েছি। আর আমি গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডে বিশ্বাস করিনা বলেই ধর্ম মতে তাকে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপরদিকে রোকসানা মির্জা বলেন, আমি তার (মোহাম্মদ আজাদ) প্রস্তাব পেয়ে একটু সময় নিয়ে ভেবে-চিন্তে তাকেই জীবন সঙ্গী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তারা উভয়ে তাদের আগামী জীবন সুখের জন্য সবার দোয়া কামনা করেন। উল্লেখ্য, এটি উভয়ের দ্বিতীয় বিয়ে।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেন:

ইমিগ্রেশন:
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্সিলিশন
এভিডেন্সিয়ারি অব সাপোর্ট
বিনা শাস্তিতায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস সুলভ
ডিফিকাল্টি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্স:
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ট্রেডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন:
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বেবী নাজনীনের সঙ্গীত সন্ধ্যায়

খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া কামনা

বিশেষ প্রতিনিধি: 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকা বেবী নাজনীনের একক সঙ্গীত সন্ধ্যঅয় বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার জন্য বিদেশ দোয়া কামনা করা হয়েছে। বেবী নাজনীন ফ্যান ক্লাব ইউএসএ গত ১৯ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান টেরেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে টানা তিন ঘণ্টা গান গেয়ে দর্শক-শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দেন বেবী নাজনীন। কমিউনিটির সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে বেবী নাজনীন তার নিজস্ব ভঙ্গীমায় সুরের লহরীতে প্রবাসীদের বিমোহিত করেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী তাঁর পরিবেশনা শুরু করেন 'সূর্য যখন ওঠে' দেশের গান দিয়ে। তারপর দু'চোখে ঘুম আসে না, এলোমেলো বাতাসে উড়িয়েছি শাড়ির আঁচলসহ তাঁর জনপ্রিয় ১০টি মৌলিক গান পরিবেশনের পর একটি বিরতি নেন। এই বিরতিতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

উর্দু, হিন্দি গজল ছাড়াও অতিথিদের পছন্দের গানগুলো একে একে পরিবেশন করেন বাংলাদেশের সঙ্গীত অঙ্গনে সাড়া জাগানো এই শিল্পী। গেয়েছেন সিলেটের আঞ্চলিক গানও। সবশেষে তাঁর নিজের এলাকার জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গান 'একি গাড়িয়াল ভাই দিয়ে শেষ করেন বেবী নাজনীন। এ সময় হলভর্তি দর্শকরা তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে বিএনপির স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান মিল্টন ভূঁইয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক শরাফত হোসেন বাবু, বিশিষ্ট চিকিৎসক চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, আসেফ বারী টুটুল, আহসান হাবীব, মাকসুদুল এইচ চৌধুরী, যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী বেবী নাজনীন বাংলাদেশের নীলফামারী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সঙ্গীতে অবদানের জন্য তিনি বেশ কয়েকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। সর্বশেষ ২০০৩ সালে তিনি সঙ্গীতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়া দেশ বিদেশ থেকে পেয়েছেন অসংখ্য সম্মাননা।

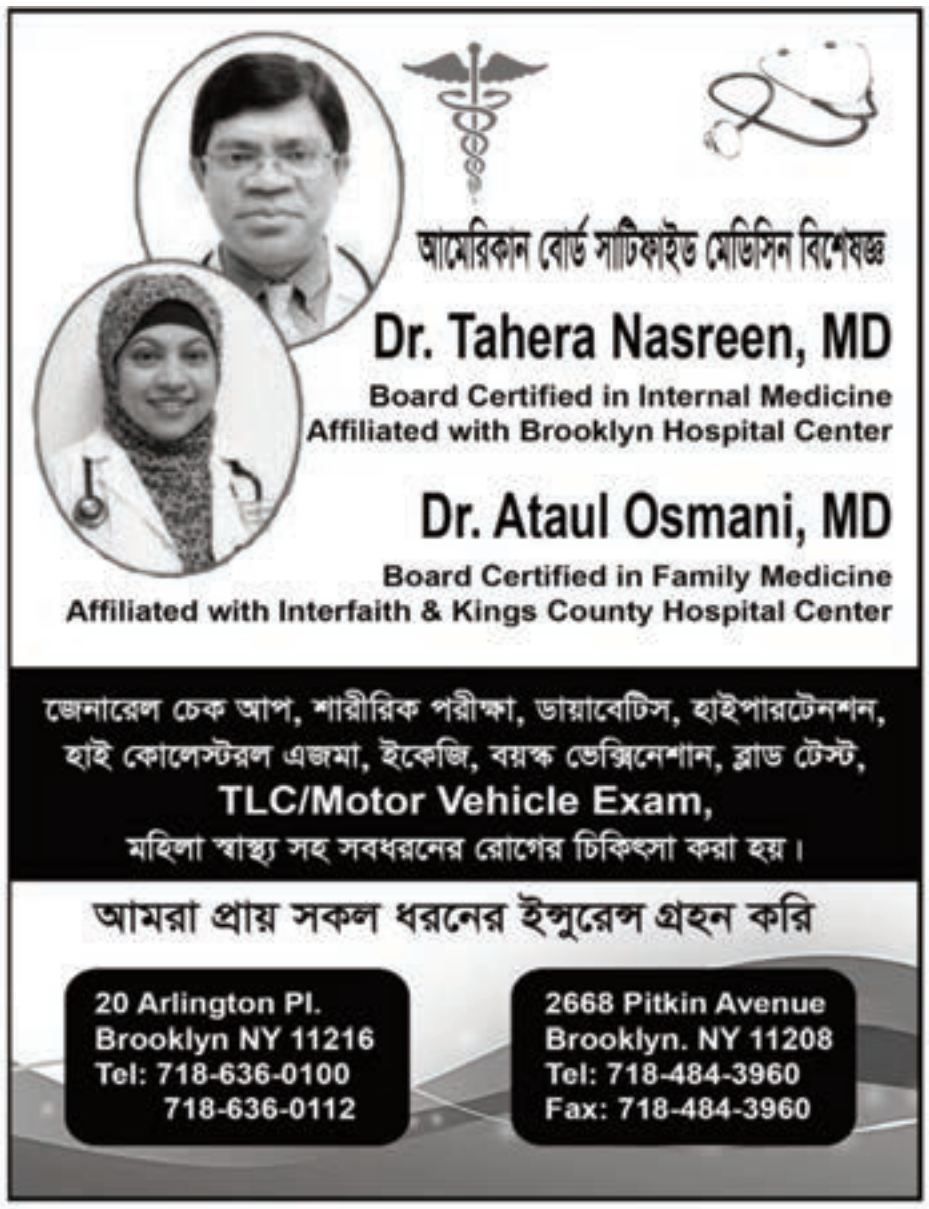
বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

রুমমেট আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়ে স্ট্রীট সাবওয়ের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পহেলা ডিসেম্বর থেকে তিনজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৩৪-২১৬-৫২০৬
ন-২২/২৯

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

রুম ভাড়া

করোনা এলাকায় সেভেন ট্রেনের কাছে একটি এপার্টমেন্টে একটি আলাদা রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। কেবলমাত্র পুরুষরা যোগাযোগ করুন। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার। কোন অতিথি আনা যাবে না। ফোন: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
অ-২৫/ন-০১

সাহায্যকারী আবশ্যক

নিউজার্সীর নিউ ব্রুন্সউইক-এ বসবাসরত একজন বয়স্কা প্যারালাইজড মহিলা রোগিনীকে সবসময় দেখাশুনা করার জন্য রোগিনীর বাসায় থাকতে আগ্রহী মহিলা সাহায্যকারী দরকার। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯৭৩-৯৩১-৬০৫৯ (কলি)
অ-২৫/ন-০১/০৮/১৫

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে-এর ৯৩ এভিনিউ এবং ২১০ প্লেস-এ এক বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই কিউ১১০, কিউ৭৭, কিউ৩৬ আর কিউ১ এর বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯১৭-২২৬-৪৪২৩ (বাবলু)
অ-২৫/ন-০১

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১
অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact #
934-234-7361

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮
ন-৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৮৮ এভিনিউ এবং ২১২ প্লেসে ডুপ্লেক্স বাড়ী ভাড়া হবে, ১লা নভেম্বর থেকে। ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম (সেকেন্ড ফ্লোর), ১/২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন (ফানস্ট ফ্লোর)। এফ ট্রেন এর লাস্ট স্টপেজ (১৭৯ স্ট্রীট)। বাস কিউ১, কিউ৩৬ ও কিউ৪৩। যোগাযোগ: ড্যানী (৬৪৬) ৫২৯-৫২৪০।
অ-০৪/১১

বাড়ী ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে (১৪৬৮ হোয়াইট প্লেইন্স রোড, ফাস্ট ফ্লোর) তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাড়া নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৬৭-৮১২৯ অথবা ৭১৮-৫৬১-০৬৯৯
ন-০১/০৮

বাসা ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে ১২৮ স্ট্রীট ও ১১১ এভিনিউতে সম্পূর্ন রেনুভেটেড দুই বেডরুমের বাসা নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-৩৫৯-৪০৪৪ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৬৮৫২
ন-০১/০৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস কেসেলহিল সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ বেড রুমের সেমিবেসমেন্ট রুম ভাড়া ও রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

আবশ্যক

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ইংলিশ জানা ৩৫ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রতি ঘন্টা ১৭ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ আবশ্যক ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
অক্টো-১১/১৮

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৭ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউর কর্নারে বাজার, মসজিদ ও সাবওয়ের সন্নিকটে পৃথক লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথসহ ২ বেডরুমের বাসা এবং বেসমেন্ট টিপটপ কন্ডিশনের ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ
৬৪৬-৪২৭-৩১২২

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সাহায্যকারী আবশ্যক

নিউজার্সীর নিউ ব্রুন্সউইক-এ বসবাসরত একজন বয়স্কা প্যারালাইজড মহিলা রোগিনীকে সবসময় দেখাশুনা করার জন্য রোগিনীর বাসায় থাকতে আগ্রহী মহিলা সাহায্যকারী দরকার। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯৭৩-৯৩১-৬০৫৯ (কলি)
অ-২৫/ন-০১/০৮/১৫

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪**

ফ্লোরিডায় গ্রোসারীতে লোক আবশ্যক

ফ্লোরিডায় একটি গ্রোসারী স্টোরে জরুরী ভিত্তিতে আকর্ষনীয় বেতনে ক্যাশিয়ার বা সেলস ক্লার্ক আবশ্যক।
ফোন অথবা টেক্সট করুন: ৭৮৬-৮৩৮-৭৬৫৭
ন-০৮/১৫/২২/৩৯

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।
যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭
জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র হালাল চিকেন বিতরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): উত্তর আমেরিকার অন্যতম সর্বজনীন উৎসবের দিন 'থ্যাংক্স গিভিং ডে' উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ দেশী-বিদেশীদের মাঝে বিনামূল্যে হালাল চিকেন বিতরণ করে। নিউয়র্কের হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু সিলড এবং কুইন্স টুগেদার-এর সহযোগিতায় এস্টোরিয়া ও জ্যাকসন হাইটসে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

নিউয়র্কের হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কুইন্স টুগেদার-এর সহযোগিতায় গত ২২ নভেম্বর সোমবার বিকেলে এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউতে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান সদস্য কারোলাইন মেলোনি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জহরান মামদানী ও মূলধারার রাজনীতিক মেরী জোবায়দা। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এর পরিচালনায় এসময় সংগঠনের উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও এমাদ চৌধুরী, সভাপতি সুহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, কুইন্স টুগেদার-এর সিইও জনাতন ফার্গাস, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, আবু সোলেমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে গত ২৪ নভেম্বর বুধবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনুরূপ কর্মসূচী পালিত হয়। এতে সহযোগিতা করে নিউয়র্কের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু সিলড। এসময় সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে চৌধুরী সালেহ, আলমগীর খান আলম, বিএম বাদশা, অ্যাসাল-এর সুলতানা খানম ছাড়াও সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, সভাপতি সুহেল আহমেদ, সদস্য মোহাম্মদ রুবেল, আবু সোলেমান, নূরুল হক, ফাহিমুজ্জামান, মনিরুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন, ইউএসএ থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার পারসন্স বুলেভার্ডস্থ হালাল ডাইনার রেষ্টুরেন্টে এক পারিবারিক পার্টির আয়োজন করে।

ওয়াশিংটন ফোবানায় অব্যবস্থাপনা

(শেষের পাতার পর)

শুক্রবার ম্যারিল্যান্ডের গেইলর্ড হোটেলের পটোম্যাক কনভেনশন সেন্টারে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায়স ৩৫তম ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) উদ্বোধনী করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। তিনি ফিকা কেটে এর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ফোবানার ঐক্য শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়তে সহায়ক হবে বলে মন্তব্য করে বলেন, আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের প্রজন্ম একসময় দেশটিকে নেতৃত্ব দেবে। মন্ত্রী বলেন, 'প্রবাসে বসে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষেরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ এগিয়ে যাচ্ছেন তা ভবিষ্যৎ শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এবং আপনাদের এখান থেকেই নতুন প্রজন্ম একসময় আমেরিকাকেও নেতৃত্ব দেবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের গেইলর্ড হোটেলে বসেছে উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংস্থা ফোবানার ৩৫তম কনভেনশন। তিন দিনের এই আয়োজনের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার। তবে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোক জড়ো হতে থাকেন পটোম্যাক উপকূলে। উত্তর আমেরিকা প্রবাসীদের এই কনভেনশনে যোগ দিতে বাংলাদেশ থেকেও যায় বড় একটি দল। সব মিলিয়ে পটোম্যাকের উপকূল সেজে উঠে ছোটখাট একটা বাংলাদেশের মতো করেই। গেইলর্ড হোটেলের আয়োজন, সাজ-সজ্জা এবং আশপাশের হোটেলগুলোতে বাংলাদেশীদের উপস্থিতি দৃষ্টি কাড়ে আমেরিকানদেরও।

ফোবানা সম্মেলনের শুরুর দিন 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'র মতো উৎসব থাকলেও আমেরিকানদের অনেকের দৃষ্টি ছিল বাংলাদেশীদের দিকে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেখা গেছে লাল-সবুজ রঙের পাঞ্জাবি এবং শাড়ি পরে সম্মেলনে যোগ দিতে। আর লাল-সবুজের এই মিশেল এখন মেরিল্যান্ডে উপস্থাপন করছে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশীদের ঐক্য। কনভেনশনের প্রথম দিনে ঐক্যের বিষয়টিই উঠে আসে অতিথিদের কথায়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সম্মেলনের মেম্বার সেক্রেটারি শিব্বির মাহমুদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনভেনোর জিআই রাসেল। তিনি প্রথমেই তিন দিনব্যাপী আয়োজনের বিষয়ে উপস্থিত অতিথিদের অবহিত করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন ফোবানার নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী। তিনি মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হককে ফোবানায় আসার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং নির্বাহী কমিটি এবং স্বাগতিক কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান এই চমৎকার আয়োজনের জন্য।

এরপর বক্তব্য রাখেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম, সিনেটর শেখ রহমান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, হোস্ট কমিটির মাসুদুল হক চৌধুরী, ফোবানার ইসি এমডি মাহবুবুর রহমান, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান রোকেয়া হায়দার, ফোবানার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর নূর নবী, টাইটেল স্পন্সর ইঞ্জিনিয়ার আবু বক্কর হানিফ, অন্তর শোবিজের কর্ণধার স্বপন চৌধুরীসহ আরো অনেকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোজাম্মেল হক অরো বলেন, 'আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের মান্যবর রাষ্ট্রদূত উপস্থিত আছেন। তবে তিনি একমাত্র প্রতিনিধি নন, সমস্ত প্রবাসী বন্ধুরা আপনারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। দল-মত-নির্বিশেষে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দল ও আদর্শ হতে পারেন। কিন্তু যখন আপনারা বিদেশে থাকেন তখন আপনারা আমাদের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন। দেশের সম্মান যাতে আরো উপরে যায়, ভাবমূর্তি যাতে উজ্জ্বল হয় সেই হিসেবে আপনারা কাজ করেন। আপনারাই হচ্ছেন প্রকৃত অ্যাম্বেসেডর।'





দেশ চালানোর জন্য প্রবাসী রেমিটেন্সের গুরুত্ব উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'আজকে প্রবাসী ভাই-বোনদের থেকে রেমিটেন্স পাওয়ায় শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে দেশ। আপনাদের এই শ্রম এবং দেশপ্রেমের কারণে বাংলাদেশ আজ কোথায় গিয়েছে বলেন এককালে যাদের বলতো তলাবিহীন ঝুড়ি। সেই ঝুড়ি এখন উপচে পড়ছে আপনাদের পরিশ্রমের কারণে। বাস্কেট আর খালি নেই। এর মূলে রয়েছেন আপনারা, যারা প্রবাসে থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে টাকা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে পাঠান।'

তিনি বলেন, সেই দেশ আজকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। ৭১ সালের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে গোডাউনে কোনো খাবার ছিল না, আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আজকে সেই দেশ নিজের টাকায় নদীতে টানেল করে, পদ্মাসেতু করে। এই সাহস আমরা কোথায় পেলাম। আপনারা প্রবাসীরাই কিন্তু এতে সিংহভাগ অবদান রেখেছেন। যে গ্রামে আপনার জন্ম সেখানে হাঁটার রাস্তা ছিল না। আজকে সেখানে পাকা রাস্তা গিয়েছে। আপনার গ্রামের প্রাইমারি স্কুল এখন পাকা দালান। আপনার গ্রামে আগে কিছুই ছিল না। সেখানে কমিউনিটি ক্লিনিক হয়েছে।'

মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ পৃথিবীর রোল মডেল। এটা আমাদের কোনো কথা নয়। জাতিসঙ্ঘ এই কথার স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিকভাবে আজ সম্মানিত ও স্বীকৃতি পেয়ে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কিছুদিন আগেও তিনি এই দেশে এসেছিলেন। জাতিসঙ্ঘ তাকে সম্মানিত করেছে। এর আগে বারাক ওবামা তার পিতৃ ভূমি কেনিয়াতে গিয়ে বলেছিলেন, ফলো বাংলাদেশ, ফলো শেখ হাসিনা। কেনিয়াকে উন্নত করতে বাংলাদেশকে অনুসরণ করো। এটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথা। যে আমেরিকার নাগরিক এখন আপনাদের অনেকেই।' দশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আজকে বাংলাদেশের এই অর্জনের মধ্যেই স্বাধীনতায় ৫০ বছর পালন করছি। একই সাথে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করছি। সেই সময় আমি অনেক কাজ ফেলে এখানে এসেছি ফোবানার গৌরবগাথা শুনে। বাঙালি কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই দেশে যারা থাকেন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে একত্রিত করে একটি আমরেলার মতো বানিয়েছে। গত দুই বছরের করোনায় সারা বিশ্ব একটি বিপর্যয়ে গিয়ে গুটিয়ে যায়। সেই সময়ও আপনারা সাহস করে এতো বড় সম্মেলন করেছেন, আমি অভিভূত। আমি এতোটুকু ভাবতে পারিনি। আমার যা চিন্তা ছিল তার চেয়ে বহু বেশি দেখে গেলাম।'

তিনি বলেন, 'আপনারাই উত্তর আমেরিকাতে বাঙালী জাতিকে কত শক্তিশালীভাবে সংগঠিত করেছেন। আমাদের প্রিয় একজন সিনেটর (শেখ কবির) বলে গেলেন, দেশকে শক্তিশালী করতে গেলে রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। আমি নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস করি। আপনারা এক দিন সিনেটর হবেন, এমপি হবেন এই দেশ পরিচালনায়ও আপনাদের বাঙালি বংশোদ্ভূত যারা আছেন তারা ভবিষ্যতে সেই জায়গায় যাবেন। বাংলাদেশ যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আপনারও একইভাবে এই আমেরিকায় এগিয়ে যাবেন। সেইদিন খুব দূরে নয় যেদিন সবক্ষেত্রে বাংলা কমিউনিটির প্রতিনিধিরা থাকবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান আপনারা প্রতিনিধিত্ব করবেন।'

মন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের মেধা এবং প্রতিভা এরই মধ্যে বিশ্বের বুকে জানান দিয়েছেন। ইতোমধ্যে দেশকে আপনারা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আরো চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনারা নিয়ে যাবেন। ফোবানা সম্মেলন তারই একটি লক্ষণ। আমি মনে করি, ফোবানার মাধ্যমে যেভাবে আপনার সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন, বিভিন্ন কমিউনিটি দল-মত নির্বিশেষে মিলেমিশে একসাথে হয়েছেন। একইভাবে আপনারা আপনাদের প্রিয় জন্মভূমিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখবেন।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই এবং অভিনন্দন জানাই, আপনারা আরো বেশি সফলকাম হন, আজকের এ সম্মেলনে এটাই আমি প্রত্যাশা করছি। বাংলাদেশে গিয়ে আপনাদের সফলতার গল্প, নেতৃত্ব দেয়ার গল্প সবাইকে জানাবো। আমি মনে করি, আপনাদের এই নেতৃত্ব শুধু ফোবানায় থেমে থাকবে না। ভবিষ্যতে দেশের বড় কাজে আপনারা নেতৃত্ব দিতে পারবেন। সেটা আমি আগাম অনুমান করে গেলাম।'

মন্ত্রীর বক্তব্যের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। এই পর্বে প্রথমে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত এবং কানাডার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। ওয়াশিংটনের বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেয়। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com





এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশনের থ্যাঙ্কস গিভিং ডে পার্টির একাংশ।

ঘরে ঘরে টার্কি ভোজ পার্টি

(শেষের পাতার পর)

উৎসবের দিন। প্রত্যেক বছরের নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সোমবার কানাডায় এই দিনটি পালন করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে থ্যাংকস গিভিং ডে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উত্তর আমেরিকার সর্বত্রই দিনটি উদযাপন করা হয়ে থাকে। দিনটির প্রথম আকর্ষণ হচ্ছে টার্কি ভোজ। থ্যাংকস গিভিং ডে-কে অনেকে 'দ্য টার্কি ডে'ও বলে থাকে। দিনটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে পার্টির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বাসায় বাসায় থ্যাংকস গিভিং ডে পার্টির আয়োজন করেন।

এদিকে প্রতিবছরের মতো এবারও থ্যাংকস গিভিং ডে-তে ম্যাসি'র প্যারেড আয়োজিত হয়। বরাবরের মতো ম্যানহাটানে আয়োজিত ম্যাসি'র প্যারেড ছিলো নিউইয়র্কের অন্যতম আকর্ষণ। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে সর্বস্তরের হাজার হাজার নর-নারী ম্যানহাটানের রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে প্যারেড উপভোগ করেন।

ইতিহাস বলে, ১৬২১ সালের এক হেমন্তে, আমেরিকার আদি জন গোষ্ঠীর সাথে প্রধানত ইংল্যান্ড থেকে আগত যাজকদের এক শুভ সন্ধিক্ষণে পরস্পরের মধ্যে উৎপাদিত শষ্য এবং পণ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে 'থ্যাংকস গিভিং' উৎসবের সুত্রপাত ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন সেদিনের সেই বন্ধুত্ব এবং শান্তির অমেয়বানী সমগ্র আমেরিকাবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দিনটিকে- 'থ্যাংকস গিভিং হলি ডে' হিসাবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে প্রতি বছর বন্ধুত্ব এবং সংহতি প্রকাশের সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে স্মরণীয়-বরণীয় করে তুলতে নানা আয়োজনে মেতে উঠে সমগ্র উত্তর আমেরিকাবাসী। দিনটি আমেরিকায় সরকারী ছুটির দিন। 'থ্যাংকস গিভিং ডে' যুক্তরাষ্ট্রের অন্যসব উৎসবের তুলনায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসবই ক্রমশ: জনপ্রিয় হচ্ছে বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও। মূলধারার পাশাপাশি উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশীরাও পারিবারিক কিংবা সামাজিক পরিবেশে 'থ্যাংকস গিভিং ডে' পালন করে চলেছে। থ্যাংকস গিভিং ডে'র মূল উদ্দেশ্য, পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবসহ সবাই একত্রিত হয়ে সবার জীবন এবং দেশ ও জাতির সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো।



এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশনের থ্যাঙ্কস গিভিং ডে পার্টির একাংশ।

এদিকে থ্যাংক্স গিভিং ডে উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবারও টার্কির চাহিদা ব্যাপক থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন ফার্ম থেকে সরবরাহ কম থাকায় ক্রেতাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি টার্কির দামও ছিলো অন্যান্য বছরের চেয়েছে একটু বেশী। আবার টার্কি না পেয়ে অনেকে চিকেন কিনে 'ভোজন পার্টি'র আয়োজন করেছেন বলে জানা গেছে। ব্রঙ্কসের সুপরিচিত খলিল বিরিয়ানী হাউজ প্রাতবছরের মতো এবছরও কুক করা টার্কি সরবরাহ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বিশিষ্টজনের মাঝে টার্কি উপহার দিয়েছে স্বতাধিকারী খলিলুর রহমান।

থ্যাংক্স গিভিং ডে উপলক্ষ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ দেশী-বিদেশীদের মাঝে বিনামূল্যে হালাল চিকেন বিতরণ করে। নিউয়র্কের হেলথ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু সিলড এবং কুইন্স টুগেদার-এর সহযোগিতায় এস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইডে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

অপরদিকে এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন, ইউএসএ থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার পারসন্স বুলেভার্ডস্থ হালাল ডাইনার রেষ্টুরেন্টে এক পারিবারিক পার্টির আয়োজন করে। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট সহ প্রবাসীরা সপরিবারে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ড্রিম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আলী হোসেন।



বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 29 // 2021

ম্যালকম এক্সের মেয়ে মালিকাহ নিউইয়র্কে সমাহিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম নেতা ম্যালকম এক্স-এর মেয়ে মালিকাহ শাবাজ স্থানীয় সময় শনিবার (২৭ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সমাহিত হয়েছেন। আনাদোলু অ্যাজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। জানা গেছে, নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে জানাজা শেষে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির ফার্নক্লিফ সিমেট্রিতে তাকে সমাহিত করা হয়। সেখানেই মালিকাহর বাবা ম্যালকম এক্স সমাহিত আছেন। মালিকাহর নামাজে জানাজায় অংশ নেন আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমদের অনেকেই। সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত তুর্কি রাষ্ট্রদূত হাসান মুরাদ মেরকান। তুর্কি রাষ্ট্রদূত ম্যালকম এক্সের পরিবারের প্রতি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানান। এ ছাড়া পুষ্পস্তবকও অর্পণ করেন তিনি। ম্যালকম এক্স ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। ১৯৬৫ সালে নিউইয়র্ক সিটির একটি হলরুমে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাকে হত্যা করা হয়। সূত্র: আনাদোলু অ্যাজেন্সি।



প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্'র ৮০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন



নিউইয়র্ক: গত ২১ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের লাগার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্'র ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়। তিনি ১৯৮৫ সালে নিউইয়র্ক থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশনা-সম্পাদনার মাধ্যমে উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এবং 'প্রবাসী'র মাধ্যমে বাংলাদেশে তখন বিদ্যমান সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে, বিশেষত উত্তর আমেরিকায়, আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় অবদান রাখেন। আরো নানাভাবে তাঁর পত্রিকা অনেক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। তাঁর এইসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ নিউইয়র্কের বিশিষ্টজন, কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বাংলাদেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এলামনাই এসোসিয়েশনগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত আয়োজক পর্ষদ সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্'র জন্য এই স্মরণীয় সংবর্ধনা প্রদান করে। এতে বৃহত্তর নিউইয়র্ক অঞ্চলের বাংলাদেশী-আমেরিকান সমাজের কয়েকশত বিশিষ্টজন যোগদান করে অনুষ্ঠানের সৌকর্য বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকেও কিছু সংখ্যক অতিথি অনুষ্ঠানে সমাগত হন।

আরো ছিল 'বিপা'র ছাত্রী প্রতিভাবান নৃত্য ও সংগীতশিল্পী জেরিন মাঈশা'র নৃত্য, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অন্তরা সাহার স্কুলের শিল্পীদের নৃত্য এবং নিওনা মুহিতের নৃত্য যা দর্শকরা যথেষ্ট উপভোগ করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দুই প্রতিথযশা মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী দর্শকনন্দিত রথীন্দ্রনাথ রায় এবং শহীদ হাসান একটি করে সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলমকে আহবায়ক করে গঠিত আয়োজক পর্ষদের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একটি অত্যন্ত অভিনব ও ব্যতিক্রমী দিক ছিল সীমিত বক্তব্যের ব্যবস্থা। আহ্বায়কের স্বাগত বক্তব্য ব্যতীত এই সমাজের দু'জন সম্মানীয় ও প্রবীণ ব্যক্তিত্ব সংগীতশিল্পী ও শিক্ষক মুত্তালিব বিশ্বাস এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাক্তন প্রযোজক লেখক-বুদ্ধিজীবী বেলাল বেগ এর অভিনন্দন সূচক বক্তব্য। আরও ছিল সাংবাদিক-বদিউজ্জামান খসরু এবং সংবর্ধিত সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্'র খালাত ভাই সমাজসেবক আবুল কাশেম এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।

একেবারে সমাপ্তি পর্যায়ে দু'টি চেয়ারে সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্ এবং তাঁর স্ত্রী দিলরুবা আখতার আসন গ্রহণ করেন। এবং তখন সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্ তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি তাঁর নিম্নবিত্ত পারিবারিক পটভূমি, যৎসামান্য প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা, ১৯৫৯ সালে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান, একে একে দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান, দৈনিক জমানা, দৈনিক আজাদী, দৈনিক ইনসাফ, দৈনিক ইউনিটিতে ও পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৬৯ এ দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের পর্বে সাংবাদিকতা পেশা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে 'সুলেখা' ছাপাঘর ও 'মণীষা' প্রকাশনী চালু করেন। এ পর্যায়ে তিনি আবেগঘন ভাষায় শিশুপুত্র ও কিশোরী স্ত্রীর অসহায়ত্বের কথা ভেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে তাঁর বিরত থাকাকে কাপুরুষোচিত সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করে বলেন, এই বিষয়টিকে তিনি আজীবন নিজের চিত্তে গ্লানি হিসেবে বহন করে চলেছেন। তিনি আরো জানান যে, মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় তিনি স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে প্রাণভয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে কাটিয়েছেন।

পরিশেষে সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্ জানান যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে তিনি ঢাকার ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সিতে (এনা) যোগদান করে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, ডিপ্লোমেটিক রিপোর্টার, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দফতরে স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট পদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৪ সালের মে-আগস্ট যুক্তরাজ্যে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন ফেলোশিপ প্রোগ্রামে সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তি, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, তাঁর ওয়াশিংটন সফরের ওপর রিপোর্ট করার দুর্লভ সুযোগের কথাও বলেন।

তিনি জানান যে, ১৯৮৪ সালে তিনি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'এশিয়ান মনিটর' পত্রিকার এডিটরিয়াল বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিশেষে তিনি বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আন্দোলন গড়ে তোলার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সর্বাধুনিক ও সর্বোন্নত ফটোকম্পোজ মেশিন ক্রয় করে ১৯৮৫ সালে নিউইয়র্ক থেকে বাংলা সংবাদপত্র 'প্রবাসী' চালু করেন।

এর আগে আহবায়ক ফখরুল আলম যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য রফতানি এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশে পঁচা গম আমদানী বন্ধ করার ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ্কে আয়োজক পর্ষদের পক্ষে উত্তরীয় পরিয়ে দেন মুত্তালিব বিশ্বাস এবং বেলাল বেগ। এছাড়া আয়োজক পর্ষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই সমিতি, ফেণী জেলা সমিতি ও মৈত্রী ফাউন্ডেশন ক্রেস্ট এবং একুশে চেতনা পরিষদ উত্তরীয় প্রদান করে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত পরিশীলিত ভাষায় ও সাবলীল নৈপুণ্যে যৌথভাবে উপস্থাপন করেন গোলাম মোস্তফা এবং সাবিনা শারমিন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





গীতিকার মাসুদ করিম অ্যাওয়ার্ড পেলেন

তাজুল ইমাম, আকবর হায়দার করন ও নিহার সিদ্দিকী

আশরাফুল হাবিব মিহির: নিউইয়র্কের কুইন্সে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা গীতিকার মাসুদ করিমের স্মৃতিতে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান। গত ১৩ নভেম্বর শনিবার, নবান্ন মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিউইয়র্কের তিনজন বিশিষ্টজনের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গীতিকার প্রয়াত মাসুদ করিমের স্ত্রী দিলারা আলোর কাছ থেকে এই সম্মাননা গ্রহন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন এবং ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী। সম্মাননাপ্রাপ্ত বিশিষ্টজনেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি মাসুদ করিমের সঙ্গীতে অবদানের কথা তুলে ধরেন আগত অতিথিদের কাছে। তারা আরো বলেন ষাট, সত্তর ও আশির দশকে চলচ্চিত্রের গান রচনা করে অনেক বেশী খ্যাতি লাভ করেন। দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতিমান সুরকারেরা তার রচিত গানে সুর দিয়েছেন এবং বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীরা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন।

মাসুদ করিমের গানে কণ্ঠ দেওয়া শিল্পীদের মধ্যে কিংবদন্তী শিল্পী রুনা লায়লার "যখন থামবে কোলাহল" ও "শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শোনাবো", আরেক কিংবদন্তী শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের "আমি রজনী গন্ধা ফুলের মত গন্ধ বিলিয়ে যাই", ফেরদৌসী রহমানের "দুটি চোখে চোখ রেখে আমারে তুমি শুধালে", শাহনাজ রহমতুল্লাহ'র "ঐ আকাশ ঘিরে সন্ধ্যা নামে রাতের আভাসে", ঊষা উথুপের "নেই নিঃশ্বাসের বিশ্বাস", মাহমুদুন নবীর "বাতাসে তোমার সংলাপ শুনি", আব্দুল জব্বারের "শত্রু তুমি বন্ধু তুমি, তুমি আমার সাধনা", খুরশীদ আলমের "তোমরা যারা আজ আমাদের ভাবছো মানুষ কিনা", সৈয়দ আব্দুল হাদীর "কিছু বল কিছু বল", দিলারা আলোর "জোনাক জোনাক রাত", হাসিনা মমতাজের "তন্দ্রা হারা নয়ন আমার", আনোয়ার উদ্দিন খানের "যদি নীল সাগরের মুক্ত তুমি চাও" এবং এম এ শোয়েবের "মনে কি পড়ে একদিন আমিও ছিলাম" গানগুলো উল্লেখ করার মতো।

গীতিকার মাসুদ করিম বাংলাদেশের সঙ্গীতে অবদানের জন্য রজনীগন্ধা (১৯৮২) এবং হৃদয় থেকে হৃদয় (১৯৯৪) ছবির জন্য দু'বার শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখ্য, কানাডা প্রবাসী মিষ্টি কণ্ঠের শিল্পী দিলারা আলো, পাঁচ যুগেরও বেশী আছেন এই সঙ্গীত জগতে, তাঁর স্বামী প্রয়াত গীতিকার মাসুদ করিম ১৯৯৬ সালের ১৬ নভেম্বর কানাডার মন্ট্রিয়লে মৃত্যুবরণ করার পর তার নামে এই অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করেন। জনপ্রিয় শিল্পী রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমীন সহ অধিকাংশ শিল্পীকে ইতিমধ্যে এই বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়েছে।

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.
IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
We Provide
• Individual Tax
• Corporation Tax
• Partnership Tax
• Non-profit Tax
• Gift Tax
• Sale & Payroll Tax
• IRS & State Tax audit Representation
• Immigration
• Accounting
• Bookkeeping
• Business License
• Business Incorporation
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
সিস্টাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

ফোবানা সম্মেলনে বিয়ের চমক দেখালেন শিল্পী রোকসানা মির্জা ও আজাদ



ফোবানা সম্মেলনে বাগদান পর্বে বিশেষ মুহূর্তে সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা মির্জা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আজাদ। ছবি-নিহার সিদ্দিকী

বিশেষ প্রতিনিধি: বিভক্ত ফোবানা'র একাংশের সম্মেলন হলো ম্যারিল্যান্ড রাজ্যের বিখ্যাত গ্যালট ন্যাশনাল রিসোর্ট এন্ড কনভেনশন সেন্টারে। জঁাকজমকপূর্ণ এই সম্মেলনের ভালো-মন্দ সবকিছুর মধ্যেই সম্মেলনে বাড়তি চমক ছিলো প্রবাসের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা মির্জা আর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী (রিয়েল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

'একসময় আমেরিকাকেও নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশীরা'

ওয়াশিংটন ফোবানায় অব্যবস্থাপনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিভক্ত ফোবানার একাংশের ৩৫তম সম্মেলনও নানা অব্যবস্থাপনা আর অনিয়মের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো। শুধু তাই নয়, মোটা অংকের আর্থিক দন্ডও গুনতে হচ্ছে আয়োজকদের। নামেই শুধু জাকজমপূর্ণ হোটেলে এই সম্মেলন আয়োজন করা হলেও কার্যত ফোবানা সম্মেলনের যে জৌলুস তা অপূর্ণই রয়ে গেলো। সবমিলিয়ে অতীতের মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই প্রাধান্য পেলো এবারের ফোবানা সম্মেলন। গত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)





দয়া-মায়া কি সমাজ থেকে উঠেই গেলো?

জাফর আহমাদ

প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। পৃথিবী খুব ছোট হয়ে এসেছে। সবকিছু মানুষের হাতের নাগালে চলে এসেছে বটে। কিন্তু কিছু মানবীয় গুণ কালের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

জীবন তো একটাই

খুশিতেই বাঁচুন



হাবিব রহমান: বয়স বাড়ছে! একা হয়ে যাচ্ছেন!! আক্ষেপের কোন কারণ নেই। নিজের মত করে সাজান আপনার জীবন। পরিবর্তিত পরিস্থিতি মেনে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়

জালালাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে নানা সমীকরণ

এমদাদ চৌধুরী দীপু: যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক যে সব কমিউনিটি সংগঠন রয়েছে তার মধ্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক অন্যতম। শুধু নর্থ আমেরিকা নয় জালালাবাদ রয়েছে রাজধানী ঢাকায়, আছে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সিলেট বিভাগের ঐতিহ্যের পতাকাবাহী এই সংগঠন গুলোর রয়েছে নানা গৌরবগাথা। আঞ্চলিক উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়ন.অগ্রগতি আর সমৃদ্বিতে জালালাবাদ নামটি অহংকারের অংশীদার হয়ে আছে সারা বিশ্বে বসবাসরত সিলেটবাসীর মাঝে। তবে এই জালালাবাদ এর যুক্তরাষ্ট্রে যারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারা প্রত্যাশা পূরন করতে ব্যার্থ হয়েছেন বারবার। এর জন্য এক মেয়াদেও কমিটি দায়ী করছেন আরেক কমিটিকে। অতীতের সফলতা-ব্যর্থতা। আলোচনা কিংবা সমালোচনা সব পিছনে ফেলে আবারো সামনে নির্বাচন। নির্বাচন (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

তামিমকে ছাড়িয়ে অনন্য উচ্চতায় মুশফিক

স্পোর্টস ডেস্ক: আঙুলের ইনজুরির কারণে বেশ কিছুদিন হলো জাতীয় দলের বাইরে আছেন দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবাল। তার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে অনবদ্য ব্যাটিং করার মধ্য (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও রাজনীতি



ড. সিনহা এম এ সাঈদ: রাষ্ট্র বিজ্ঞান হলো রাষ্ট্র, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের উপযোগী (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়

দি অপটিমিস্ট'র ফান্ড রেইজিং ৪ ডিসেম্বর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসের অন্যতম সেবামুলক প্রতিষ্ঠান দি অপটিমিস্ট'র বার্ষিক ফান্ড রেইজিং এবং অপ্টিমিষ্ট কমিউনিটি রিইউনিয়ন আগামী ৪ ডিসেম্বর শনিবার। নিউইয়র্কের ফ্লাশিংস্থ ওয়ার্ল্ড ফোর মেরিনা রেষ্টুরেন্ট এন্ড ব্যাঙ্কুয়েটে ঐদিন বেলা সাড়ে ১২টায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানটি সফল করতে সংগঠনের প্রিন্সিপ্যাল এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান সারোয়ার বি সালাম এবং বোর্ড অব ডিরেক্টর ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট শাহেদুল ইসলাম কমিউনিটির সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

নিউইয়র্ক সিটিতে ৮ লক্ষাধিক গ্রীনকার্ডধারী ভোটার হচ্ছেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে গ্রীনকার্ডধারী প্রায় ৮ লক্ষাধিক ইমিগ্রান্টকে ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাজ্যে এমন উদ্যোগ এই প্রথম। তবে এই ভোটাধিকার শুধুমাত্র স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সীমিত থাকবে। বর্তমানে সিটি কাউন্সিলের সামনে এ ধরনের একটি আইনের বিল বিবেচনাধীন রয়েছে। যা আগামী (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

শীতকালে কম পানি খেলে যেসব সমস্যা হতে পারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীতকাল কড়া নাড়ছে দোরগোড়ায়। জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও বাতাসে বেশ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

থ্যাংকস গিভিং ডে পালিত

ঘরে ঘরে টার্কি ভোজ পার্টি

বিশেষ প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার ছিলো থ্যাংকস গিভিং ডে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় নিউইয়র্ক সহ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে পালিত হলো দিনটি। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রে 'থ্যাংকস গিভিং ডে' সরকারীভাবে উদযাপন করা হয়। থ্যাংকস গিভিং ডে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা'র একটি জনপ্রিয় (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)


নিজের কুক করা টার্কি নিয়ে খলিল বিরিয়ানীর খলিলুর রহমান

ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি'র নতুন কমিটি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা হাফিজ খান সোহায়েলকে সভাপতি এবং (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিনোদন

ডিজিটাল মিডিয়া মনিটরিংয়ে হাইকোর্টের রুল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টিভি-ইউটিউবসহ ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হওয়া নাটক, শর্ট ফিল্ম এবং ওয়েব সিরিজ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ প ষ্ঠায় দেখ ন
বিস্তারিত ৭ প ষ্ঠায় দেখ ন

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১০

বেশ কদিন প্রিয় আকাশটা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকার পর সেদিন বেশ রোদ্দুর ছিল। অফিস ফেরার পথে বাস স্টপেজে বসে যথারীতি আকাশের ছবি তুলেলাম। আমার সাথেই একটা লম্বা চওড়া (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com